ইসলাম কি ও কেন
[ঈতিহাসিক উর্দু গ্রন্থ : ইসলাম ক্যায়া হায় -এর
সংশোধিত সংযোজিত নতুন সংস্করণের অনুবাদ]

মূল
মাওলানা মুহাম্মাদ মনহুর নো'মানী রহ.
জগত বিখ্যাত আলেমে মীন, বহু কালজগী গ্রন্থ ধ্রুপন্তা
মাসিক আলফুরকান (উর্দু, ল্যাটিন)- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মাহদী হাসান
আলেম, লেখক ও অনুবাদক

সামাজিক আইন আসন
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলারাজার, ঢাকা-১১০০
ভূমিকা

যিষ্ম লর রুজুমেন রিশ্রিম

ধরা যাক, আল্লাহ তাঁর যদি কিছুগুলোর জন্য আমরার এ দুনিয়ায় রাসূল সালাহাব আলাইহী ওয়াসালামকে পাঠিয়ে দেন, তাকে তাঁর এসে বর্তমান দুনিয়ায় বসবাসরত উম্মতের জীবন-যাপন প্রসঙ্গ দেখেন, তবে তাঁর দিকে কেননা বাধা লাগেন? আল্লাহ তাঁর যেসব বাণিজ্যের এখনো প্রিয়নবীর (সালাহাব আলাইহী ওয়াসালাম) আনন্দ বলের সাথে একটু সম্পর্ক অ্যাথ যানি, যাদের অস্তরে তাঁদের প্রতি দরদ্ধ ও তাঁর কাপড় রয়েছে, তাদের প্রতি নবীনবীর (সালাহাব আলাইহী ওয়াসালাম) প্যার্ক ও নির্দেশ করে হবে?

অধর্মে এ ব্যাপারে একটুও সম্পর্ক নেই যে, নামে মুসলমান জাতির অধিকাংশের বর্তমান ইসলাম-বিবিস্তিত জীবন ও সীমান্তের বদ্ধিনী ও চাঁদবন্ধ অবস্থা দেখে তাঁর অস্তর যাপননাই ব্যাপিত হবে। যে ব্যাপ্ত তাঁর কর্তৃক পার্থনার নিশ্চিত এবং উচ্চ প্রান্তের জ্ঞান মুম্বাক কর্তৃক রেখাক হামার দরুন অনিয়ম ব্যাহার তুলনায় অনেক বেশি হবে। তাঁদের প্রতি তিনটি ও আনুগত্য সম্পর্ক এবং এর প্রতি দরদ্ধ ও ফিকের মুসলমানদের প্রতি নবীনবীর (সালাহাব আলাইহী ওয়াসালাম) প্যার্ক থাকবে যে আমার বিস্তার উম্মতের ধর্মীয় অবস্থার উন্নতির জন্য আর তাদের মধ্যে সীমানা রহ ও পূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করার জন্য তোমরা যথাযাচ চেষ্টা করতে থাকি। এতে কোন ধরনের অলসতা করে না।

অধর্মের এ অসুস্থতা যদি আপনাদের অস্তর গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এখনই ব্যাপার করে নিন এবং দুর্দশ সংক্রম করে দিন যে, সামনে থেকে এ অনুরাগ্য পালন করে নিজের জীবনের অংশ বাচিয়ে ফেলবো। অধর্ম অস্তরের পূর্ণ বিস্মার্য সাথে আবেদন করছে যে আজ্ঞাকাল আল্লাহ তালালার সতর্ক অভ্যন্তর করার জন্য এবং রাসূল সালাহাব আলাইহী
ইসলাম কিও কেন

ওয়াসালামের আত্মাকে খুলী করার শাস্তি দেয়ার এবং তার আত্মিক দুর্বলতা লাভের ডিসিপলনিত একটি বৈশিষ্টমাত্র একটি মাধ্যম।

কেকমান এ ছোট পৃত্তক এ অনুভূতিরই এক বিহার প্রকাশ। এটার এ ভাষায় লেখা হয়েছে যে, অল্পর্ণ সাধারণ নর-নরীরা নিজেরা পাঠ করে আন্তে পাঠ করে শুনাবে, মসজিদে মজলিসে সাধারণ মুসলমানদেরকে পড়া শুনাবে, যাতে তারা অনেকের মাঝে ঐক্যের রূপ এবং ইসলামী জীবন গঠনের চেষ্টা যার যার সাধ্য অনুযায়ী করতে পারে। আল্লাহকে সম্মান অবজনকরি, নবী সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের আত্মাকে আনন্দ দানকারী একাং সবাই যেন যথাসাধ্য অংশ নিতে পারে।

আল্লাহ তাআলার তাওফিকে ছোট এ কিতাবখানাতে চীনের সারকথা এসে গিয়েছে। কুরআন-হাসারের অতি জরুরী শিক্ষা বিষয়টি সবকে সাজিয়ে এমনিতে করে দেয়া হয়েছে। যা অর্জন করে, যার উপর আমল করে একজন মানুষ আগুন তালো মুসলমানী নয় বরং ইন্দুরাল্লাহ পরিপূর্ণ মুমিন ও ওলিআল্লাহও হয়ে যেতে পারে। মুসলমান ছাড়ে এ কিতাবখানা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ অমুসলিমদেরকেও দেয়া যেতে পারে। তারাই একে আশাশীল উপকৃত হবে।

গুরুত্ব কিছু কিছু সবকে হাদিসসমূহের রেফালমেল দেয়া হয়েছে, পরে আর এর প্রয়োজন মনে করিনি। কেননা সব হাদিসের মিশ্রিত মানুষ থাকার কথায় নয় যেন যেন নয়। সুতরাং হসর হাদিসের হাওয়ালা বা রেফালমেল দেয়া হয়নি তার সবই মিশ্রিত মানুষ থাকার থাকে নয়। কুরআন-হাদিসের অনুবাদ কেন্দ্রে পাঠক সাধারণের সহজগোনায় দিকে খেয়াল রেখে হাস্ত অনুভূতি করে মর্মান্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে। যা কিছু হয়েছে আর যা কিছু হবে সবই মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে এবং হবে। সুতরাং সমাজ প্রশংসা এবং সমুহ কৃত্তিত্বের গুরু-শেষ তার জন্য নিবেদিত।

মুহাম্মাদ মোহাম্মদ সোয়ানী

লক্ষ্মী, ভারত
জুমাদাল উপরা ১৩২৬ হিজরি
মুমাহারী ১৯৫৭ ইং}

মুহাম্মাদ মোহাম্মদ সোয়ানী

লক্ষ্মী, ভারত
জুমাদাল উপরা ১৩২৬ হিজরি
মুমাহারী ১৯৫৭ ইং
<table>
<thead>
<tr>
<th>বিষয়</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>রোখা</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>রোখা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরম্য</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>রোখা পুরস্কার</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>রোখা বিশেষ উপকার</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>হজ্জ</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>হজ্জ ফরম্য</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>হজ্জের বরকত ও ফরিদত</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>হজ্জের নগদ ভাড়</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসলামের সাংগঠনিত্ব</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>তাকওয়া এবং সংঘমর্যলিত</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>কিভাবে তাকওয়া আর্জন করা যায়?</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>লেন-দেন ও আচার-ব্যবহারে সততা, হালাল জীবনা ও মানবাধিকারের গুরুত্ব</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>অর্থনৈতিক পয়সের অপরিবর্ধন ও তাতে ধ্বংসাতূক পরিধিতী</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>হালাল উপার্জন ও সং হস্তসায়</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>লেন-দেনে নরম পত্র এবং মালিকাত অবলম্বন</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান এবং পারস্পরিক অধিকার</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>পিতামাতার অধিকার</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>সম্ভানের অধিকার</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>সাধারণ ভালোবাসা আল্লাহ, রাসূল ও ধর্মের প্রতি</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>দীনের দাওয়াত ও খেদমত</td>
<td>106</td>
</tr>
</tbody>
</table>
বিষয়

সরকার ৪ ১২

থুম্ব অতিমাত্র ত্ব বাছাইকৈ বি গাঞ্জান ভাগ্যবান

সরকার ৪ ১৩

ধীরের উপর পরিপূর্ণ অমল ও ধীরী খেদমত

সরকার ৪ ১৪

শ্রী মন্দির মন্দির ও পুরন্নকার

সরকার ৪ ১৫

মৃত্যুর পরের জীবন বিন, কিয়ামত ও আরোগ্য

সরকার ৪ ১৬

বেশেশত ও দোষক

সরকার ৪ ১৭

আল্লাহর ধিক্কির

ধিক্কিরের মূলকথা

প্রিয় নবীরহ শেখানো বিশেষ বিশেষ ধিক্কির

উত্তম ধিক্কির

কালিমায় আমান্তী (মর্যাদাশীল বাকা)

তাসরীহ ফারদিপ্রিয়

দুটি ছোট তাসরীহ

কুরআন শরীফের তেলাওয়াত

ধিক্কির সংক্রান্ত কিছু জরুরী কথা

সরকার ৪ ১৮

দুআ নাম

বিষয়

সরকার ৪ ১৯

দরদ স্বরাখ

দরদের বাক্য

প্রতিদিনকার ওয়ীফা

সরকার ৪ ২০

তাওবা-ইন্তিগাফার ও কর্মা প্রাচ্যত

তাওবা সঞ্চিত একটি জরুরী কথা

কী বলে তাওবা-ইন্তিগাফার করতে হবে?

সাইমিত ইন্তিগাফার (সেই ইন্তিগাফার)

পরিচিত

আল্লাহর সন্তান ও জন্ম লাভ করার সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত

সরকার ৪ ২১

প্রতিদিন পাঠ করার মতো কুরআন ও হাদীসের চর্চিত দুআ দুআ

বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দুআ

সকাল হলে পাঠ করবে

সন্ধ্যা হলে পাঠ করবে

শাপানকালে পাঠ করবে

থুম থেকে জাগ্রত হলে পাঠ করবে

ইন্তিগাফা (পৌরাণিক) যাবার সময় পাঠ করবে

পৌরাণিক থেকে বের হয়ে পাঠ করবে

ওয়ার শুরুতে বিসিলিয়াহ পাঠ করবে। আর ওয়ার মধ্যাহ্নে পাঠ করবে

ওয়ার শেষে পাঠ করবে

মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে দান পা ভিতরে রেখে পাঠ করবে

খানার শুরুতে পাঠ করবে
প্রতিটি মুসলমানের জন্য ইসলামী জ্ঞানজ্ঞনের প্রয়োজনীতা ও ফলীলতা

এটাতে সরাই জানেন, ইসলাম কেন গোপনীয় বা বখশী উদ্দার্থকার নয় যে মুসলিম ঘরে জ্ঞানপ্রসারণ করলেই সে এমনিতেই মুসলিম হয়ে যাবে এবং মুসলিম হওয়ার জন্য তার কোন কিছু করা লাগবে না। যেমন শেখ বা সাইয়েদ বংশে জ্ঞানপ্রসারণ করলেই স্তান এমনিতেই শেখ বা সাইয়েদ হয়ে যায়। শেখ বা সাইয়েদ হওয়ার জন্য তাকে কোন কিছু করতে হয় না, কিন্তু ইসলাম এমন একটি ধরমের নাম, এমন একটি জীবন বিধানের নাম, যা আলাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম মহান আলাহ তাহালার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, যা কুরআনে কারীমে ও রসূল সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, যে এই জীবন মেনে নিবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করবে, সেই মুলত মুসলমান। যারা এই জীবন সম্পর্কে ধারণা রাখে না এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন করে না, সে পর্যালো মুসলমান নয়। সুতরাং বুদ্ধি গোল যে, যার মুসলমান হতে হলে দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী—

1. আমারা জীবন ইসলাম সম্পর্কে জানবো, কম্পিউট প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়বল্লর জীনন অর্জন করবো।

2. এই জীবনকে আমারা মনে নিব এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেব।

—এই নাম ইসলাম এবং মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো এটা।

ইসলামী জীনন অর্জন করা অর্থাৎ অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়ক জননা, মুসলমান হওয়ার পূর্বকাল। এ জননেই প্রিয়নবী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

-২
ওব্ব মুসলিম ভাইনেরা বয়স বেড়ে যায়ের দর্শন বা কাজ-কের রাস্তার কারণ কেন মাদারাসায় ভর্তি হয় নিয়মিতত্ব ছাড় হিসাবে হীন জান অর্জনের সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন; তাদের জন্য সহজ পথ

ছুলা—যারা পড়াশোনা জানেন, তারা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার বই-পুস্তকের সহায়তায় এ পথে অগ্রসর হবেন। আপনি যারা পড়ালেখা জানেন না বা বাধ্যতাভূক্ত অনেক সময় বা প্রতিদিন রয়েছে। প্রিয়নী হযরত মুহাম্মদ সালাহাই ওয়াসালাম এ কাজের অনেক ফলকটি ও মযাদা কর্মনা করেছেন।

একাধারে হাদিসে বিন্দুর হয়েছে—

'যে ব্যক্তি ধর্মীয় জান অর্জন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, সে ঘর ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আলাহর রাজাতায় থাকে।' (তিতিশ্বর)

অন্য একটি হাদিস এসেছে—

'যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে জান অর্জনের জন্য কোন রাস্তায় পা বাছায় অলাহ তাতায় তার জন্য বেহেতের রাস্তা সুগম করে দেন।' (মুসলিম)

আরেকটি হাদিস এসেছে—

'ধর্মীয় জান অর্জনের আগ্রহ এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা পূর্ববর্তী গুণাহসমূহের কাফকার সংগ্রহ।' (তিতিশ্বর)

(অর্থাৎ এ দ্বারা মানুষের পেছনের গুনগুলি মাফ হয়ে যায়।)

মেটিকুলাস, প্রায় ধর্মীয় জান অর্জন করা, ইসলামের অত্যাবশ্যক বিষয়বস্তুর ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা প্রাক্তন

মুসলমানের জন্য কর্মশীল হয়েছে। তাছাড়া হোক বা গোলত, যুক্ত হোক বা বৃদ্ধ, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, পূর্ব হোক বা নারী। পূর্বে বিন্দু হাদিস থেকে এটি বুঝা গেল যে, জানান্তরকে যে সময়ে তাদের অবসাপ্ত হয়, এর জন্য যে পরিশ্রম করতে হয়, মহান আলাহর মারুল আলামের কাছ এর পরিণত প্রতিদিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে, ইসলামের খুব জরুরী বিষয়গুলোর জান অর্জনের জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যাবে।
সরকার ৪.১
কালিমায়ে আত্যন্তের

লা ইলাহ ইলাহ (উপাস্য) নয়।

এতে আল্লাহ তাআলার ভক্তিযুক্ত করা হচে। বলা হচে যে, আল্লাহ তাআলার ছাড়া এমন আর কোন সত্য নয়।

কেননা তিনি আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। তিনিই প্রতিপালক,

তিনিই জীবকা দানকারী। তিনিই মূর্তুদাতা, তিনিই জীবনদাতা।

সুখতা-মৃত্যুতা, সার্থক-নাস্তিক, ভালো-মদ্য, কল্যঞ্চ-অকল্যঞ্চ

সবগুলো একমাত্র তাই কমলাত করুন আল্লাহ। আল্লাহ-ক্ষুদ্রের তিনি ছাড়া

সবাই-চাই যে মৃত্যু হোক ভেরিতা-তাই সুইতালার এবং তাই

গোলাম। তার সুকাজে তার সাথে কোন কারে কারে অথবা দেরে নেই।

তার নিদ্রার কাঠে ওলাম-পালত কের দেয়ার কমলাত করুন নেই। না তার

কাজে নলা গোলামের স্পর্শে করুন চাই। সুরুরাং তিনি তো তিনিই,

যেকাই কেবল তাত করুন। তার সাথেই সম্পর্ক জুড়া যায়।

ধূম-ধূমুড়ার যে কেন প্রাপ্ত করুন তার কাছে কেনে-কেনে হাত পাড়া

যায়। বকুলারা আনার নিয়ে হিফজ ভেশ চাওয়া। তিনিই তাই

রাজারিজার। অভিযুক্ত নয় প্রয়োজন নষ্ট। তিনি সর বাদশাহদের বাদশাহ।

দুনিয়ার সর বিচারকদের উপর মহাবিচারপতি। সুতরাং এন সুতরাং

নিদ্রারিজার মেলান চলা করে। পুরুষ আনুগত্যের সাথে তার নিদ্রার

অনুকরণ করা উচিত। তার নিদ্রারিজার বিপ্রিত অন্য কারা আইন

কন মেনে নেয়া যায় না। চাই তিনি রাজনীতি হোনা যা কোন

প্রভাবশালী ব্যক্তি হোনা, যদিও তিনি পিতা হোন যা বংশের চারুজী হোনা,

চাই তিনি কোন প্রজতম ভস্ম হোন অথবা হোক যা না তা বিচিত্র

একটা চাই।

মাউকথা, আমারা যখন জেনে-শুনে মেনে নিয়ে যে, এক আল্লাহ

তাআলার একবিশ্ব হচে তাওহীদের কীর্তিযুক্ত হচে।

চাই তিনি রাষ্ট্রপতি হোনা যা কোন

প্রভাবশালী ব্যক্তি হোনা, যদিও তিনি পিতা হোন যা বংশের চারুজী হোনা,

চাই তিনি কোন প্রজতম ভস্ম হোন অথবা হোক যা না তা বিচিত্র

একটা চাই।

লা ইলাহ ইলাহ (উপাস্য) নয়।—হোক, আমাদের শপথ ও যোগাযোগ।

লা ইলাহ ইলাহ (উপাস্য) নয়।—হোক, আমাদের বিশ্বাস ও সম্মান।

লা ইলাহ ইলাহ (উপাস্য) নয়।—হোক, আমাদের কর্মমূলক ও মর্যাদা।

এই 'লা-ইলাহা ইলাহালাহ' ধনী ভিত্তিমূলক প্রথম ইট। সকল নবীর
(চাঁদ) সর্বপ্রথম ওরুটপূর্ণ সর্বকালে, তাঁর তর বিষয়ে এর মূল্যায়ন সর্বাধিক।

ফ্রিরী (সাল্পানাহ আলাইহি ওয়াসালাম) বিখ্যাত হাদীস—তিনি

ইরাদ করেন——

"জমানের সত্রোষ্ঠ শাখা রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ে সর্বচেষ্টা মূল্যায়নে ও

উন্মত শাখা হলো—'লা-ইলাহা ইলাহাতাতাত' এর দুইঙ্কারি।"

(ফ্রিরী, মুসলিম)

এ জনায় তো ফ্রিরীমুহের মধ্যে উত্তম হলো—'লা-ইলাহা

ইলাহাতাতাত' মিখির। যেমন আমি এক হাদীসে ইরাদ করেছে—

"ইস্লামের যোগ্য শাখা রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ে সর্বচেষ্টে মূল্যায়নে ও

উন্মত শাখা হলো।'লা-ইলাহা ইলাহাতাতাত'-এর দুইঙ্কারি।"

(ফ্রিরী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, অল্লাহ তাঁতালা হওয়া মূল্যায়ন

(চাঁদ) এক প্রায় সর্বাধিক ইরাদ করেন——

"হে শুনি! যদি সাত অকালী ও সাত জীবনী এবং তথ্যবর্ধনী যা

কিছু হচ্ছাঁ কিছুতেক এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা

ইলাহাতাতাত' অন্য পাল্লায়, তবে 'লা-ইলাহা ইলাহাতাতাত' পাল্লায় হিয়ার

প্রামাণিত হয়েছে।" (শরহসুলাম)

'লা-ইলাহা ইলাহাতাতাত' মূল্যায়নে ও ফ্যামিল এজন্য যে, এতে রয়েছে

অল্লাহ তাঁতালার আওয়ীদ বা একবার এর শপথ এবং সীরামীর, সুরুতে

তাতাত-রাশানী করার, তাতাত বিধান মনে চলার, তাতাত নিজের

উদেশ্য-লক্ষ্য নিশ্চিত করার এবং একমাত্র তাতার সাথে সম্পর্ক জুড়ার

অর্থকার ও সিদ্ধান্ত এতে ফুটে উঠেছে। এটাই ইস্লাম ও ইস্লামের রূপ।

এজন্য নীরী মুসলমানদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, 'লা-ইলাহা

ইলাহাতাতাত' এই কালিমা শরীফী বেশি বেশি পড়ে নিজেদের ইস্লাম তাজা

কর। বিখ্যাত একটি হাদীস, একদিন ফ্রিরীবি সাল্পানাহ আলাইহি

ওয়াসালাম ইরাদ করেন——

"লোকেসকল! নিজেদের ইস্লাম তাজা করতে থাক।"—কোন

সাহাবী ডিজাইন করলে—হে অল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে

আমাদের ইস্লাম তাজা করবো?" ফ্রিরীবি সাল্পানাহ আলাইহি
ইসলাম কি ও কেন

সংহাটিত হওয়া, কিয়ামতের পর মৃত্যুর জীবিত হওয়া এবং যার যার কৃত্তিকের ফলস্বরূপ বেহতর বা দেখা লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

হয়ুর সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম আলাহ তাআলার রাসুল হওয়ার অর্থ হলো, তিনি যা কিছু দুনিয়ার সামনে জানিয়েছেন, সবই আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেদেহমুক্ত জ্ঞান লাভ করার পরই বলেন। এর সর্বক্ষে জটিল, নির্ভুল ও এতদু। তাতে কেন ধরনের কেন সম্প্রদায়ের অবস্থায় মাত্রেই নেই। তিনি বিশ্বের জনমজীবকে যে হিসাবের পথ প্রদর্শন করেন, তাদের জন্য যেসব বিধান প্রবর্তন করেন, মূলত সেই মহান আলাহ তাআলার হিসাবত ও বিধান। তার প্রতি ফ্যাকল পরেন হয়েছে।

এ দ্বারা বুঝি নেরে যে, কেন সত্তায় রাসুল হিসেবে মেনে নিল, আপনা-আপনি এটি অভ্যাস্যতা হয়ে যায় যে, তার সমুহ পথনির্দেশ বা হিসাবত এবং আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার হবে। কেননা আলাহ তাআলার কাউকে এ জন্যই রাসুল মন্তব্য করে প্রবর্তন করেন মেন তার বাংলাদেশের প্রতি তার পছন্দিত বিধি-বিধান পোষ্ট দিতে পারেন।

কৃত্বাম মাজলিদে ইব্রাহিম হয়েছে—

রমা ওয়াসালাম নিল রিশত বাইরে ইব্রাহিম

অর্থাৎ—

‘আর আমি প্রত্যক রাসুলকে একজনই প্রর্থন করেছি যেন আমার কৃত্বা তাদের অনুকরণ করা হয়।’ (অর্থাৎ তাদের আদেশ মানা করা হয়)

রাসুলের প্রতি ইমান আনা, তাকে রাসুল হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থই হলো, তার সব কথা সত্য বলে বিপাক করা, তার শিক্ষা ও হিসাবতকে আলাহের শিক্ষা ও হিসাবত মনে করা। তার আদেশ মোতাবেক চালার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া।

জলালুদ্দিন খেলুর সালাহী আলাহি ওয়াসালামের প্রসিদ্ধ পথই সত্য পথ এবং এর বিপর্য সবই ভুল ও গভীর বলেই মন করবে, তার নেতা যারা শরীয়ত ও তার বিধি-বিধান

এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে—তবে যে ব্যতি মূলমন মুমিন বা মুসলমানই নয়; হয়তো সে মুসলমান হওয়ার অর্থই উপলব্ধি করতে পারেন।

স্পষ্ট কথা হলো—কখন আমরা কালিমা পড়ে প্রিয়বানী সালালাহ আলাহি ওয়াসালামের সত্য রাসুল বলে মনে নিয়েছি কখন আমাদের জন্য তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা অভ্যাস্যতা হয়ে গেছে। এখন তার সব কথা আমাদের মানতে হবে। তার রেখে যায়া শরীয়তের উপর প্রারম্ভী অমাল করতে হবে।

কালিমা শরীয়ত মূলত একটি অমালকার, একটি ব্যক্তিকের। কালিমা দুটা অংশের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে যে আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে, এ থেকে হয়তো বুঝা যে, এই কালিমা আসলেই একটি শপথ এবং একটি অমালকারা। তা হলো—আমি শুধুমাত্র আলাহ তাআলাকেই সত্য ইসলাম, একমাত্র মানব ও একমাত্র মুমিন হিসেবে মানি।

হয়ে পরিবর্তকের সমুদ্র কার্যকর্তা চারিত্রিক একটি ধারণা তার হাতেই জানি।

সুতরাং আমি তাইই এবং শুধু তাইই ইবাদে-বন্দী করব। গোলামের মোতাবেক তার মালিকের কামানো হলো, হক মোতাবেক আমি আমার আলাহের হকুম দেখাতে চলবো। তাকে সবচাইতে মিলী ভালবাসবো। তাইই সাথে গড়ে তুলব গোলামীর সম্পর্ক। হযরত মুহাম্মদ সালালাহ আলাহি ওয়াসালামকে আমি আলাহ তাআলার সত্যতা মেনে নিয়েছি। সুতরাং একজন উম্মতের মতো আমি তার পদার্থ অনুসরন করে চলবো।

তার নিয়ে আসা শরীয়তের পুনরাবৃত্তি অনুসরণ করবো। মূলত এই অমালকার ও ব্যক্তিকের নামই হলো ইমাম।

তাউদীদ ও রিয়ালের সাক্ষাৎ দেয়ার উদ্দেশ্য ও সাক্ষাতও এইটাই।

হযরত আনাস (রাষ্ট্রী:)

ইসলাম কি ও কেন

ইসলাম কি ও কেন
নামায়

নামায়ের গুরুত্ব ও তার প্রভাব

আরাম ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এবং তাওহীদ ও রিসালাতের বীকরাস্তির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় ফরম্য হলো—নামায়। নামায় আরাম তাআলার বিশেষ একটি ইবাদত। যা দিনে পাঁচবার ফরম্য করা হয়েছে। কুরআন মজিদের অর্থ শতাধিক আয়াতে এবং শত শত হাদিসে নামায়ের ব্যাপারে তার তালিকা দেয়া হয়েছে এবং নামায়কে ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘূর্ণ বলে অবিভিন্ন রকা হয়েছে।

নামায়ের একটি বিশেষ প্রভাব হলো, যদি তার সঠিক পথ পাওয়া আচার করা যায়, আরাম তাআলাকে হাজির-নাৎির ভেতে একাকুক মনে 'খুশু-খুয়ু' সহকারে যদি তা আচার করা হয়, তবে মানুষের অন্তর পরিকাল্য হয়ে যায়। নামায় ব্যক্তির জীবনকে সুপার করে দেয়। সমুহ পাপ-পঞ্জীলতা থেকে নামায়ী মুখে পড়ে যায়। সত্য ও সৎকারের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্তরে আরামহীতির জন্ম নেয়। এ জন্যই ইসলামে অন্যসব ইবাদতের তুলনায় নামায়কে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের দর্শন ছিল, কোন লেখা তার কাছে এসে ইসলাম করুন করলে তিনি তাওহীদের তালিম দিয়েই সরাবালি নামায়ের ব্যাপারে অশ্রুকার নিতেন। মোটকথা ইসলামে কালামার পরই নামায়ের স্থল।

রাসূলের (সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম) দুষ্টে নামায়ী ও বেনামায়ী

হাদিসে রাসূল থেকে জানা যায় যে, প্রিয়নী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম নামায় ছেদে দেয়কে কুফুরী কাজ এবং কাফরের সংঘৃত অশ্রু দিয়েন। তিনি বলতেন, যারা নামায় পড়ে না ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। নেমন স্বীকৃত মুসলিম শ্রীকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নী
হাজী ময়দানে নামায তাগকারীর অপমান
কিয়ামের দিন যে ভীষণ অপমান নামায তাগকারীর মাধ্যমে পেতে নিতে হবে, তা কৃষ্ণান জাহাদের একটি আযাটে এভাবে ইরশাদ হয়েছে—

"যদি বান্ধব সন্ত্রাসের দেওয়াল থেকে সন্ত্রাসের দেওয়াল থেকে আল্লাহ তাতালার চিহ্নিত করে না। সে হাজী ময়দানে নামায তাগকারীর অপমান হয়েছে যা কৃষ্ণান জাহাদের এক আযাটে এভাবে ইরশাদ হয়েছে।"

(মুসলমান বাখুয়ার)

হাজী ময়দানে নামায তাগকারীর অপমান হয়েছে, যদি বান্ধব সন্ত্রাসের দেওয়াল থেকে সন্ত্রাসের দেওয়াল থেকে আল্লাহ তাতালার চিহ্নিত করে না। সে হাজী ময়দানে নামায তাগকারীর অপমান হয়েছে যা কৃষ্ণান জাহাদের এক আযাটে এভাবে ইরশাদ হয়েছে।

(মুসলমান আহমাদ)

প্রিয় পাঠক! আমাদের সহাইকেই চিহ্ন করা উচিত যে, আমরা যদি সদা-সুর্যা এবং মনোযোগ সহকারে নামায না পড়ি এবং এর অভ্যাস গড় না তুলি, তবে আমাদেরকে পর্যাপ্তির সম্মুখীন হতে হবে।
বিষয় পাঠক! আমাদেরকে বলা করে বুঝু নিতে হবে যে, নামায় ছাড়া ইসলামের দায়িত্ব করা অর্থধর্ম ও ভিত্তিতে। নামায় পড়াই এই বিষয় ইসলামী আমল যা আলাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর আমাদেরকে তার রহমত ও দয়াপ্রাপ্তির উপযুক্ত বানিয়ে দেয়।

নামায়ের বর্ণনা

যে বাংলা পাঠ্যরূপে আলাহ তাআলার সাথে উপস্থিত হয়ে হত বেধে দাড়িয়ে যায়, তার গৃহীত ও হামদ-সানা করে, তার সামাজিক নত হয়, সিদ্ধ বিশ্ব লুটিয়ে দেয়, তার কাজে চায় দুর্বল করে, সে বাংলা আলাহ তাআলার বিশেষ ভালোবাসা-মহাবৈচ্ছিদ্র, রহমত ও দয়ার উপযুক্ত হয় যায়। প্রত্যেক ওয়াতের নামায়ের বৈদিক তার গুনাহ মাফ হয় যায়। তার অন্তর জ্বলন্তিময় হয়ে ওঠে। জীবন্ত পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হওয়া পবিত্র ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। একটি হাদিসের হয়ুর সালালাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম একাদিনের কুব চমৎকার এক উদাহরণ দিয়ে ইশারাত করে—

'বলতো! যদি তোমাদের কাছে বাতার আদিনায় একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে দুটি দৈনিক পাঁচ্ছার গোলাম করে, তবে কি তোমার কোন শুভ্র তার ময়লা? অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরম (রাইহি) বললেন না! এই ময়লাই থাকবে না। নবী সালালাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরাস্ত করেন—দেখ! পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ও এমনই। আলাহ তাআলা এই বর্ণে গুনাহ ও পাপভূমিকে নিষ্ক্রিয় করে দেন।' 

(পুরানী, মুসলিম)

জামাতের গুরুত্ব ও ফয়ীলত

রাসুলুল্লাহ সালালাহ আলাহি ওয়াসাল্লামের হীরাত সুমুখ থেকে বুঝা যায় যে, নামায়ের আরস ফয়ীলত ও বর্ণক এবং পুরস্কার ও মহিমা লাভ করতে হলে জামাতের সাথে নামায় পড়ার শর্তেরোপ করা হয়েছে। জামাতকে এই তীর্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, যারা অলসাবুকত নামায়ের জন্য জামাতে উপস্থিত হয় না, তাদের সম্পর্কে প্রিয়নীত
ফার্সি কবির ভাষায়—

‘সংলাপকের সাহচর্যের দরুন আল্লাহ তাহাল পাপীদের ক্ষমা করে দেন।’

সুতরাং আমাদের সকলের ভেতরে দেখা উচিত, মারাত্মক কান ওজন–আপাতত ছাড়া জামাত তাগ করা, কত বড় প্রতিদান ও কত বরকত থেকে নিজেকে বক্তি করার নামাত্রে।

‘খুঁসু’–খুঁসু দায় হলো, আল্লাহ তাহাল ‘হাফিজ–নাফিহ’ মনে কর নামায এমনভাবে পড়া হবে যে, অন্তর তারই ভালবাসায় ভরপুর হবে, তার ভয়, তার বড় ও মহাব্যক্তি তারক থাকবে। কোন অপরাধী বড় কোন রাজা–বাদশাহ বা বিচারকরের সামনে দোহাই মনে হল। নামাযের জন্য ডাঁড়িয়েই খেয়াল করতে যে, আমি আমার মহান আল্লাহ তাহাল তামাল অপরাধী। তার বড় প্রকাশের জন্য ডাঁড়িয়েছি। রকু করার সময় মনে রাখতে, আমি তার সামনেই সিজ্জিয়া করতে এবং তার কাছে নিজের অপারগতা ও তুষ্টতা প্রকাশ করতি।

আরো উত্তম হলো, ডাঁড়িয়ে অবশ্য, রকু–সিজ্জিয়া দিয়ে যাই পাঠ করবে, তা বুঝে বুঝে পাঠ করবে। আসলে নামাযের মজা তখনই অনুভূত হবে, যখন নামায় তার নামায় পাঠকৃত বিষয়গুলার ম্যানে–মতলব বুঝে পাঠ করবে। (নামায় যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুলোর অর্থ খুঁসু করে নয়া খুব সহজ একটা একটা করত।)

নামায় খুঁসু–খুঁসু অন্তত অপরের আল্লাহ তাহাল দিকে খুঁকিয়ে দেয়া নামায়ের মূল প্রাপ্ত। এটাই নামায়ের মূলকথা। আল্লাহ যে বান্দা একবাক্যে নামায পড়ে, তার মুক্তি ও সফলতা, নাজাত ও কামিয়ারী অবধারিত।

কুরআনে মহান আল্লাহ তাহাল ইরাশাদ—

‘ফি ‘আল্লাহু মোহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় কুরআনের মুহাম্মদুল্লাহ তাহাল নামায় 

নামায পড়ার নিয়ম ৪

নামাযের সময় হলো প্রথমেই আমাদেরকে ভাল করে উদ্দেশ্য করেন। উদ্দেশ্য সময় মনে যে মহান আল্লাহ তাহাল পবিত্র উপকথির জন্য এবং তার ইবাদ করার জন্য এই পবিত্রতা অত্যন্ত জন্ম। আল্লাহ তাহাল অনেক বড় দাম যে, তিনি উদ্দেশ্য মধ্যে আমাদের জন্য অনেক বরকত ও রহমত নিহিত রেখেছেন। হাদিস

‘উদ্দেশ্য শররের যে অঙ্গুলো ঢেউ করা হয়, ঐসব অঙ্গুলোর নামায় কুরআনে চোখ বক্তি যায়। ঐসব
ওনাহের অপবিত্র প্রভাব কেন উপর পানিতে হুমে পরিস্কার হয়ে যায়।

উপর পর যখন আমরা নামারের জন্য দাড়ানো যায়, তখন আমাদের অন্তরে এই খেয়াল জমানো উচিত যে, আমার ওনাহগার ও নিতান্ত পাপী বদ্ধ, আমাদের ঐ মহান প্রভু ও মারুবদের সামনে দজওয়ামান হতে যাচ্ছে, যিনি আমাদের প্রকাশ ও গোপনীয়, স্পষ্ট ও লুকানো সর্বকিছুই জানেন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

অতঃপর যে ওয়াকের নামার পড়ব, সে ওয়াকের বিশেষ নিয়ে করে নিয়মান্তরি কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে মনে প্রাণে বলব—

اللّهُ أَكْرَمُ

[ আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ]

অতঃপর হাত বেধে এবং আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ধান করে পাঠ করব—

سبحان الله وحليم

'হে আমার আল্লাহ! তোমার সম্ভাবনা পবিত্র। আর তোমার জন্যই সমুদ্র প্রশংসা। আর তোমার প্রতি বরকতময়। তোমার মর্যাদা খুবই উত্তম। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাসা নেই।'

অতঃপর পড়বে—

أعوذ بِاللّهِ مِن الشِّيَطَانِ الرَّجِيمِ

(আমি অভিশাপ শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই।)

displayName

پَعَسَ اللّهُ الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ

(আমি আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি যিনি পরম করণাময় ও দয়ালু।)

তাপুর সুরা পাঠে হুমে পাঠের প্রতি বাড়ি যায়। কিয়ামত দিবসের মাধ্যমে। আমার একমাত্র তোমাই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালন কর। সেসব সঞ্চালকদের রাস্তায়, যাদেরকে তুমি পুরস্কার করো। তাদের রাস্তায় নয় তাদের প্রতি তোমার পবিত্র হয়েছে এবং যারা পথপ্রস্থ। আমান (হে আল্লাহ তুমি করো কর।)

এরপর কোন একটি সুরা বা সুরার অংশ পাঠ করবে। এখানে ছোট ছোট কয়েকটি সুরা অর্থহীন সংবিধি হল—

والغفصل إن الإنسان لى خطيب، إلا الله أمين وعميلوا الصالحين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.

সুরা 4 'সমাহ মানুষ ফরিদী কিন্তু। (এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে খুবই দূরবীরা) কিন্তু তারা নয়, যারা ইসলাম এনেছে এবং সংক্রান্ত করে, এবং এক অপরকে সতীর উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে (অসত থেকে বেঁচে থাকার কেটে) সবর করার

قُل هّوَ اللّهُ أَحَدٌ، اللّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يُولِدْ وَلَمْ يَولِدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُورٌ أَحَدٌ.
সূরা ৪: 'বল! (হে নবী) আল্লাহ এক। আল্লাহ অমূল্যায়নকী। (তিনি বয়ঃসম্পূর্ণ, সবাই তার মুখায়নকী) তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

'প্রেরণা রয়েছে ভূতালের। মিন শরির মাত্র কিছু এবং মিন শরির ফাল্গুনীর মাত্র কিছু।

সূরা ৪: 'বল! আমি প্রভুতালোকের প্রভু আমি চাই। তার সব স্থানের অনিষ্ট থেকে এবং অন্যান্যের অনিষ্ট থেকে যখন তাকে লুকিয়ে যাও এবং স্বাদুস্বাদুরাত্রির অনিষ্ট থেকে।

(অর্থাৎ মানুষকে মহিলার অনিষ্ট থেকে) এবং বিদ্ধে পোষণকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সে বিদ্ধে করে।

'তো মানুষের প্রতিপালক। মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই। তার সব বাদশাহের সব বাদশাহের (উপাসনা) যে কৃপণর দেয় ও অশ্রুগোপন করে, তার অনিষ্টা থেকে। যে কৃপণর দেয় মানুষের অন্তর। স্বরূপের মধ্য থেকে যা মানুষের মধ্য থেকে।

মোটকথা, 'আল্লাহদু' সূরার পর কুরআনের শরীফের কোন সূরা বা তার অপেক্ষিত সংখ্য পাঠ করতে হবে। প্রতিসাদে যে কুরআনের মনোহর থেকে এ পরিমাণ কোটাত পাঠ করা লজিকী। সূরা পাঠ করে মহান আল্লাহ তাআলার সহস্ত্র বৃষ্টি এবং মর্যাদার ধ্যান করে কায়মনাবাকে 'আল্লাহ আকাবার' বলে রক্তকূটে চলে যাবে। এবং কম্পবন্ধে তিনি দান করবে—

সীমাজন্য তীর্থের মুখিতে

'আমার প্রতিপালক পরিত্যাগ সন্তা, যিনি উত্তম মর্যাদার অধিকারী,'

যখন রক্তকূটে মহান আল্লাহ তাআলার পরিত্যাগী এবং বৃষ্টি প্রকাশের এ বাক্য পাঠ করে তখন অন্তরের তার পরিত্যাগ ও বৃষ্টির পূণ্য ধ্যান।
আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিচে আপনি অভিলোচন প্রশংসিত ও মহিমান্তির।

এ দৃষ্ট সজীব মূলত রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের জন্য (অথবা তাঁর পরিবারের এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ সম্পর্কধারী ব্যক্তির জন্য) রহমত ও বরকতের দুঃখ। আমারা যেহেতু এ অমৃত্যু দীর্ঘ ও সতর্ক দানী ইবাদত নামায তাঁর মাধ্যমে পেয়েছি এখন আল্লাহ তাঁর মানব সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান অবদানের কৃতজ্ঞতা ব্যবহার নামায এই দৃষ্ট পাথ করার স্বপ্ন দিয়েছেন। যেন আমারা নামাযের শেষে প্রিয়প্রিয় সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্কধারীদের জন্য রহমত ও বরকতের দুঃখ করি।

অতএব আমার উচিত, প্রতীক নামাযের শেষ রাকাতে 'আলাইহু আল্লাম' পড়ার পর মহান সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদানের কথা স্মরণ করে স্থির হয়ে তাঁর প্রতি এ দৃষ্ট পাথ করি। তাঁর জন্য রহমত ও বরকতের দুঃখ করি।

দৃষ্ট সজীবের পর নিজের জন্য এই দৃষ্ট করে সালাম ফেলাবে—

ল্যালি ল্যালি উল্লাহ মোহাম্মদ ঔ আলি মুহাম্মদ কা স্ল্যালিয়ে উল্লাহ আলীয়ে আলিয়ের হীরে মেখীর মেখীরে মেখীরে মেখীরে।

ম্যায়ার বার্টক উল্লাহ ঔ আলি মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা।

'হে আল্লাহ! হয়ত মুসলমান সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন। যেহেতু আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিচে আপনি অভিলোচন প্রশংসিত ও মহিমান্তি।

'হে আল্লাহ! হয়ত মুসলমান সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করুন। যেহেতু আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিচে আপনি অভিলোচন প্রশংসিত ও মহিমান্তি।

এ দৃষ্ট সজীব মূলত রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের জন্য (অথবা তাঁর পরিবারের এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ সম্পর্কধারী ব্যক্তির জন্য) রহমত ও বরকতের দুঃখ। আমারা যেহেতু এ অমৃত্যু দীর্ঘ ও সতর্ক দানী ইবাদত নামায তাঁর মাধ্যমে পেয়েছি এখন আল্লাহ তাঁর মানব সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান অবদানের কৃতজ্ঞতা ব্যবহার নামায এই দৃষ্ট পাথ করার স্বপ্ন দিয়েছেন। যেন আমারা নামাযের শেষে প্রিয়প্রিয় সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্কধারীদের জন্য রহমত ও বরকতের দুঃখ করি।

তি রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে যখন দ্বিতীয় রাকাতে বসা হয় তখন শুধু এই 'আবাহিয়াতু' পড়া হয়। আর শেষ বৈঠকে 'আবাহিয়াতু'-এর পর দৃষ্ট সজীব এবং দু'আয়ে মসুরাও পড়া হয়।

দৃষ্ট সজীব—

ল্যালি ল্যালি উল্লাহ মোহাম্মদ ঔ আলি মুহাম্মদ কা স্ল্যালিয়ে উল্লাহ আলীয়ে আলীয়ের হীরে মেখীরে মেখীরে মেখীরে।

ম্যায়ার বার্টক উল্লাহ ঔ আলি মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা মুহাম্মদ কা।

'হে আল্লাহ! হয়ত মুসলমান সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন। যেহেতু আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিচে আপনি অভিলোচন প্রশংসিত ও মহিমান্তি।

'হে আল্লাহ! হয়ত মুসলমান সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করুন। যেহেতু আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন।
মুলাবান ইবাদতেও নিজের দোষ-জাতের বিনায়কের সীকারাক্তি প্রকাশ
করবে, নিজেকে গুনাহ্নার এবং ভুল-জ্ঞানকে ভরপুর এক ভুল গোলাম
মন করবে।

আল্লাহ তারার ক্ষমা ও তাঁর রহমতকেই একমাত্র সহায় ভাবে।
ইবাদতের জন্য নিজের মাঝে কেন গৰ্ভ জন্ম নিতে না পারে বদলেকে
খেলার রাখারে। কেননা মহান আল্লাহ তারার ইবাদত যেভাবে করা
প্রয়োজন ঠিক সেভাবে আমের কখনো ইবাদত করতে পারব না।

এখানে নামায সংক্রান্ত যা কিছু পর্ষ্ঠন করার ছিল, তা সবই বলা
যায়নো। পরিশেষে আমার বলছি, নামায এবং পর্যন্ত, এমন
এক মহামহিম ইবাদত, যদি একে খুব ধ্যান-খেয়ালের সাথে বুখেনে
কায়মনেরাকে, (খুশুত খুশুত) সম্পাদন করা যায় (যেমন
ইতিপূর্বে আলাচাত হয়েছে) তবে এই নামায একজন অনুধাবনে
ফেরেশতাসুদ চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দিতে পার। সুতরাং
আমাদেরকে নামাযের মূলাম অনুধাবন করতে হবে।

উষ্মান নামাযের ব্যাপারে যতবান হবে কিনা, এ ব্যাপারে রাসূল
সালাহাই ওয়াসালামের একই চিন্তা ছিল যে, তিনি তাঁর
জীবনের অক্ষম মুহত এবং তাঁর জন্য কষ্টসার ছিল, তখনও তিনি উত্তমকে
উদ্দেশ করে নামাযের ব্যাপারে দুর্দান্ত এবং নামাযকে উষ্ম পায়া
আদায় করার অক্ষম উপদেশ করে গেছেন।

যেসব মুসল্মান আজ নামায পড়ে না, নামায কায়ে করার এবং
এর প্রচার প্রসারের জন্য কোনো চেষ্টা করে না, তাদের একটি ভাব
উচ্ছেদ, মৃত্যুর অবধারিত, কিয়ামতের দিন কিভাবে সেই দয়াল নবীর
(সালাহাই ওয়াসালাম) সামনে গিয়ে দাড়িয়ে দেবেন? কোনো চোখে
প্রিয়বরী (সালাহাই ওয়াসালাম) দিকে তাকাবে? এমনে তারা
মানবতাতে মুক্তীয় মহান নবীরীর (সালাহাই ওয়াসালাম)
অনুস্মার করতে কোনো মূল্য দিতে না।

নসুন্দে! আমরা ইবরাহীম (আ) এর অভ্যাস অদৃষ্ট করি—
রিয়া আজিমে মুহুত অরামে ও ব্যর থরিমীর রিয়া এখানে নোন।
সবক ৩
যাকাত

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর মধ্যে ঈমান ও নামাজের পরই যাকাতের স্থান। অর্থাৎ যাকাত হল ইসলামের তৃতীয় শরীফ।

যাকাত হল, কোন মুসলমানের কাছে এক নির্ধারিত পরিমাণ ধারণকারী থাকলে, তার প্রতি বহু সংস্কার করে তার এ সমস্তের চরিত্র ভাবের একইভাবে গৌরব-মিশরিত বা অন্য যাকাতের হীনতার জন্য বয় করবে। এ নির্ধারিত পরিমাণ সমস্ত যার কাছে থাকবে তার উপর এ যাকাত ফরয়।

যাকাত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয়।
কুরআনে কারীমের তাজগো জাগায় যানামারের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের তাপিত দেয়া হয়েছে। যদি আপনি কুরআন শরীফ অনুসারে করতে থাকে, তবে কুরআনের অনেক তাজগো পাঠ করে থাকবেন।

মহান আল্লাহ তাজাকান ইসলাম করতেন——

যাকাত বর্জন করার জীবন শান্তি
যাকাত বর্জন করার বার্তা করতে যানামের শরীফের দিন হবে আর তারা তার শত্রুর অনিষ্ঠার হবে, তা এই জীবন যে, তা সমস্ত শরীফের লোক হয়। অন্তর ভেতে কারীমে থাকতে। সুরা তাওবায় ইসলাম হয়েছে——

'আর যারা সোনা-পুপ করে রাখে এবং আল্লাহর রাখে বয় করে না (অর্থাৎ তাদের প্রতি যাকাত ইত্যাদি ফরয় হয়েছে তা
ফ্রাঙ্ক কর্মকর্তা আল্লাহর নিয়মদাতার আস্থাকারী।

একটি চিহ্ন করা উচিত, যাকাত-সদ্ধা দ্বারা মুত নিজেদেরই দণ্ড ও অসহায় ভাইদের বিরুদ্ধে উপকার সাধিত হয়। সুতরাং যাকাত না দেয়া আসলে নিজেদের ঐসব দণ্ড ও অসহায় ভাইদের প্রতি জুলামের নামন্ত্র। এ দ্বারা তাদের প্রাপ্তি হিসেবে নেয়া হয়।

প্রিয় জাহীর! একটি চিহ্ন করুন, আমাদের কাছে যা কিছু সম্পদ আছে, তা মহান আল্লাহ তাআলারই দানকৃত সম্পদ। আমরা নিজেরাও তাইই সৃষ্টিকর্তা বাদা। যদি আমাদের থেকে তার দুর্বল সম্পদ চেয়ে বসেন এমনকি তার জন্য আমাদের সর্বকালিক প্রিয় প্রাণী যদি তার রাখে বিলিয়ে দিতে বলেন, তবে আমাদের জন্য তা রাখা এবং অত্যাবশ্যক যে, নিবেদিত বং অনন্দিতে সর্বাধিক তার জন্য উৎপাদ করে দেব। এটি তো আমাদের প্রতি তার অনেক বড় দাদা বলে, তিনি তার আদেশ পালনার্থ সম্পদের গুরুত্ব দেয়া হয় বলেননি বরং পুরো সম্পদের চেষ্টা ভাঙের এক্ষণে তার আদেশকৃত রাখে বায় করতে নিঃশেষ দিয়েছেন।

যাকাতের সোয়াব বা পুরস্কার।

আল্লাহর নিদর্শ পালন করা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। তারপরও দয়াময় আল্লাহ তাআলা এই যাকাত প্রদানের পরিবর্তে অনেক বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অগ্র বাদায় যাকাত-সদ্ধা হিসেবে যাচিক দান করে তা তো আল্লাহ তাআলারই দেয়া মাল থেকে দিয়ে থাকে। সুতরাং এ এবং আল্লাহ যদি কোন সোয়াব না দিতেন তাদের কোন অংশ ছিল না। কিন্তু এটা তার অনেক বড় মেহেরবানী যে, তাইই দৈনক মাল থেকে আমরা যাচিক দান-খাতরাত করি। তার দুর্বল পালন করে তার নিঃশেষিত পথে বায়ো করি, তাতে তিনি অনেক ফাঁসি হন। এর বিন্যাসে অনেক সোয়ারের ওয়াদা তিনি যোগ করেছেন। আল্লাহ পাক ইরাদ করেন।
ঔয়াসালামের প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীী থেকে তার বর্ণনা শুনত পেলেন, তখন তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র ছিল, যাদের কাছে যান করার মত টকা-পযসাও ছিল না, তায়ারাও সাদাকার পুরস্কার লাভের অধিক সুখ নিয়ে দিন-মাস্তরীর কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। নিজেদের পিঠে বোঝা টেনে টেনা টাকা উপাত্তন করেন এবং আল্লাহর রাজ্যে বিলিয়ে দেন। (রিয়াদাস সালিলিউ, বুধিকী, মুসলিম)

যাকাতের প্রকৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে এখানে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সালাহার আলাহিই ওয়াযাসালামের একটি নাটক হাদিস উপস্থাপন করছি।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সালাহার আলাহিই ওয়াযাসালাম ইরশাদ করেন—

'ভিন্ন বিষয় আছে, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করে যে ঈমানের সাহায্য অনুভব করতে পারবে—

১. শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে।

২. আল্লাহ যে এর প্রতি দৃষ্টি বিশ্বাস রাখবে।

৩. উৎসাহিত হয়েছি তার বহুল নিজের সমস্ত করে যাকাত প্রদান করবে।' (আরবি দাউদ)

(যে ব্যক্তি উপরের ভিন্ন বিষয় অজ্ঞ করবে, সে ঈমানের সাহায্য উপভোগ করে ধন্য হবে।)

আল্লাহ তাঅলার সরাসরি ঈমানের সাহায্য এবং তার মজা অনুভব করার পাতলী দান করুন। আমিন!

যাকাত-সাদাকার পারিপার্শ্বিক উপকার ।

একক্ষণ তা আমরা যাকাত-সাদাকার পরকালীন উপকার ও বড় বড় পুরস্কারের কথা শুনলাম। এছাড়াও যাকাত-সাদাকার মধ্যে পারিপার্শ্বিক অনেক উপকার সাহিত্য হেয় থাকে। যেমন, যাকাত দানকারীর অন্য সবসময় আনন্দস্তর এবং শাস্তিময় থাকে। দরিদ্রদের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে না। তাদের প্রতি তার সহানুভূতি জাগ্রত হয়। তাদের কলামে তা চিহ্নিত হয়। তাদের জন্য দুঃখ করে। তাদের প্রতি সে সদায় দৃষ্টিতে দেখে। সাফার পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এমন ব্যক্তির সমাজে সংবাদ প্রভাবিত হয়। সে সাধারণ মানুষের ভাববসা এবং সহানুভূতি লাভে।

মহান আল্লাহ তাঅলার এই ওয়াযাসালাম প্রতি সহায়তা কিরামের পূূর্ব আগ্ন্য ও দুৃ বিশ্বাস ছিল। তাদের অবস্থা অত্যন্ত হয়ে ছিল। কখন তারা আল্লাহর রাজ্যে যাব করার মায়া। পুরস্কারের ঘোষণা সাম্ভবিত করানের আযায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সালাহার আলাহিই
রোষা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরম কাজ ।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে ইমান, নামাজ ও যাকাতের পর রোষার স্থান। এটি ইসলামের প্রধান দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

কুরআনের কারীমে মহান আল্লাহ তাআলা ইমান করেন—

যাই তিনি তাঁর আইন অনুযায়ী আল্লাহ উপরে রাখার জন্য তাঁর আমল করেন তাঁর ফরম হয়ে যাবে।

'হে ইমানদারেরা! তোমাদের প্রতি রোষার পালন করা ফরম করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যের প্রতি ফরম করা হয়েছিল। যেহেতু তোমাদের মাঝে তাকরোয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।'

(সূরা বাকরা-২৩)

ইসলামে পূর্ণ রয়মান মাঝের রোষার ফরম। যে ব্যক্তি বিনা করণে কমতা থাকা সত্ত্বেও রয়মানের একটি রোষা ছেড়ে দেয়, তবে সে কূট জীবন ও নিহারাহর হবে। একটি হাদিসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি বিনা করণে স্বীকার অবশ্য রয়মানের একটি রোষা ত্যাগ করে, আর এর পরিবর্তে যদি সে সারাজীবন রোষা রাখে, তবুও রয়মানের ঐ একটি রোষার সামান্য হবে না।'

রোষার পূর্কস্থার ।

রোষার মধ্যে যেহেতু খাওয়া-দাওয়া ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করা থেকে নিজের মনকে রোষার উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া হয়, একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিজের প্রোত্তিত চাহিদা কে বিসর্জন দেয়া হয় এই অর্জন আল্লাহ তাআলাও এর সৃষ্টি ও পূর্কস্থার সংস্কারে বেশী নির্ধারণ করেছেন। একটি হাদিসে এসেছে—

'বাদাদের সব সৎকাজের পূর্কস্থার প্রদানের এক বিশেষ নীতি'}
সাথে মেলামেশা করে মা উপভোগ করে নিল—এ সবই জন্ম- জানায়ারের বৈশিষ্ট, কখনো খাওয়া-দাওয়া ভাগ করা, সন্তান থেকে দূরে থাকা, প্রবিষ্ট তাড়নাকে দমন করা—এসব ফেরেশতামুল্লভ মানবিক উচ্চ অবস্থান। সুতরাং রোয়া রেখে মানুষ অন্যস্ব জন্ম-জানায়ার থেকে বৈশিষ্টময় হয়ে ওঠে। ফেরেশতাদের সাথে এ ধরনের সামঞ্জস্য সে লাভ করে।

রোয়ার বিশেষ উপকার।

রোয়ার বিশেষ একটি উপকার হল, এর দর্শন মানুষের মাঝে তাকাওয়া ও পরহেরগারী সৃষ্টি হয়। সৎপথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করা। নিজের প্রবিষ্ট বৃদ্ধি ঘোড়ার লাগাম নিজ হতে নেয়ার শক্তি ও যোগাযোগ অজন্য করা। আলাইহ হেকুমের বিপরীতে নিজের প্রবিষ্ট চাহিদা দমন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। অবাচার এক অলৌকিক প্রশিক্ষণ ও তার উদ্দেশ্য সাবিত্র হয়। যা একজন মানুষকে পত্তনার গণ্ত্ব থেকে বের করে এনে মানুষের কারার দুঃখ করিয়ে দেয়।

তিনিই এই উপকারী অতিশ হবে, যখন রোয়ার নিজেও এসব অজন্য করার নিয়ম রাখে। সাথে সাথে রোয়ার মধ্যে ঐসব বিষয়ের প্রতিটি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, যার দিকে মানুষহীন সাম্বলাহে আলাইহি ওয়াসালাহে পথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও সকল ছেটবড় ও নাম থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। মিথ্যা বলে না, পরিনিঃস্থ (গীত) করবে না। করার সাথে ক্ষান্তি-বিবাদ করে না। মোটকথা, রোয়া থাকালীন সকল বাহিক এবং আকৃতিক ও নাম থেকে পুরোপুরি বংচিত হয়। যেমন হাদিসে এর প্রতি তাপিত করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে একটি হাদিসে জনাব নবিবেদ কারিম সালালহা আলাইহি ওয়াসালাহ ইরাজাম করেন—

'যখন তোমাদের রোয়ার সময় হয়, তখন তোমাদের বাজে কথাবার্তা মুখ থেকে বের করা থেকে বের থাকা উচিত। কোন শোরগোলও করবে না, যদি তাকে কেউ গালি দেয় যা তার সাথে বংশান্ত করতে আসে, তবে সে সৌজা এটা বলে দিয়ে যে, আমি
হজ্জ ফরম ৪

ইসলামের স্তন্ডলোর মধ্যে সর্বশেষ স্থান হল হজ্জ। কুরআন মাত্রে হজ্জকে ফরম ঘোষণা করে ইরাশাদ হয়েছে—

'যোগে জন্ম খিলাবিতে আজ প্রেম বিভ্রমের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঈন সিদ্ধান্তের প্রথম চিরাও একজন ঈন আমাদের নিয়েছেন। আর যদি যারা তাদের স্থানীয় পরমাণু তাদের পরমাণুর সাথে যেতে তোমাদের হজ্জ পালন করা যায়, তাদের নিজেদের স্থানীয় পরমাণু পৌঁছাতে পারবেন। আর যদি তাদের তাদের স্থানীয় পরমাণু তাদের পরমাণুর সাথে যেতে তোমাদের হজ্জ পালন করা যায়, তাদের নিজেদের স্থানীয় পরমাণু পৌঁছাতে পারবেন।

(পূর্বা আব্ব ইমাম-১২) এ আয়াতে হজ্জ ফরম হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য স্থানে এবং বলা হয়েছে যে, হজ্জ ফরম শুধু ঐসব লোকের উপর যারা স্থানীয় পৌঁছাতে পারেন শক্তি-সাধারণ রাখে। আয়াতের শেষে ডিজেট করা হয়েছে যে, অল্পাহা তাআলা যাতে হজ্জ ফরম শক্তি-সাধারণ দিয়েছেন, অথচ তাদের আকৃতির নাম হজ্জ করে না, (পূর্বা আব্ব অনেক সম্পদানী লোক হজ্জ করে না) অল্পাহা তাআলা তাদের মূল্যবান সম্পদী বেঁচে রাখতেন। ফলে হজ্জ না করার কারণ যদিও তাদের কাছে অসুন্দর হচ্ছে না, তবে আকৃতির নাম হজ্জ ফরম পৌঁছাতে যেতে হয় আল্পাহা তাআলা যাতে পারেন এসব আকৃতির নাম ফরম দিয়েছেছেন মহান আল্পাহা তাআলা হজ্জ ফরম করতে যেতে যাবেন। 'আল্পাহা না করবেন!' তাদের পরিষ্কার ও সত্যই বহিরাজে হবে। কিয়হাম্মারা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্টুডিয়া ইরাশাদ করেন—

'যাকে আল্পাহা তাআলা এ সমস্যা সমাধা দিয়েছেন যে, তা দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করতে সক্ষম, তাতে এবং যদি তাদের হজ্জ আদায় না করে, তবে তাদের কাছে কিছু আসা যায় না—চাই সে
ইসলামের পাঁচটি প্রত্যেকে মৌলিক শিক্ষা আলোচনা এতক্ষণ হল, অর্থাৎ কালিমা, নামায, যাকাত, রাওয়া ও হজ্জ ছাড়াও 'আরকাব ইসলাম' বা ইসলামের মূল খুব বলা হয়। প্রিয়ভূতি (সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম) প্রসিদ্ধ হই, তিনি ইসলাম করেন—

'ইসলামের পাঁচটি প্রত্যেকে ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত—

1. নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।
2. নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।
3. যাকাত প্রদান করা।
সংখ্যা ৬

তাকওয়া এবং সংযমশীলতা

তাকওয়া বা খোদাইনাম, পরামর্শিত বা সংযমশীলতার প্রকার এই ইসলামের মূল শিক্ষাবলীর অন্যতম। তাকওয়ার অর্থ হল, পরকালের হিসাব-কিতাব, পুরূষকর ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে মহাপ্রকৃতিকে আল্লাহ তালালের কাছে জ্ঞানবিদ্ধতা এবং তার দায়িত্ব ভারে সমৃদ্ধ মন্দ ও অবৈধ কাজকর্ম থেকে বেরো থাকা। আর আল্লাহর হকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তালালে যেসব বিষয় আমাদের প্রতি ফরম বা অবশয় পালনীয় করেছেন, আর তার বান্ধবের যা যা হকুম বা অধিকার আমাদের প্রতি নির্দেশ করেছেন, তা সবই আমারা পালন করব। যেসব কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার কে হারাম ও অবৈধ করেছেন, সেসব থেকে বেরো থাকব। এর ধারে-কারাও যার না। আর তার প্রতি শাস্তির ভয় করতে থাকব। কুরআন-হাদিসের তালিকা বাণিজ্যের এই তাকওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি কুরআনের আযাত ও হাদিস সন্নিবেশিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ তালাল ইসরাদ করেন——

যাই কেন্দ্রীয় অনুমোদন হলো আল্লাহ হলো তুমি তোমাদের কিছু তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে নাই তোমাদের বিরুদ্ধে নাই তোমাদের বিরুদ্ধে নাই

মুহাম্মদুলে।

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেমন ভয় করা চাই, তাকে যেমন ভয় করা চাই। (আর তীর্থনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই তাকওয়ার সাথে তোমাদের অনুষ্ঠান কর।) আর এই অনুষ্ঠান সংস্থার যেন তোমাদের মুত্তু আসে। (সুরা আলে ইসরাদ)

সুরা আলে ইসরাদ মহান আল্লাহ ইসরাদ কর্ম——

ফাতুর্রা বিশ্বাস ও সম্মান, ও আদেশ——

'আল্লাহকে ভয় কর এবং তাকওয়া অনুষ্ঠান কর, যতদূর
অন্যতম ইরশাদ করেন—

'ওমুন নবী মুহাম্মদ যে জীবনের জন্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের কর্তৃত্বের জন্য সব কাজকর্মকে পূর্ণ ও পরিশীলিত করেন।'

(সুরা তাহফুল-রহো)
ইরশাদ হয়েছে—

'আমার নেকটি অর্জনকারী এবং আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ঐবার লোকেরা, যাদের মধ্যে তাকোয়ার শুনি বিদায় গৃহ আছে। 
চাই সে যে কোন জাতি-পোষ্টার্থে হোক না কেন। আর সে যে 
কোন অঙ্গলোর হোক।'

'তাকোয়া' অর্থাৎ হেদাত্তি এবং পরকাল চিন্তা সম্প্রদায় মূল। যে লালিকা মারা হয় তাকোয়ার হবে তার মধ্যে তদৈ সংক্রম এবং উজ্জ্বল চেনা বিদায় ধর্মান। আর তদৈ সে অনুকো থেকে দুরে অবস্থান করতে।

হাদীস শরীফে এসেছে—

'রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের একজন সাহাবী (রাষ্টি) তাকে একবার আবেদন করলেন যে, হযরত। আমি
আপনার অনেক উপদেশ বালু শুনি। আমার ভয় হয়, এই
উপদেশ কি আমার মনে থাকবে? এন্যা হযরতর কাছে আমার
আবেদন হল, আমাকে এমন সর্ববাপ্তিক একটি উপদেশ দান
kার্য যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়。জবাবে প্রিয়নী
সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন। নিজের জন্য
ও ধারণার শাস্কিমা পর্যন্ত আলাহকের ভয করতে থাকে। আর
এই
ভয়, চিন্তা এবং তাকোয়ার সাথে বীরীয় যাপন কর। অর্থো তুমি
যদি এই একটি কথাই মনে রাখ এবং তদনুষ্ঠাতি আমার কর,
বাসে, এটাই তাকো জন্য যথেষ্ট।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ
করেন—

'যার ভয় থাকবে, সে প্রভাত হতেই লক্ষ্যপাতে চুটক থাকবে।
যে সকাল-সকাল লক্ষ্যের দিকে চলতে শুরু করবে, সে
ধারাগত যে মন্মিলি মাকাস্তি পেয়ে যাবে।'

মোটকথা, সূচি সরানি ও সফল তুকি, যে আলাহকে ভয
করে, পরকাল চিন্তা করে চলে। আলাহ এবং তার ভীষণ শাস্ক। ভয
করে যদি এক ফলো অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে, তা মহান আলাহ।
কিভাবে তাকওয়া অর্জন করা যায়?

'তাকওয়া' অর্থাৎ খোদাইতা ও পরকাল চিত্তা অর্জন করার সাধারণ উত্তর ও কার্যকর মাধ্যম হল, আল্লাহ তাআলার নেক বাদাম ও সৎকর্মশীল কোনো আল্লাহওয়ালার সাহস্ত্র গ্রহণ করা। যিনি আল্লাহকে ভাব করেন, আর তার বিধি-বিধান মেনে চলেন। দ্বিতীয় মাধ্যম হল, ভাল-ভাল নিষ্ঠারযোগ ধর্মীয় প্রস্তাববি পাঠ করা আর শোনা। দ্বিতীয় মধ্যম হল, নিজের বস্ত্র বসু নিজের মুন্তর কথা কল্পনা করা। মুন্তর পর মহান আল্লাহর পক্ষে সৎকর্মের পুরস্কার ও সত্যিকারের শান্তির ধান করা। নিজের জীবনের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করবে, চিন্তা করতে যে কবে আমার কী অবস্থা হবে? কিছুমাত্রের দিন যখন সব বাদামকে পুনরায় করা হবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে? তখন আমি আমার রোগের সামনা-সামনি হবে আর আমার কৃতকর্মের দান আমার সামনে খুল্যে ধরা হবে, তখন আমি কী করব দেব? তখন কোথায় আমার মুখ লুকাবো? যে বাদ এসব পথা অবলম্বন করবে, ইনশাআল্লাহ সে অবশেষ তাকওয়া অর্জন করে ধান হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্বাঙ্গে এই মহান গুণটি অর্জন করার তাফিকী দান করবে। আমাইন!
দোকানকার ও মহাজন মাপে, ওজন বোকাবাজি ও বেইশমানী করে, তাদের সম্পত্তি বিশেষভাবে ইরশাদ হয়েছে।

"রোমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আসুন। যদি তুমি সেই পথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখে না তাহলে তোমার মুসলিম হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আসুন।" (সুরা মুক্তফিলিন)

অন্যর অধিকার এবং অন্যর আমানত যথাযথে পৌছে দেবার ব্যাপারে বিশেষভাবে ইরশাদ হয়েছে।

"আর তারা আমানত পরিচিত হয়েছে, যদি তাদের যেন আমানত এবং তাদের অধিকার তাদের প্রতি সিদ্ধিতে আদায় কর।" (সুরা সিসা)

কুরআন মহীয় দুই জায়গায় প্রকৃত মুসলিম মাপে এ গুণ ও পরিচিতি উত্থান করা হয়েছে। ইরশাদ ইলাহী।

"ও আল্লাহ, তুমি আমার আমানত সম্পূর্ণ রাখো যদি তোমার আমানত পরিচিত হয়েছে।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"এই ইমামদারণ! তোমরা সুন্দর ও বাহু পশ্চিম অনুর সম্পদ আত্মী করা না।" আর তারা কৃষ্ণ তোমরা সুন্দর ও বাহু পশ্চিম অনুর সম্পদ আত্মী করা না।

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিদর্শন দিয়েছে, তাদের যেন আমানত এবং তাদের অধিকার তাদের প্রতি সিদ্ধিতে আদায় কর।" (সুরা সিসা)

"তারা আমানত সম্পূর্ণ রাখো যদি তোমার আমানত পরিচিত হয়েছে।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"এই ইমামদারণ! তোমরা সুন্দর ও বাহু পশ্চিম অনুর সম্পদ আত্মী করা না।

যেমন, তোমরা সুন্দর ও বাহু পশ্চিম অনুর সম্পদ আত্মী করা না।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"তারা আমানত পরিচিত হয়েছে, যদি তোমার অধিকার তাদের প্রতি সিদ্ধিতে আদায় কর।" (সুরা সিসা)

"তারা আমানত সম্পূর্ণ রাখো যদি তোমার আমানত পরিচিত হয়েছে।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"তারা আমানত সম্পূর্ণ রাখো যদি তোমার আমানত পরিচিত হয়েছে।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"তারা আমানত পরিচিত হয়েছে, যদি তোমার অধিকার তাদের প্রতি সিদ্ধিতে আদায় কর।" (সুরা সিসা)

"তারা আমানত সম্পূর্ণ রাখো যদি তোমার আমানত পরিচিত হয়েছে।" (সুরা আসাদ শরিফ)

"তারা আমানত পরিচিত হয়েছে, যদি তোমার অধিকার তাদের প্রতি সিদ্ধিতে আদায় কর।" (সুরা সিসা)
ইমানও নেই। আর যে ওয়াদা-অহিংসিকের ধারে কাছে নেই, সে ঐ তাঁর অন্টতুষ্ট নয়।

অন্য এক হাদিসে হযরত সালাহার আলাহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'মনাফকের তিনটি পরিচয়। ১. মিথা বলা ২. আমানত বিয়ান করা ৩. ওয়াদা পূর্ণ না করা।'

যে আহার্য পথের দিকে ধর্মতিনষ্ঠাকাজ দিয়ে প্রিয়নী সালাহার আলাহি ওয়াসালাম ইরশাদ করে—

'যে আহার্য পথের দিকে আমাদের (উম্মেদের) অন্টতুষ্ট নয়।

প্রতিবিম্ন এবং প্রতিবিম্ন দুটো অভিত্তাস।'

একথার নিয়মী সালাহার আলাহি ওয়াসালাম তখন ইরশাদ করেন, একথায় কিন্তু তিনি মদিনার বাজারে গিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেতেন যে, সে তাঁর আহার্য পথের দুটো অভিত্তাস লিখিত আছে। তাঁর উপরের অংশ ছাল ছাল তরকারী এবং নীচে খারাপ তরকারী রেখে দিয়েছে। আর তাঁর দিকে ইরশাদ করেন—

'আমন বাধার আমাদের অন্টতুষ্ট নয়।'

এতের যে লোকলার তাঁর গাহকেরকে পাড়ার উত্তম নমুনা প্রদর্শন করে আর তাঁতে যে কৃষ্ণ আছে তা প্রকাশ করে না। প্রিয়নীর হাদিসর সালাহার আলাহি ওয়াসালাম অন্টতুষ্ট নয়। 'মনাফানা না করেন!' সে অবশ্যই দেখাতে পারে চলছে।

নতুন আদেশ হাদিসে হযরত সালাহার আলাহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'যে কৃষ্ণ এমন কৃষ্ণ পথের দিকে বিয়ান করে, যাতে কৃষ্ণ ধর্মের কৃষ্ণ বিয়ান থাকে, আর যে লুকিয়ে রাখে, তবে এমন বিয়ান সব আলাহ তাআলার অন্টতুষ্ট খারাপ করে।

(অন্য বর্ণনা মতে) ফেরেশতার সবসময় তাঁর প্রতি অভিত্তাস করতে থাকেন।'

মৌতের দিন, ইমানভি মৃত্যুকাণ্ড থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সবলরে বাধাফত্তি ও প্রতিবিধো সম্পূর্ণ হারাম এবং অভিত্তাস করে। আর রাসূল
আরেকটি হৃদী এসেছে—
'যে বাক্স পাসানকের সামনে মিথ্যা কস্ম খেয়ে কোন মুসলমানের কোন জিনিস অবহেলা নিয়ে নিল, তবে আল্লাহ আলাহ। তার জন্য দোষের আওতা ওয়াক্টিড করে দিবেন। আর হামাত তার জন্য হবাম করে দিয়েন। এটা তুমি এক বাক্তি প্রমু করল, তো আল্লাহ রাসূল! যদিও তা তোকে জিনিস হয়?
রসূল সালাহাইও ওয়াসালাম ইয়ীশাদ করেন ৪ ছাড়, যদিও তা কাজী কোন বুকের একটি ডালপালাই হকে না কেন।
অন্য একটি হৃদী রাসূল সালাহাইও ওয়াসালাম একজন মামলাবাজকে সাহায্য করতে দিয়ে ইরাশাদ করেন—
'দেখ! যে বাক্তি মিথ্যা কস্ম করে অন্য কারা কেন সম্পদ অবহেলা বহে আমাকে করে, কিয়মিতের দিন সে মহান আল্লাহ কার্যের সামনে কৃত্রিমরূপ হয়ে উপস্থিত হবে।
অন্য একটি হৃদী রাসূল সালাহাইও ওয়াসালাম ইয়ীশাদ করেন—
'কেন যদি একজন জিনিসকে নিজের জন্য দায়ি করে, অতএব তার মালিক সে নয়, এমন বাক্তি আমার উমারের অন্তর্ভুক নয়। আর সে সে তার থিকানা যাহামার নির্দেশ করে নেয়।
মিথ্যা সাক্ষা প্রদান সম্পদের একটি হৃদী এসেছে—
'একজন হানী সালাহাইও ওয়াসালাম ফরকের নামায শেষে দান্তিয়া গেলেন এবং তিনি বিশেষ এক বিশেষ তিনায় ইরাশাদ করেন যে, 'মিথ্যা সাক্ষাপ্রদানকে স্রেন সম্পদ করে দেয় হয়েছে।'

অবৈধ সম্পদের অপবিত্ত ও তার ধর্মাবিষ্কার পরিণতি?

সম্পদ অর্জনের যেসব অবৈধ পথ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সেসব পথের অভ্যন্তর সব সম্পদই হারাম, অবৈধ এবং আবর্জনার মত নাপাক ও নাপরিচ। কেন যদি এ সম্পদ থেকে জীবিকা নিবাহ করে, পাওয়া দাওয়া, পেশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে বাবাহার করে, রাসূল
শালাল উপাজন ও সৎ ব্যবসায়

ইসলামে মূলের জোরগ্রস্ত অবীর্থ উপাজন হারাম এবং তার থেকে উপার্জিত অত্যধিক এবং নাপাক ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি বীম পয়ন উপার্জন করা এবং সত্যির সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার বড়ই উদ্দেশ্য বর্তনা করা হয়েছে। একটি হাদিসে রাসূল সালাহার আলাইহি ওয়াসাীলাম ইরশাদ করেন—

'শালাল উপাজন জীবিকার সমান দ্বিয়ের অন্যন্য ফরুক্সমূহের পরিবর্তে একটি ফরুক্স।'

তথ্য একটি হাদিসে পরিশ্রম করে জীবিকার উপার্জনের মর্যাদা ও ক্ষুদ্রত বর্তনার কারণে দিয়ে তিনিশ্চি সালাহার আলাইহি ওয়াসাীলাম ইরশাদ করেন।

লেনদেনে নরম পশ্চা এবং দয়ালুতা অবলম্বন ৪

লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সত্যির সাথে ইসলাম যেভাবে ধরা দিয়েছে। এটাকে উচ্চ পর্যায়ের সংক্ষেপ এবং মহান সালাহ নিকটে অবীর্থ নাপাকের ঘোষণা করেছে। তিনি সমন্তি একত্রিত কাজ-কার্যকার ও লেনদেনের ব্যাপারে নরম পশ্চা অবলম্বন করার প্রতিনি ও উদ্দেশ্য হয়েছে। কেষের পশ্চা পরিহৃত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনিশ্চি সালাহার আলাইহি ওয়াসাীলাম ইরশাদ করেন—

'এই প্রতি সালাহের রহমত বর্তিত হোক, যে বোঝান ও অনেকের থেকে নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নরম পশ্চা অবলম্বন কর।'

তথ্য একটি হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন—

'যে বাইক কোন দরিদ্র ও অভাবব্যত্য (খন আদায়ের ব্যাপারে) সময়ের ছাড় দেয় (অথবা পরোপুরি বা অশিবিশিষ্ঠ নমের প্রাপ্তি ) কমা করে দেয়, সালাহ তাকালা তাকে কিয়ামতের দিনের প্রশ্নের সময়ে তার পরিকল্পনার দান করেন।'

তথ্য বর্ণনায় এসেছে—

'কিয়ামতের দিন সালাহ তাকালা তাকে দীর্ঘ রহমতের চায় হারাম হয়ন।'

তথ্য সালাহার আলাইহি ওয়াসাীলাম একব বাণী সম্পর্কে তো।
বিধিবিধান এবং পারস্পরিক অধিকার

সামাজিক জীবনের বিধিবিধান এবং পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা আল্মারের বিশেষ ও ঘূর্ণপূর্ণ শিক্ষাগুলোর অন্যতম। একজন মুসলমান তখনই পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠবে, যখন সে ইসলামের সামাজিক বিধি-বিধান পূর্ণপুরী অনুসরণ করে।

সামাজিক বিধি-বিধান বলতে, পারস্পরিক আচার-ব্যবহারগত ঐতিহ্যগত নিত্যতা বুঝায়, যা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে।

যেমন, সমাজের পিতামাতার সাথে, পিতামাতার বাড়ির সাথে সামাজিক বিধি-বিধান পূর্ণপুরী অনুসরণ করবে।

পিতামাতার অধিকার ।

এ দুনিয়ায় মানুষের সর্বব্যাপী ও সর্বজনোত্তর গাঢ় সম্পর্ক তাঁর পিতামাতার সাথে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাউলিয়ার অধিকারের পরপরই সবাই পিতামাতার অধিকারকে সর্বনিম্ন ঘূর্ণ দেয় হয়েছে।
হয়েছে।
একটি হাদিসে এসেছে প্রিয়বী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম
ইরশাদ করেন—

'পিতামাতার সন্তুষ্টি মূলত আলাইহ তাআলালাই সন্তুষ্টি। আর
পিতামাতার অসন্তুষ্টি মূলত আলাইহ তাআলালাই অসন্তুষ্টি।'
অন্য এক হাদিসে এসেছে—

'এক ব্যক্তি হয়ে সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞেস
করল, সন্তানের কাছে পিতামাতার কী অধিকার রয়েছে? নবী
ইরশাদ করেন যে সন্তানের জামাত ও দেবতা তার পিতামাতার
উপর নির্ভরশীল।'
অর্থাৎ তাঁদের খেদমত করলে আলাইহ পাওয়া যাবে। আর তাঁদের
অবাধ হলে, তাঁদের সাথে দুর্বলবাহি করলে দুঃখ গেয়ে যেতে হবে।

আরা একটি হাদিসে প্রিয়বী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম
ইরশাদ কর্মান—

'পিতামাতার একাক্ত বাধাগত ও বিদমত সন্তান যতবার
মুহা ও সন্তানের দ্বিতীয়তার কিংবা দুটোতে তার পিতামাতার চেহারার দিকে
দৃষ্টিপথ করত, আলাইহ তাআল প্রতিবাদ দৃষ্টিকোণ করার
বিনিয়োগে একটি মক্বুল হজ্জ ও সুযোগ তার নামে লিখে দেন।
সাহাবারা (রাষ্টি) প্রশ্ন করেন, হয়তো! যদি সে প্রতিদিন
একশো বার দেখে তবুও কি প্রতিবাদের বিনিয়োগে একটি
মক্বুল হজ্জ ও সুযোগ লাভ করতে? হয়ে সালালাহু আলাইহি
ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—হী, আলাইহ অনেক বড়! অনেক
পরিদৃশ্য অর্থাৎ তার কাছে কেনার কোন অভাব নিন, তিনি যে
কেনার বিনিয়োগে তে তুর্কন সুযোগ দিতে চান, তা তিনি দিতে
পারেন।'
একটি হাদিসে এসেছে—

'পিতামাতার পড়তে সন্তানের বেসরকার।'
একটি হাদিসে প্রিয়বী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবারায়ে
ফিরান (রাষ্টি)কে সর্বাঙ্গুলো গুনাহ চিহ্নিত করে ইরশাদ করেন—

কৃতুক গুরুত্ব হাতে হাদিস শীর্ষকে পিতামাতার বিদমত ও
অনুগতের প্রতি তীক্ষ্ণ ওরিদমারোপ করা হয়েছে। তাদের সাথে বোধকের
এবং তাদেরকে কয়েক দেয়াকে বড় ঘোষালা করার বলে অভিহিত করা।
মন্ম করে। ফলে তাদের দেখাশোনা এবং উভয় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাপারে অনিষ্ঠা প্রদান করে। এ জন্য ইসলাম কন্যা সত্যনার্থের উভয় লালন-পালন এবং উভয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর প্রতিদিন সকাল বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। একটি হাসপাতালে এসেছে, প্রিয়নী সালাইহা আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

‘যার কন্যা সত্যন বা বোনেরা আছে এবং সে তাদের সাথে উভয় বাবার করে, তাদেরকে উভয় শিক্ষা-দীক্ষা গড়ে তোলে, আর তাদেরকে উপযুক্ত পারের সাথে বিবাহ সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তাহালা তাকে পুরস্কার সর্বাঙ্গ জানাতে প্রদান করবেন।’

ধামী-শ্রীর অধিকার !

মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে ধামী-শ্রীর সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এতদ্দুয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। এর কারণ, ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত সুপ্রস্তুত এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষার সারাংশ হল, শ্রীরের উচিত, যে যেন তার ধামীর পরিপূর্ণ একজন হিতকারী হয়ে তার আনুগত্য করে। আর তার আমনতে কোন ধরনের ধরিয়ে না করে।

মহান আল্লাহ তাহালা ইরশাদ করেন—

‘ফালসাবথ ফালন্ত হাতে প্রকাশিত লেখা হয়।’

‘সৎকর্মশীলা নারীরা আনুগত্যশীল হয়। আর ধামীর অনুসন্ধানের জন্য মানুষের রক্ষা নিয়ে করে।’ (সুসা নিজা)

আর ধামীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, যে যেন তার শ্রীরকে পরিপূর্বক ভালবাসে, নিজের সামান্ত্র অনুশীলন তাকে উভয় ভর্তি প্রদান করে। আর তার মনোনিঃসরণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে।

ইরশাদে এসেছে—

‘৩০ অশরুকনের ম্যাগুরোব।’
'তামরা স্ত্রীদের নাথে স্ত্রীবাস কর।' (সূরা নিরু)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু কুরআনী শিক্ষা মোতাবেক মুসলমান পুরুষদেরকে এবং নারীদেরকে পারস্পরিক সদ্ভাব এবং একে অপরকে সম্পূর্ণ রাখার প্রতি খুব তাগিদ করতেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদিস এখানে সম্বন্ধিত হল।

একবার প্রিয়বানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু নারীদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরাশাদ করেন—

'যে বাতক তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখে তার স্ত্রী তার প্রত্যাখ্যান করে, যা রাতে সে তার স্ত্রীর প্রতি অস্বীকার করে,'

তবে সকল পর্যন্ত কর্তব্যতান্ত এ স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ দিতে

পক্ষান্তরে অন্য এক হাদিসে প্রিয়বানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু ইরাশাদ করেন—

'যে নারী এমন অবস্থায় মুক্তি করে যে, তার স্ত্রী তার প্রতি সম্পূর্ণ রা সহযোগ করে পারে না, তবে সে জানাতাবাদ হবে।'

অন্য এক হাদিসে এসেছে, প্রিয়বানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু ইরাশাদ কর্মন—

'এ প্রহর সন্ধান কর, যার কুরবানী হাসে মুহাম্মদের
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু) প্রাণ। কেনাবানী তত্ত্বাবধান
পর্যন্ত আলাহু তাতালা হাক আদায় করতে পারবে না, যত্নের,
সে তার ব্যাখার অভিশাপ প্রদান না করবে।'

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে মুসলমানদের বিশাল এক সমাবেশে
বিশেষভাবে পুরুষদেরকে উদেশ্য কর মুহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসুল্লাহু ইরাশাদ করেন—

'আমি তামরাদেরকে নারীদের সাথে উভয় ব্যবহারের নিরীক্ষ
দিছি। তামরা আমার এ উপদেশকে সম্মান করবে। দেখো তারা
তোমাদের আর তোমাদের শক্তি তোমাদের শক্তি।'

এরকম হাদিসে হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসুল্লাহু ইরাশাদ
করেন—
伊斯兰教和宗教

صل من قطعك...

'ये तोमालि साथेस वर्णो निर्देश करते तुम्हालि साथेस वर्णो
जुडू दाओ?

हेक्टर्स प्रति बडाकर एवं बडाकर प्रति हेक्टर्स अधिकार?

इस्लाम एसामाजिकतालि व्यापार एक दाहरण और मौलिक ए
शिक्षाको दिनाझा ये, बर्स छोटरी तालि बडाकरके इज्जेड सम्मन
करेल। तालि साथेस अत्यन्त आदरणीय प्रति साथेस चलाई। आर बडाकरके उचित,
ताति तालि हेक्टर्सके मुख्यत्व और दयावनतम प्रति साथेस आचरण
करेल।

यद्यपि तालि माझे अत्यन्त सात तालि हेक्टर्स ना थाके। इस्लामको
हृदयमें एता एताई गुरुभोषण ये, प्रियविनी साल्सलाह आलाइहि
व्यापार एक हासिल प्राप्ता करेन—
'बडाकर यदि तालि हेक्टर्स प्रति दयालू ना है, आर छोटरी
यदि बडाकरके साथेस आदर-कायापा रजिम ना राखेल, ताहेल ताति
आमेर उसके माझे पृथक गण नयाँ।

अन्य एक हासिल एसेचे, प्रियविनी साल्सलाह आलाइहि व्यापार
इरादेकरी—
'ये बुख्ती हेक्टर्स बयोबुढ़ प्रस्तुतिके तालि चर्के बडू हेक्त्वार दरौन
सम्मन प्राप्त करेल, तब आलाह तालि तालि जनाँ को एमन
लोक तैरी कर देनेल, याति ताति बुढ्कुलाई हम साथेस ताति
सम्मन प्राप्त करेल।'

प्रतिबिधीको अधिकार?

निजेको अत्यन्त-स्वार्थ हाताको मानुशके एकहरुको अत्यन्त सम्मन
ताति प्रतिविधीको साथेस गड्डौ ओँ। इस्लामको एकहरु प्रारंभिक
सौहार्दपूर्ण सम्मनके प्रति गुरुभोषण करेल। आर ए व्यापारे
विश्लेषित प्रतिकल्पनानके एक आलादा अध्ययनको शुरु निर्देश करेल।
बुढुआने कारामे जेने सत्यमाता, धार्मिक एवं अन्यान्य
अत्यन्त-स्वार्थको साथेस सद्यतरण एवं सद्यवाहरको निर्देश दिनेल,
তার প্রতিবেশী ক্ষান্তর্ভূত থাকে। (তার কথা নেই না)

অন্য এক হাদিসে আছে, একবার হয়েহান আলাইহি ওয়াসালাম রীতে ভালবাসের কাজ ইবরাদ করেন—

'আলাইহির কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, আলাইহির কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, আলাইহির কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, জিজ্ঞাসা করা হল, হযর! কে প্রকৃত মুমিন নয়? ইবরাদ করেন ৫ এই ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যার অনিষ্ঠা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'

অন্য এক হাদিসে হয়েহান আলাইহি ওয়াসালাম ইবরাদ করেন—

'এই ব্যক্তি জামাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ঠা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'

আরেকটি হাদিসে আছে—

'জন্ম সাহাবী (রাষ্টি) রাসূল সালাহ আলাইহি ওয়াসালামকে বললেন, হযর! একজন মহিলার ব্যাপারে শোনা যায় যে, যে খুব নমায় আদায় করে, বেশি বেশি রোয়া করে, মুক্ত হইতে আলাইহির রাঘব দান-খয়ারায় করে, কিন্তু সে তার করাক বাক্য দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কর্তৃত্ব দিয়ে থাকে। হৃদয়ী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইবরাদ করেন, সে দোষের পাখিক। অতঃপর একই সাহাবী (রাষ্টি) বললেন, হে আলাইহি রাসূল! অন্য এক মহিলার ব্যাপারে শোনা যায় যে, যে নামায়, রোয়া, দান-খয়ারায় খুব বেশি করে না, (অর্থাৎ নফল নামায়, নকল রোয়া এবং নফল দান-খয়ারায় প্রথম মহিলার চেয়ে কম করে) কিন্তু তিনি তার প্রতিবেশীকে কেনা কষ্ট দেন না। তখন হৃদয়ী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইবরাদ করেন ৫ এই জমাতে যাবে।'

ভাইয়েরা! ইসলাম এটাই হলো, প্রতিবেশীর অধিকার। হযর আফসাস! আমার আজ ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে কতই না দুরে অবস্থান করছি।

দূর্বল ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার

এক কথা তো সমাজের ঐ শ্রেণীর লোকদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যাদের মাঝে পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। চাই আরো হোক বা প্রতিবেশীর হোক বা হোক কেন্দ্র হারী সহযোগী। কিন্তু ইসলাম এদের ছাড়াও সমাজের দূর্বল ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কথা টুলে যায়নি। তাদের জন্য যথাযোগ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সম্প্রদায় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা করে হয়েছে, যেন তারা সমাজের বহিঃ দূর্বল ও অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তাদের প্রয়োজনে মেরানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিজেদের মোহনাও ও সম্পদের মাঝে তাদের অধিকারকে বীরতি দিয়ে তাদের অংশ তাদের হাতে যেন পৌছে দেয়। পরিস্থিতি কুরআনের অনেক জায়গায় এর গুরুত্ব তুলে ধরে নিদর্শন দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে—এইমাত্র, ধর্ষণ, হারিয়, মুহাফিয়া এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে করে, ক্ষুদ্রতাদের মুখে অন্ত টুল দাও, বস্ত্রহিদনদের গায়ে তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদের ইষ্টয়াজ করা, ইত্যাদি।

হৃদয়ী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম এ ব্যাপারে উদ্দেশ্যে অভাব দূর্বলের সাথে উৎসাহিত করেছেন। আর এর অনেক ফৌজদারি ও পূর্বকারের কথা বর্ণনা করেছেন। এ উপকারে যেকল্প হাদিস এখানে সম্বন্ধিত হল। একটি হাদিসে হৃদয়ী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম দুটো আসল একত্রিত করে ইবরাদ করেন—

'কোন এককম শিক্ষার অভিভাবকের গৃহীত ব্যক্তি জানাতে আমার এমনই কাটাকাটি থাকবে, যেমন এই দুটো আসল একত্রিত হয়ে মিলে আছে।'

অন্য এক হাদিসে হৃদয়ী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইবরাদ করেন—

'বিধবা নারী, দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি লক্ষ্যকারী এবং তাদেরকে সাহায্যের জন্য চেষ্টামূলক মানুষেরা আলাইহির রাঘব জিহাদকারীদের শ্রেষ্ঠভূষা এবং সওয়ারের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির
সমতুল্য যে সর্বদা দিনের বেলা রোগ রাশে আর রাত্রি অভিবাইত করে নামায়ে দুঃখানিমায় থেকে।
অন্য একটি হাদিসে হযরৎ সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ নিদূর্দেন দেন—
'যারা ক্ষুধার তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে, রোগাজাতের
খাদ্যবর্ধন নাক, বন্ধুদেরকে মৃত্যু কর দাও।'
আরেকটি হাদিসে এসেছে, প্রিয়নী সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম সালাল্হাতের বিদ্বান উপদেশ প্রদান করেন। এর সাথে এ ইরশাদ
করেন—
'বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং পথভাঙ্গদেরকে রাপ্তার সম্ভাব
দাও।'
এসব হাদিস যেসব কল্যাণকার কাজ সম্পাদন করার নিদুর্দেন মুহাম্মাদের দেয়া হয়েছে তাতে মুসলিম-অমুসলিমদের কোন
বাবিরক নেই। সবার জন্য এসব কাজ করার নিদুর্দেন দেয়া হয়েছে।
এমনকি কোন কোন হাদিসে তিনি জনজাতীয়দের সাথে সৃষ্টির দীর্ঘ
বিদ্যমান হয়েছেন। বোনা জাতীয়ার প্রতি সহানুভূতিতে এবং
তাদের যথাযথ সংস্থার আন্তঃ আঞ্চলিক লোকদেরকে মহান কারণ রহমত
প্রিয়তারের সৃষ্টির দীর্ঘ পালন হয়েছে।
ইসলাম মুহাম্মাদের পূর্বসূর্য বিষয় এবং বাংলা সূচিত বিষয় রহমত স্তর।
আর আমাদের দীর্ঘদিন মানবতার মানবতার মহামায় সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম তা 'রাহমাতুলিল আলামি' 
(জগতের মুহুমার জন্য রহমত)। কিন্তু আমার তাঁর স্মৃতি ও পরিবার থেকে
দূর সরে পড়েছে। হায়! এমন যদি হতো, আমার স্মৃতির মুহাম্মাদ হয়ে এ পৃথিবীর জন্য রহমত স্তর বেন যেতাম।
এক মুহাম্মাদের প্রতি অন্য মুহাম্মাদের সাবাত্রীতে,
ফ্রিয়নী সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—
'প্রতিক্রিয়া মুহাম্মাদ একে অপরের ভাই। প্রতিদিনকের জন্য জরুরী
যে, কেউ কারা উপর জুলুম-অত্যাচার করবে না। আর যদি
অন্য কেউ তার উপর জুলুম করে, (তবে এক) অপরকে একলা
ছেড়ে যেন চলে না যায়। (বরং সত্যি হলে তার সাহায্যে উপস্থিত।
তার অস্থায়ী এবং সাথে থাকবে) তাদের মধ্যে যে কেউ তাদের
ভাইরের প্রয়োজন মেটার লেগে থাকবে, আল্লাহ
তাআলা তার প্রয়োজন মেটায় দেন থাকবে। আর যে
মুহাম্মাদ অন্য মুহাম্মাদ ভাইরের দূর্বল-কঠো দুর করে দেবে,
প্রতিদিন অন্য মুহাম্মাদ ভাইরের কঠিন দিবসে তার
কন কঠো দুর করে দেবেন। আর যে ভাই অন্য মুহাম্মাদ
ভাইরের দূর্বল-কঠো দুর করে দেবে। আর যে বাছি অন্য মুহাম্মাদ
ভাইরের কঠিন দিবসে দেখে, আল্লাহ তাআলা কিয়াত তে দিন
কন দূর করে দেবেন। আর যে দূর্বল অন্য মুহাম্মাদ
ভাইরের কঠিন দিবসে দেখে, আল্লাহ তাআলা কিয়াতের
দিন বাছি দূর করে দেবেন।'
অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন—
'তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্ধ্ব পোশন করা নায়। শক্রতা রেখা
না, বাবি করা নায়। আর এক আলাহীর বাদা হয়ে মানুষ
রক্ষণকে মজবুত করে নায়। কোন মুহাম্মাদের জন্য বট নয়
যে, সে তার অন্য মুহাম্মাদ ভাইরের সাথে তিনিয়নের বেশি
সময় সালাল্হ-কাযম তাপ করে থাকবে।'
আরেকটি হাদিসে পিয়ারে নবী সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন—
'এক মুহাম্মাদের জনমাত্ব এবং ইন্ট-আরু (ইমর) অন্য
মুহাম্মাদের জন্ম হারাম।'
সামাজিক রীতি-নীতি এবং পরস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা
প্রিয়নী (সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম) এমন একটি হাদিস দ্বারা
শেষ করে এছাড়া যাচ্ছি, যা প্রতি মুহাম্মাদকেই আলোচিত করে।
'রাসূলুল্লাহ সালাল্হাত আলাহী ওয়াসাল্লাম কে একদিন সাহারায়
কোম (রাফি)কে জিজ্ঞাসা করলেন। আছার বলতো দীর্ঘ ও
সচ্ছলিত ও সদগুণবিদ্বংস শিক্ষা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর অস্তিত্ব। মানুষের চরিত্রিক ও অভিন্নিক সংশোধনের মহত্ত্বের কথা রাসুলুল্লাহ সালামাবাদ আলাহি ওয়াসালামকে নবী করে প্রকাশ করা হয়েছে। যায় নবী সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

'আমি মানুষদেরকে উন্মত চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে একে তা হল পূর্বে পূর্বে দেয়া উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর পক্ষে প্রেরিত হয়েছি।'

সচ্ছলিতের গুরুত্ব ও ফলীলত

ইসলামে সচ্ছলিতের গুরুত্ব কতটুকু এবং এর ফলীলত কি? এ সম্পর্কে প্রিয়নী সালালাহ আলাহি ওয়াসালামের নিম্নবিদ্ব হাস্ক্সে থেকে স্মরণ করা লাভ করা যায়। প্রিয়নী সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

'তোমাদের মধ্যে উমর লেকে সেই যে সক্ষিয়া বানান।'

অন্য এক হাদিসে এসেছে, প্রিয়নী সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

'কীমাতের দিন আমার কাছে যে বাণ্ড সর্বনিত্য প্রিয়, যে চরিত্র তালা।'

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

'কীমাতের দিন আমাদের পাল্লায় সর্বচেয়ে ভাব আমাল হবে 'সচ্ছলিত।'

অন্য এক হাদিসে এসেছে, মূর্তির সালালাহ আলাহি ওয়াসালামকে প্রতিষ্ঠা করা হলো, মানুষের কোনো ধরনের কথা রাখার পরিত্যক্ত যায় যেভাবে প্রিয়নী সালালাহ আলাহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

'সচ্ছলিত।'
পাঠনিদেশনামূলক লেখন উপস্থাপন করবো, যেসব গুলো গৃহীত না হলে প্রকৃত মুসলমানই হওয়া যায় না।

সততা এবং সত্যবাদিতা

ইসলামে সততার ব্যাপারে একই গরুর দেয়া হয় যে, প্রতিকে মুসলমানকে সদস্বরূপ সত্য কথা বলা ছাড়াও এর প্রতি ভীষণ তানিদ করা হয়েছে যে, ব্যক্তি যেন সবসময় সততার সাথে সত্যবাদিদের সাহায্য অবলম্বন করে। কৃত্রিম কার্যের ইসলাম হয়েছে—

"হে ইমামদারেরা! আল্লাহকে ভয় করা, আর শুধু সত্যবাদিদের সাথে থাকো।"

হাদিসে শরীফে এসছে, রসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম একবার সাহায্যের কেরম (রাহিত) করে ইসলাম করেন—

"যে চায় যে, আল্লাহ ও রসূল সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের সাথে তার ভালোবাসা হেক যে আল্লাহ ও রসূল তাকে ভালোবাসেন, তবে তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলা, যখনই সে কথা বলবে তখন যেন সতা কথা বলে।"

অন্য এক হাদিসে প্রিয়নী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—

"সততা অবলম্বন করো, যদিও তাতে তামাদেরকে চরম ধৈর্য ধরতে হয় এবং মুখুর্দতা মুখুর্দতা হতে হয়। কেননা সততার মাঝেই জীবন ও মুক্তি নিহত হয়েছে, মিথ্যা থেকে রাখো থাকো, যদিও দৃষ্টান্ত তার মাঝে মুক্তি ও সফলতা দৃষ্টিগোচর হয়।

কেননা, মিথ্যাকে পরিপাকে দূরক-কষ্ট এবং ব্যর্থতা।"

একটি বর্ণনায় এসছে, কেউ রসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞেস করলে যে, জানাতাবাদীদের পরিচয় কি? রসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম ইসলাম করেন—সতা কথা বলা।

পক্ষান্তরে অন্য এক হাদিসে প্রিয়নী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম
ইসলাম কি ও কেন

ইরশাদ করেন—
‘মিথ্যা বলা মুনাফেকের পরিচিতিমূলক অভিযান।’
অন্য এক হাদিসে এসেছে—
‘কেউ রাসূল সালাহাত আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞাসা করলো মুমিন কি ভীত হতে পারে? ইরশাদ করেন হাত হাত। আবার প্রশ্ন করা হলো মুমিন কি কৃত্রিম হতে পারে? ইরশাদ করেন হাত হাত। আবার প্রশ্ন করা হলো মুমিন কি মিথ্যায়সী হতে পারে? ইরশাদ করেন না।’ (অর্থাৎ ইমাম ও মিথ্যা দুটি নিম্নে প্রকাশিত)

আল্লাহ তাআলার আমাদেরকে সদস্যরা সত্য অবলম্বনের রাওয়ানি দান করেন। যা মানুষকে মেক্সি দিতে পারে, জাতিতের পথ সূচক করতে পারে। আল্লাহ ও রাসূল সালাহাত আলাইহি ওয়াসালামের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেয়। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার রাওয়ানি দিন, যার পরিমাণ ধ্বনাবৃত্ত ও স্রষ্টায় যমল মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের অভিযোগ এবং অস্ত্রকে হান করে, যা মুনাফেকের পরিচিতি।

অস্ত্রকার পূর্ণ করা
এটাও মূলত সততারই একটি প্রকার। কারণ সাথে যদি কোন অস্ত্রকার বা ওয়াদা করা হয় তা পূর্ণ করা উচিত। কুরআন হাদিসে বিশেষভাবে এর প্রতি পরামর্শ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেন—

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُسْتَهْلِكًا

‘আর তোমরা নিজেদের অস্ত্রকার পূর্ণ করো। নিচু কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতীক অস্ত্রকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।’ (শুরু বকী ইসরাইল)

কুরআন মুসীদের অন্যতম সৎকর্মশীলদের সংক্ষেপের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَ الْمُهْدِينَ خَيْرُهُمْ إِذَا عَابَدُوا

২০ ইসলাম কি ও কেন

‘আর আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল তারাই যারা তাদের কৃত অস্ত্রকার পূর্ণ করে।’ (সুরা আয়াবায়)

হাদিসে এসেছে, হয় সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাম তার অধিকাংশ খুব খুব বক্তার ইরশাদ করেন—
‘যে ব্যক্তি নিজের অস্ত্রকার পূর্ণ করে না, হেমে তার কোন অংশ দেই।’

অন্য এক হাদিসে ব্যস্তভাবে আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

‘অস্ত্রকার ভঙ্গ করা মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য।’

হাদিসে এসেছে, হয় সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাম বাদী মোতাবক বুকা বন্ধ দেখে যে, অস্ত্রকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা বদলেন্দ্র করা বা চুক্তি ভঙ্গ করা—এসব মুহাদ্দের সাথে একত্র হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এসব বদলেন্দ্র ও অস্ত্রকার থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। আমান।

আমানতদারী
আমানতদারী সততার একটি প্রকার। ইসলাম এবং অক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়। কুরআন করিমে ইরশাদ হয়েছে—

إنَّ النَّارَ يَا مُتَّقُوا أنْ تُؤْتُوا الأَمْوَالَ إِلَى أَبِيَّتِهَا

‘আল্লাহ তাআলার তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমানতদারী সঠিকভাবে প্রাপকে পৌছে দাও।’

কুরআন মুসীদের দুটি জায়গায় প্রকৃত ইমানদারদের গুরুত্ব বাংলা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَ الْمُهْدِينَ هُمْ لَا مِثْلُهُمْ وَ عَفُوا مَا رَأَوْا

‘এসব লোক যারা আমানতসমূহ এবং অস্ত্রকারসমূহের সুষ্ণক্ষণ করে। (অর্থাৎ আমানত যথাযথে পৌছে দেয় এবং অস্ত্রকার পূর্ণ করে।)’ (সুরা মুশিনুন ও সুরা মাআরিফ)
কুরআন করিমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে—

'লাইখ মেতে শ্লান করো আল্লাহ নীরুল হোমি আহে খৃষ্ট তাঁর নিম্ন।'

'আর কেন গোষ্ঠীর করকাজে তোমাদেরকে যেন নায়কতাত্ত্বিকতা পরিদৃষ্টে শ্লানে না করে দেয়। তোমরা সংস্কৃতিক্রমে সকলের সাথে নায়কতাত্ত্বিকতা থাকা। এই তাককাত নিকটবর্তী।' (সূরা মাইলাদ)

এ আন্তর্ভাব থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন রক্ষার সাহায্য করার জন্য আমাদের কোন এক উদ্দেশ্য বা ফলাফলের সাহায্য করার জন্য আমাদের নিন্দ করা উচিত নয়, যদিও আমাদের কোন স্বাভাবিক সূচনা করার প্রক্রিয়া নির্দেশিত হয়, তবে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের মানবন্ধনের পারস্পরিক মানুষের সাহায্য করার জন্য আমাদের নিন্দ করা উচিত নয়।

কুরআন করিমে নিখিল রাসূল সাহাবায় করকাজে লক্ষ্য করার ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালালী সংস্কৃতিক্রমে সকল লালাকায় এবং প্রিয় হবে নায়কতাত্ত্বিক নিশ্চিত। (অর্থাৎ আল্লাহর বিদ্যানুসারী নায়কতাত্ত্বিক সাহায্য করার পরিচালনাকারী) আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালালী থেকে দুর থাকবে এবং কর্তিন শাস্তি ভোগ করবে অলিম রাস্তিয়। (অর্থাৎ অন্যায় আর জুলুমের রাবণ কায়মনারী।)

অন্য এক হাতে বিশেষ হয়েছে, কুরুলীহী সালাহাত আলাহিতি ওয়াসালাম সাহাবায়া করকাজে রক্ষা করার ইরশাদ করেন—

'তোমরা কি জান, কিয়ামতের দিন কারা সবক্ষেত্রে আল্লাহ তালালী রহমান ছায়ায় অবস্থান নেবে? বলা হলো, আল্লাহ ও তার রাসূল সালাহাত আলাহিতি ওয়াসালাম হাল জানেন। কুরুলীহী ইরশাদ করেন এবং এরা ঐসব আল্লাহর বাংলা, যাদের অবস্থা এমন হবে যে, কখন তাদেরকে নিজেদের অধিকার হস্তান্তর করা হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে, আর কখন তাদের

কুরুলীহীই করিমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে।

বলা হলো, আল্লাহ

— অলিম রাস্তিয়।

কথা হলো, আল্লাহ

এরা ঐসব আল্লাহর

তাদের

তারা তা গ্রহণ

কথা হলো, আল্লাহ

এরা ঐসব আল্লাহর

তাদের

তারা তা গ্রহণ

কথা হলো, আল্লাহ
তোমারা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়ার্থ হও। আসমানওয়ালা
তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।
এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইসলাম শরীফের সকলের প্রতি এমনকি
পৃথিবীতে বসবাসকারী সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ার শিক্ষা দেয়। একটি হাদিসে
এসেছে, প্রিয়ভী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—
‘এক ব্যক্তি একটি পিপাসাকার কুকুরকে কাঁদা ছাড়তে দেখে
তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে পানি পান করিয়েছিল। আল্লাহ
তাআলা তার এ কাজের বিনিময়ে তাকে আমাত দান করে
দেন।’
আফসার। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সকলের সাথে
সহানুভূতির শুণ্য আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। যার জন্য আমরাও
আল্লাহর রহমত থেকে বক্ষিয়ে হয়ে চলেছি।

কোমল ব্যবহার

পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেন্দেপ ইত্যাদিতে সহজ সরল ও
কোমল ব্যবহার প্রদর্শন করারও ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আদর্শ
শিক্ষাগুলোর অন্যতম। একটি হাদিসে এসেছে, প্রিয়ভী সালালাহ
আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—
‘সহজ সরল ও কোমল আচরণ প্রদর্শনকারীদের জন্য দোষের
আগুন হারাম করে দেয়া হয়েছে।’
অন্য এক হাদিসে এসেছে—
‘আল্লাহ তাআলা নিজে কোমল আচরণ করেন। তিনি
কোমলদাতাকে পছন্দ করেন। কোমলতার বিনিময়ে এই দান
করেন, যা কটিন ব্যবহারের বিনিময়ে দেন না।’

সহস্র ও সহিষ্ণুতা

অপছন্দনীয় ব্যাপার সহস্র করা এবং তখন রাগকে হজম করা
ইসলামের আরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা। ইসলাম চায় প্রতিটি মানুষের
মধ্যে এ গুণটি তৈরী হেক। আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ইমানদারের

ওদের অধিকার প্রদান করে। অন্যের ব্যাপারে ঠিক একই রকম
বিচার ফয়সালা করে, যে ফয়সালা সে নিজের জন্য সাব্যস্ত
করে। (অর্থাৎ নিজের ও অন্যের মধ্যে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত
হয় না)।

আফসার। আমরা মুসলমানগণ ইসলামের এসব আদর্শ শিক্ষাগুলো
একবারে ভুলে গিয়েছি। অজ্ঞতই মুসলমানদের মধ্যে আবার এসব
গুণবানী ফুটে ওঠে, তারা সততাবাদী হয়ে যায়, অধিকার পূর্ণনীয় বনে
যায়, সমাজে অমান্যতাদীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর প্রতকারের
সাথে নিয়ন্ত্রণতাপ্রদ প্রদর্শন করতে থাকে, তবে দুঃখিয়া আবার তাদেরকে
সমাজের আসনে অধিষ্ঠিত করবে এবং জানাতেও তারা উচ্চ মর্যাদায়
সমালী হবে।

দয়া ও ক্ষমানুভূতি

কারো বিপদাপন্দে ও দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতিকীর্তিতে তার প্রতি
দয়া প্রদর্শন করা এবং কারো ক্ষুন্ন দেখে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকে দেখা,
এটাও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম এর প্রতিটি ওরুথরুমের
করেছে এবং এ গুণ ওলাবাদিত ব্যাখ্যে পুণঃপুণার করাকে ঘোষণা দেয়
হয়েছে। হাদিস শ্রীরীতে এসেছে, প্রিয়ভী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম
ইরশাদ করেন—
‘তোমরা আল্লাহ তাআলার বান্ধবদের প্রতি দয়াকর হও, তোমাদের
প্রতিটি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা লোকদের ভুল-ক্রুটি
ক্ষমা করে দাও, তোমাদের ভুল-ক্রুটিও ক্ষমা করে দেয়া হবে।
’
অন্য এক হাদিসে হয়ুর সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ
করেন—
‘যে অনেকের প্রতি দয়াকর হয় না, তাকেও দয়া প্রদর্শন করা হবে
না।’
অন্য এক হাদিসে প্রিয়ভী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ
করেন—
‘দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি রহমান (আল্লাহ) দয়া প্রদর্শন করেন।

ইসলাম কি ও কেন
94
ইসলাম কি ও কেন
95
ফাউল্ড লোকের কথায়, আল্লাহ তাঁর পরিবর্তন করবে। কুরআনের বিষয় করে নেয় এবং লোকের ভূলকে কৃপা করে দেয়। (সুনা আল ইহবান)

এ ধরণের লোকের ব্যাপারে বিখ্যাত সালাল্হার আলাহিই ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হলো—

"যদি বাচ্চা নিজের সম্মান দিন করে, আল্লাহ তাঁর ওপর থেকে তার শান্তি দন্ত করে নেবে।"

বড় ভাগ্যবান বাচ্চা তারই, যারা রাগের সময় এসব আযায় ও হাহ্ডের কথা অমরন করে তা দমন করে এবং পুরুষকার স্বরূপ যাদের থেকে আল্লাহ তাঁর শান্তি দন্ত করে নেবে।

বিনয়

রাজীনামের বিশেষ বাদানো তো তারীই যারা পৃথিবীতে অবতী মন্ত্র চলে। (সুনা ফুরুনান)

ন্যায় ইরাহাদ হয়েছে—

যেকে দাদা এর অন্যান্যেরা বিমুখ হইলে বলিলে তঃ বিনীত কৃত্তি হউক, যিনি ইহাদ করে না।

'ভর্তি মন্ত্রের দমন করে না তাড়াতাড়িতে অবতী মন্ত্র চলে।' (সুনা ফুরুনান)

ন্যায় ইরাহাদ হয়েছে—

ফাউল্ড লোকের কথায় সুস্থ কথা বলে না। ইসলাম যে ধরনের সভ্যতা সওয়ার এবং শুন কথাতে পুনরায় বলে চিহ্নিত করেছ। হাদিস শরীফে এসমী, বিখ্যাত সালাল্হার আলাহিই ওয়াসাল্লাম ইরাহাদ করেন—

"কোমল ভায়া অকৃতিমান অঙ্গিকে অলাপচারিতা সওয়ারের কাজ এবং এটা এক ধরনের সন্ধ্য।" অন্য এক হাদিস বিখ্যাত সালাল্হার আলাহিই ওয়াসাল্লাম ইরাহাদ করেন—

রাজীনামের বিশেষ বাদানো তো তারীই যারা পৃথিবীতে অবতী মন্ত্র চলে।
দেখুন। (যা জালালের সর্বোচ্চ শ্রেণী)
‘আল্লাহর কর্তৃত্বে অহিংসা আল্লাহ তাআলা কাহে এত নিন্দনীয় যে, একটি হাদিসে প্রিয়নী ইরাসিদ করেন—
‘যার অন্তর্ত্যন্ত উপর পরিমাণ অহিংসা থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে গাঢ় থাকে জাহানামে চেলে দিবে।’
অন্য এক হাদিসে ইরাসিদ হয়েচে—
‘যার অন্তর্ত্যন্ত অদূর পরিমাণ অহিংসা থাকবে, বড়ই থাকবে, সে জাহানামে গাঢ় থাকবে না।’
প্রিয়নী সালাহু আলাইহি ওয়াসালামের আরেকটি ইরাসিদ—
‘অহিংসা থেকে বাচে, অহিংসা এরনীটি একটি মারুতপুঞ্জ গুলাহ যা সর্বপ্রথম ইসলামের দিকে দিয়ে যায়।’
আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সাহায্যকে এই শয়ুতানি বাসলত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর তার বজ্রমাল বিনায়ক মনোভাব অর্জন করার মাত্র তঁর দান করন। যা প্রভুর সাহায্যে গোলামের গোলামী অলংকার।
খানে আমাদেরকে এই শয়ুতানি বাসলত থেকে বাঁচাতে রাখেন। আর তার প্রজনন বিনায়ক মনোভাব অর্জন করার মাত্র তঁর দান করন। যা প্রভুর সাহায্যে গোলামের গোলামী অলংকার।
খানে আমাদেরকে এই শয়ুতানি বাসলত থেকে বাঁচাতে রাখেন। আর তার প্রজনন বিনায়ক মনোভাব অর্জন করার মাত্র তঁর দান করন। যা প্রভুর সাহায্যে গোলামের গোলামী অলংকার।
থানায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সালাহু আলাইহি ওয়াসালামের নিকেটে এইচ। সোহরাত, মূষিদের মহাত্মা হল, যা বাক্সিতে নিজেকে নর্তক ও ছোট ভাবে। কিছু অতিক্রান্তের বেলায় দুর্ঘট থাকবে। কারা ভর-ভারে এককে দুর্ঘট প্রশস্ত করন করবে না।

বৈধ ও সাহিত্যিকতা
এ দুর্বিক্ষেত্রে মানুষের সাহায্য দুর্ঘট-কষ্ট এবং বিপদের সময় একটি নিন্দনীয় হয়। কেননা, অসংখ্যে, কেনা,আলাইহী অভিভাবে কেনাবী অন্তঃপ্রাণী সুখী হতে হয়, আবার কেনা আল্লাহ আলাইহী বিভিন্ন প্রতিভাগুলো সৃষ্টির হয়। এর অসংখ্য ইসলামের শিক্ষা হল, আল্লাহর বাদার বৈধ এবং সাহিত্যিক সাথে প্রতিকূলতার
ইসলাম ও নিয়টৎসুফী

'ইসলাম' সমূহ ইসলামী আদার ও আবালাক এমনকি পুরো ইসলামের প্রধান ও মধ্যপ্রাঙ্গণ। ইসলামের অর্থ হল, আমারা যে কাজই করি না কেন, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তাঁর সন্ত্রাসীর নিয়োগের সম্পাদন করব। এছাড়া আমাদের আমার কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রাখবে না। ইসলামের গোড়া হল তাবুরী। আমার তাবুরী বা একবারের পূর্বাভাসে ইসলামের মাধ্যমে সাধিত হয়। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি কাজ-কাজ আল্লাহর জন্যই হবে। তাঁর সত্যমূল এবং এর পুরুষকারপ্রাপ্তি হবে আমাদের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্য।

হাদিসে এসেছে, প্রিয়নী সালাহার আলাহী ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'যে বাণিজ্য কাজে আল্লাহর জন্যই মহকাত করল, আল্লাহর জন্যই স্বাভাবিক করল, আল্লাহর জন্যই দান করল, আল্লাহর জন্যই দান থেকে বিত্র থাকল—সে তাঁর ঈমানকে পুষ্টিতৈরী সৌচে দিল।'

সারকথা হল, যে বাণিজ্য তাঁর পার্থিবের সম্পর্ক এবং কাজ-কাজার জীবন প্রবর্তিতত্ত্ব বা অন্য কোন সীমার উদ্দেশ্যে পরিভাবনা করে একমাত্র রেজায় ইলাহী বা আল্লাহর সন্ত্রাসীর জন্য উৎসাে করলে, সেই পুরুষপূী মুমির মুমিন মুম্বান হয়ে যাবে। অন্য এক হাদিসে রায়ু সালাহার আলাহী ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকার-আকারিকে দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর।'

অথবা আল্লাহ তাআলা কাজ পুরুষকার ও সওয়াথের ব্যাপারিক ইসলাম এবং নিয়ন্ত্রিতকৃত উপর নিয়ন্ত্র করে। অন্য এক হাদিসে প্রিয়নী সালাহার আলাহী ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'হে লোকসকল! তোমরা নিজের কাজ-কাজে ইসলাম তৈরী কর।

আল্লাহ তাআলা এসব আমল যা কাজ-কাজই করল তাঁর যাতে ইসলাম থাকে।'

পরিষ্কার একটি হাদিস উল্লেখ করা হচ্ছে, যে শুধু আমাদের সবাইকে কমিল হওয়া উচিত। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন হযরত আবু হুরাইরা (রাষ্টি) এ হাদিসখানা শুনেছেন, কথনী তিনি অজানা হয় পড়ে যেতেন। প্রিয়নী সালাহার আলাহী ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন সবগুলি কিছুসংখ্যক কুরআনের আলিম, কিছুসংখ্যক শহীদ এবং কিছুসংখ্যক ধনী বান্ধকে সামনে আনা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা আমার জন্য পার্থিব জীবনে কি কি করেছ? কুরআনের আলিম বলে । আমি সারাত জীবনে তোমার মহাব্রহ্ম পাঠ করেছি, তা নিজে শিখেছি এবং অন্যকে শিখিয়েছি। আর এসব তোমার জন্য করেছি। ইরশাদ হবে । তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো এসব বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছ, যা দুঃখিতে তুমি পেয়ে গিয়েছে। অন্তঃপর ধনী বাণিজ্যক প্রশ্ন করা হবে । আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছিলাম, তুমি তা থেকে আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে । সমূহ সংকার্য এবং সংপথে তোমার সন্ত্রাসীর জন্য বায় করেছ।

ইরশাদ হবে । তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি দুঃখিতে এসব দান-প্রদান শুধু এ জন্যই করেছ যে, তোমার দানগুলির খুব চাঁচ হবে আর লোকের তোমার খুব প্রশস্ত করব। দুঃখিতে তুমি এসব পেয়ে গিয়েছ। অন্তঃপর শহীদের এমনই প্রশ্ন করা হবে। সে বলবে । তোমার দেয়া সর্বসাধারণে প্রিয় জিনিস ছিল আমার প্রাণ অমিতে একেরও তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর দিয়েছি। ইরশাদ হবে । তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো জিনিসে এ জন্যই অর্থপ্রসার করেছি যে, তোমার বাহ্যবোধে যখন তোমার কাছে ছুড়িয়ে পড়ে, তোমার খুব নাম-ধ্বম হব। তোমার প্রসিদ্ধি এবং নাম-ধ্বম তুমি দুঃখিতে পেয়ে গিয়েছ। অন্তঃপর উভ তিনজনের জন্য নির্দেশ দেয়া হবে, এদেরকে উপাদু করে
সর্বকালের ভালবাসা
আল্লাহ, রাসূল ও ধর্মের প্রতি

ভাইয়েরা! ইসলাম বেদায় আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল
সালালাহ আলাইহি ওয়াসালামের ঈমান এবং নামায, রোয়া, ইসলাম
এবং যাকাত সম্পদের বিষয়ক দেয়, ঈমানদারী, পরহেয়গারী, সৎচরিত্র
এবং সাধারণ অবলম্বন পথে দিয়ে বিয়ে করা উচিত। ইসলামের একটি
বিশেষ ভিক্ষু হল, আমারা পথিত সবকিছু থেকে এমনকি ক্ষীণ
পিতামাতা, স্তন্ত্র, সত্য, সত্য, তাজমাল এবং ইজ্জত-সম্মান
থেকেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম এবং
পরিবার এ ধর্মকে বেশী ভালবাসতে। আর কখনো যদি এমন কিছু
পরিহিত হয়ে থাকুক তাহলে আমি তোমাদেরকে আচরণ করে তোমরা একটি
ধর্ম প্রতি ভালবাসতে। যদি আমাদেরকে একটি ধর্ম প্রতি ভালবাসতে না।

কবরকান-হাদিসের জায়গায় জায়গায় বলা হয়েছে যে, যারা
ইসলামের দাতীদান, যেখানে আল্লাহ, রাসূল সালালাহ আলাইহি
ওয়াসালাম ও তাদের মনোনীত ধর্মের ব্যাপারে এমন ভালবাসা ও এই
মনের সম্পর্ক থাকবে না, তারা প্রকৃত মুসলমান নয় বরং তারা
আল্লাহর পক্ষ থেকে ভিষীয় শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

সূরা তাওবায় আল্লাহ তাআলার ঈরিয়াদ করেন—

ফি লাই আর আহামাকাম ও আহামাকাম ও আর আহামাকাম ও
আর আহামাকাম ও আর আহামাকাম ও আর আহামাকাম ও
আর আহামাকাম ও আর আহামাকাম ও আর আহামাকাম ও
আর আহামাকাম।
দেয়াকে অপছন্দ করে।

বুঝা গেল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকৃত মুসলমান সেই, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। এমনকি দুনিয়ার কাউকে যদি সে ভালবাসে, তবে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। আর তীরের প্রতি তাঁর এ পরিমাণ আকর্ষণ হবে যে, তা তাপ করা তাঁর জন্য এতই কষ্টকর হবে যেমন কষ্টকর মুনে হবে আমারে নিক্ষেপ করবে।

অন্য এক হাস্যে গ্যান্ধীর সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ প্রাণ পূর্ণ মুম্নিং এবং প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে আমার ভালবাসা তাঁর পিতামাতার, স্থান-স্থানে এবং দুনিয়ার সব মানুষের চাইতেই বেশী না হবে।

ভাবুক, মুলতোর তুলেইব বলে, ব্যাক্তি পুরোপুরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত হয়ে যাবে। নিজের সকল সম্পত্তি এবং চাইদিকে দীর্ঘ জন্য পরিচ্ছন্ন করতে পারে, যেখায় সাহাবায়ে কুরআন (রাসিদ) এতে করে দেখিয়েছেন। আজকে আল্লাহর প্রকৃত ও সত্তিকার বাল্যদের একই অবস্থা। যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নিম্নে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাদের অত্যন্ত করে দিন। আমান।
সবক ৪১১
ধীনের দাওয়াত ও বিদমত

ভাইয়েরা! যেহেতু আল্লাহ তাআলা ও তাহার রসূল (সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম) প্রতি ঈমান আনা, তাহার প্রদর্শিত পথে চলা আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যক্তিকে, তাহার আলাইহি যে বন্দরা এই সহজ-নিষেধ রাস্তা থেকে বেঁধে খনন, প্রক্রিয়া চাহিদা পূর্ণ করা, তাহার এ ইসলাম সম্পর্কে জানাতে, বুঝাতে এবং তাহার এ পথে চলে উপাদান করাই চেষ্টা করাও আমাদের জন্য কঠিন। আমাদের উচিত, এ দায়িত্ব আত্মায় দিয়ে আল্লাহ তাআলার অনুগত শীল এবং পরের বিশারদ গোলাম বন্দে যায়া, একেই বলে ধীনের দাওয়াত ও ধীনের বিদমত।

এ কাজটি আল্লাহ তাআলার কাছে এতো দামি যে, তিনি এ কাজের জন্য অগ্রগতি নবী-রসূল এ পুরীপ্রেরণ করিয়াছেন। আর ঐ মহান নবী-রসূলীয় আমানকারি দুঃখ-বুদ্ধ, জুলুম-নির্ধারণ সত্ব করে ধীনী দাওয়াতের কাজ সুচোচিতে আত্মায় চিহ্নিত করেন। তবুও তাঁরা চেষ্টা করে গিয়েছে যে, মানুষ হেদায়াতের রাশায় পেয়ে যায়। আল্লাহর পথের পথিক হয়ে যায়। (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ও তাদের সাদা-সন্তিকের অসীম রহস্যের ছায়ায় আশ্বায় দিন। আল্লাহ।)

নবুয়াতের ধারাবাহিকতা সর্বশেষ নবী হরতর মুহাম্মদ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেন, তীর্থ শিখা ও দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করে মানুষের হিদায়াতের পথপ্রস্তর করার জন্য এখন থেকে আর কোন নবী-রসূলের আগমন ঘটাবে না। এখন থেকে কার্যকারী পর্যন্ত ধীনী দাওয়াতের এ মহান দয়ালী পালন করে হেদায়িত সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালামের অনুতি ধীনীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তা প্রচেষ্টা করেছে।

মৌতকথা, নবুয়াত ও রসালাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ধীনী দাওয়াত ও মানুষকে হিদায়াতের পথপ্রস্তরের মহান দয়ালী হয়ে
হরে। সাধারণ মানুষের শান্তির তুলনায় দিঘুন্ন শান্তি তাদেরকে দেয়া হবে।

আফসনাস! বর্তমান মুসলিম উম্মাহের একই অবস্থা। তারা বীরের দাওয়াত দেয়া তো দুরের কথা, নিজস্ব বোধাগানির তারা লিপিতে পড়েছে। আজ উম্মতের মধ্যে পাঁচ শতাব্দীর চেয়েও কমে লেকুম রয়েছে যারা প্রকৃত মুমিন মুসলমান। যারা সৎকাজ করে এবং অসংক্রান্ত থেকে বিতর্ক থাকে। এমনতালিবাহ সাধ্য আনীত দায়িত্ব হল, দাওয়াত এবং হিদায়াতের কাজ উম্মতের এ শ্রেষ্ঠ মধ্যে চালিয়ে যায়, যারা বীর-মুমান, সৎকাজ এবং হিদায়াতের প্রাচীন থেকে দুরে সরে গিয়েছে।

এর একটি কারণ হল, যেসব লোকেরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিয়ে দেয়, তাদের বীরতি অবস্থা যা-ই হোক, তারা ইসলাম-ইসলামের শীর্ষের দিয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক জুড়েছে। ইসলামের সীমান্ত একজন সদস্য হয়ে গেছে। একজন তাদের বীরতির চিত্তে অবশেষে সাধ্য করে হবে। যেন সাধারণতার বাইরে যথাযথ প্রথমে তার নিজের সত্ত্বাতের প্রতি, অতুলনে নিকটবীর্যের প্রতি তাদের অন্তরাল প্রতি।

আরেকটি কারণ হল, দুনিয়ার সাধারণ মানুষ মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে ইসলামের অলেক্টিক সৌদীর্য্য অনুশাসন করতে পারবে না। বরং উত্তর তাদের দেখে তা আজকাল সবাই ধূঢ় নাক স্থিতির। কেন ধর্মের প্রাপ্ত অন্তমাত রক্ষা করা হয় সে ধর্ম নীলক্ষ বাদামীরের ধর্মনীরসের অর্থোন্ত অবস্থা দেখে। তাদের আখালকচিরিং, তাদের আচার-অনুষ্ঠান যত উৎসাহ এবং যত মৌলিক হবে, তাদের খাতে সাধারণ হয় উঠে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের এ রীতি সবসময়ই ছিল। এতে আছে। যে যুগের পরবর্তী মুসলিমগণ সাধারণ তা একই প্রকৃত মুসলিম ছিলেন। পুরাপুরী ইসলাম বিধি-নিয়ে মেনে চলতেন। দুনিয়ার তাদেরকে দেখে-দেখেই ইসলামে আকৃষ্ট হয় দেখ। এলাকা-কে-এলাকা, সোমী-কে-সোমী দল দল ইসলামের সূচির ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তখন তা মুসলমানদের মধ্যে আমলী অঞ্চলের শুরু হয় যায়, সাংস্কৃতিক নতুনি তাদের মাঝে বাসা বাড়তে
লাল্টের কোন কোনই ‘জিহাদ’। কিন্তু তালিকা কথা হল, এখানে এই দিদুনী ফেরতনার 
যুগে পীরের দাওয়াত ও আলাহ্রর বাদামারকে হিদায়ত ও আতুরদির 
চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালান বিশেষ একটি ‘জিহাদ’।

রাসূল সালাহার আলাহি ওয়াসালাম নবুরাওয়াতের পরো প্রায় 
বার-তের বছর মক্কা-মুকাবরমায় অবস্থান করেন এই পুরো সময় জুড়ে 
প্রিয়নী সালাহারা আলাহি ওয়াসালামের জিন্দগী ছিল এই—‘দাওয়াত। 
রিবোর্ডিক ও বিভিন্ন ধরনের উৎপরান-নিঃপরান সহ জের নিজের 
দুইপদে পীরের উপর অবিচল থাকেন। সাথে সাথে অন্যান্যকে 
হিদায়তের পথে আনার চেষ্টা দাওয়াত অবয়ব রাখেন।

মেটকথা, পথচেতা বাদামারকে আলাহির সাথে সংপর্ক জুড়ে দেয় 
এবং সঠিক পথের দিশা দেয় অনুপাতে। একেকে সময় ও আরেন-গ্রান 
উক্তির করা এবং এ পথে সম্পাদ ব্যাক করা—সবই মহান আলাহির কাছে 
জিহাদ হিসেবেই পরিগণিত। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটাই মোক্ষ 
‘জিহাদ’

এ অর্থপূর্ণ কাজ সম্পাদনকারীদের জন্য যে পরস্পরের আর এ কাজ 
তালিকার জন্য যে অন্তর্শায় ও ভয় বহনে তাদের জন্য অপরাহ 
করেছে, নিম্ন বিরূপ হদিস থেকে তার কিছুটা আদর্শ পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরাইয়ার (রাহিম) থেকে বিরূপ, প্রিয়নী সালাহার 
আলাহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন——

’যে ব্যক্তি লোকদেরকে হিদায়তের দাওয়াত দেয় এবং সংপর্কের 
দিকে দাড়াকে, তারা দাড়া দেয় তোলার শাল কাজ ও 
নেকো করে এর প্রতিশোধ তারা তুলত সৃষ্টি করে পাঙ্ক, ঠিক 
সমাধিয় সৃষ্টি দাওয়াততাতা বা দাহ পাঙ্ক। অথচ নেকো কাজ 
সম্পাদকারীদের থেকে সৃষ্টি হিসেবেই পরিগণিত হবে না।’

এ হদিস থেকে বুঝা গেল, দাওয়াত প্রদানকারীর দাওয়াতের ফলে 
বিশেষ বিশেষ বিশেষ সঠিক পথের সমন্বয় লাভ করে সংক্ষেপ সম্পাদন 
করতে থাকে, আলাহির শালতাকে চিনে থাকে, নমায় পড়ে থাকে, 
আরা অন্য ফরয় কাজ সম্পাদন করতে থাকে ওয়াল মূলকাজ থেকে 
বাঁচতে থাকে, তবে এ সব বেদীতে তারা নিজেরা যে পরিমাণ
সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখতে পারে, তবে তা তাদেরকে বাঁচিয়ে দিবে এবং নিজেরাও বেঁচে যাবে। হয়তো সালালাহ আলাইহি
ওয়াসালাম ইরশাদ করেন । ঠিক তোমাদি অসৎকাজ ও ওমাহের
অবস্থা। দুনিয়ার সৎকাজে বুদ্ধিমান দাঁড়ারা যদি ওমাহগার
লোকেরকে হিদায়াতের পথে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে ওমাহ
থেকে বিরত না রাখে, তবে তাঁর ফলাফলও এমন শাস্তি ভাবার
হবে। ওমাহগারের ওমাহের ফলে আল্লাহর শাস্তি অবদৃষ্ট হবে।
আর সবাই সৎ-অসৎ নিবিষ্টে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে।
আর যদি তাদেরকে তাদের অসৎকাজ ও ওমাহ থেকে বিরত
রাখতে সচেতন হয়, তবে সবাই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।
অন্য এক হাসির ভিন্নী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ভীষণ
রুপের সাথে কস্ম থেকে ইরশাদ করেন—
‘এই আল্লাহর কস্ম! যার আয়ত্তায়ন আমার জনপ্রাণ। তোমরা
ভাল কথা ও সৎকাজের জন্য লোকেরকে বলতে থাক। অসৎ
কাজ থেকে বিরত করতে থাক। মনে রেখ। তোমরা যদি তা না
করে, সত্যবাদ আছে, আল্লাহ তামালা। তোমাদের উপর কোন
শাস্তি শাস্তি চাপিয়ে দেবন। আর তোমরা তখন দুরার উপর
দুর্শান্ত করতে থাক। কিন্তু তা কষ্ট হবে না।’
ভাইয়েরা! বর্তমান কালের কিছু বিভ্রম উলামা-মাশায়েরের মত্তত
হল, এখন মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ আসছে, তাদের
উপর নির্ভর-নিগীত চলছে, আর দুনিয়ায়ী উলামায়ে কিরামের
হাজারা উন্নয়ন-দেবর, খতম-ওয়াফা সত্যে সত্যে বিপদাপদ থেকে উদার
সুচিত হয়ে উঠছে না। এর মূল কারণ হল, আমার দাওয়াত ও
শিক্ষার কাজ থেকে দুর থেকে পিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমাদেরকে সুঝটি
করা হয়েছে। বিপদাপদ খাতম হয়ে যাওয়ার পর যার পুরো দায়িত্ব
আমাদের হাতে অংশিত হয়েছে। দুনিয়াতেও তো নিয়ম এটাই, যে সেনা
সদস্য তার বিশেষ ভিত্তি যথাযথ পালন না করে, তাকে চাকুরী থেকে
বহিষ্কার করে দেয়া হয় এবং রাজস্থানে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির
ব্যবহার করেন।
সরকার ১২
ধর্মে অবিচলিত

ঈমান আনার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্ধব প্রতি যে বিশেষ নামাজি আরোপ তৈরি করে, তাহলে সাবধান হুমকি একটি আরোপ দ্বাতি যে বান্ধবের পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে ধর্মে অবিচল থাকবে। চাই পরিচিত পরিচিতি যতই পদ্ধাতিকে না হাতছাড়া করতে প্রস্তুত থাকবে না। এই নাম হলো-ধর্মে অবিচলিত বা ‘ইতিকাফাত’। কুরআনে এ ধরনের সৌভাগ্যবানলোকের জন্য অনেক পুরস্কার এবং মর্যম বৃদ্ধি প্রদায় দেয় হয়েছে। এক জায়গায় উপাধিক হয়েছে—

'বিস্তৃত সম্মানজনক আতিথেয়তা গৌরবীতে ক্ষমাশীল ও ক্ষমাগমন প্রতি পক্ষ থেকে ব্যাপ্ত করা হবে।' (হাজারা সিদ্ধার্থ)

সুবহানালাহ! দীনের উপর দূর্ঘণ ও অবিচল বান্ধবদের এবং গোলামীর হক আদালতকারীদের জন্য এ আয়াতে কি আকর্ষণীয় সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

এ ব্যক্তি সামীকরণ বড় মহাব্যবস্থায়

একটি হাদিস এসেছে—

'একজন সাহাবী (রাবি) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের কাছে আবেদন করলেন, হয়তো আমার ক্ষমাশীল ও ক্ষমাগমন প্রতি পক্ষ থেকে প্রস্তুত থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম জবাবে ঈসাহাদ করেন ষোধ আল্লাহকে বর বলে মনে নাও আর এর উপর দূর্ঘণ থাক।

(আর সৌভাগ্যের অনুগ্রহ গোলামসুলত জীবনযন্ত্র কর নন)।'

কুরআনে করিমে আমাবাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তালালা তার কর্তব্য এক অনুগ্রহ অবিচল বান্ধবদের আখ্যানের রচনায় উল্লেখ করেছিলেন। যারা তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়া মোন বিলুপ্ত হয়েছিল। আকর্ষণীয় প্রকাশন এবং কড়িন দৃঢ়-কঠিন ভাব তাদেরকে সৌভাগ্য বিচার করতে পারবেন। তথায় উল্লেখিত একটি ঘড়া হলো, মুসা (আহ) এর সৌভাগ্য যাদুকারী, যাদেরকে ফেরুরেন মুসা (আহ)-এর বিচারে যাদু প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করেছিলেন। বিনিয়োগসম্পন্ন আকর্ষণীয় বড় বড় পুরস্কার ও ঈশ্বরীয় মর্যাদার ওয়াদা দিয়েছিল। কিন্তু যখন যাদু ও মুক্তিযোগ্য প্রতিমূল শুরু হলো, মুসা (আহ)-এর সৌভাগ্য যাদুকারী যাদুকারী অবমূর্ত প্রাঙ্গণ আয়াতকারী ওয়াদা হাওয়ায় মিশে গেল এবং তাদের সামনে মুসা (আহ)-এর ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হলো, তখন ফেরুরেন আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ঈশ্বরীয় মর্যাদার লোভ এবং ফেরুরেন কল্পিত শাপের ভয় মুসা (আহ)-এর প্রতি ঈমান আনার পথে
তাদের সামনে কোন প্রতিবিম্বগুলো সৃষ্টি করতে পারবেন। তারা নির্দিষ্টং
লোমহর্ষক ঘটনা।
ফলে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন মহাদা তিনি লাল করে তে, কৌরবায় কীভাবে তা অপ্রত্যয় সমানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানের জন্য তার ধর্ম ও আত্মীয়তাকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঈশ্বরের ইসলাম—

"নিঃস্বার্থ দের কাছে তা দিয়ে দাও, তুমি তো তোমার নিদর্শন বিশ্বাসীরা কমিয়ে দিতে এ নম্বর দুনিয়াতেই বাস্তবায়ন করতে পারবে, আমারা তো আমাদের সত্য প্রতি ইসলাম এখন এস্থি যে, তিনি (পরবর্তী অনুষ্ঠান) আমাদের গুলামসূচী করা দিতেন।" (সুরা স-হা)

এর চাইতেও আরও শিক্ষাকে বিষয় স্মরণ করা ইসলামের মহিলাদের স্ত্রী হযরত আবিসার নির্দিষ্ট জিন্ন। ফেরুনিন মিসর সমাজের সম্প্রদায়ের জন্য সবাইতে মনোময় হওয়ার সাথে সাথে ফেরুনিনের শাস্ত্রের মাধ্যমে হওয়ার সাথে তার সমান আর তীব্র। পারিস্থিতিক বিলাসবহুল জীবন তাঁর ছিল। কিন্তু যখন তিনি হযরত মুসা (আ-আর দর্শন দাওয়া দেন, এ সততা তার সমান দিবাক্রান মাতা ফুটে ওঠলো, তখন তিনি ফেরুনিনের জুলুম-নির্দেশনার কোনটি পরামর্শ করলে না, একটুও ভাবিতে না যে, পারিস্থিতিক এই শাস্ত্র মহলের আরাম-আরাশের পরিস্থিতি কোনটি নির্দেশনাভীকরণ সহ করতে হবে। একটি যে নিরামিষ থাকা যায়, সে কিছু থেকে একটি বা একটি হযরত মুসা (আ-আর) তাঁর ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অতঃপৰ্যন্ত এই হযরত আবিসার সতাধর্মী অবিচল থাকতে গিয়ে যেতে নির্দেশনা নিয়ে যায়, তার সতাধর্মী ইসলামের এক
সবক ৪ ১৩

ধীনের উপর পরিপূর্ণ আমল ও ধীনী খেদমত

ঈমানদারদের প্রতি মহান আল্লাহ তাঅলার বিশেষ চাহিদা এবং একটি গুরুতর নির্দেশ হলো, সত্য ধীনকে এবং আল্লাহর বাতানা সম্মত-সরল পথকে যার সত্য ও উত্তম জেনে গ্রহণ করেছে, তারা এটাকে স্বল্প উদ্যোক্তি রাখার জন্য এবং চার-পাঁচ ঘটানার জন্য সাধারণজন্য চেষ্টা চালাবে। ধর্মীয় পরিভাষায় একে 'জিহাদ' বলে।

ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

যেমন, অবস্থা যদি এমন হয় যে, সয় নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের গোষ্ঠীর এবং ডরে ধীন হয়কির সমস্যাকে হয়, ধীনের উপর জোর থাকার মূলক হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ না করেন, এর জন্য নির্বাচন-নিপীড়ন সহা করতে হয়, এমনতাহয় সয় নিজে, পরিবারের, বংশধরদের পক্ষে ধীনের উপর অটল অবিচল থাকা অকে বড় জিহাদ। ততোমু যদি কথনা মুসল্মান জাতি মুখ্যতা ও উদাসীনতার কারণে ধীন থেকে দূর সরে পড়ে, তবে তাদের সংশোধন এবং ধর্ম দীক্ষিত করার চেষ্টা চালানো এবং এর জন্য জানাল ব্যাক করাও এক ধরনের জিহাদ।

ততোমু আল্লাহর বেশ বাণ্ডাকরা সত্য ধীন থেকে এবং তার নতুন করে নিজের বিধি-বিধানের ব্যাপারে বিলকুল উদাসীন হয়ে পড়লে, তাদেরকে রুশিভাঙ্কা ও সহানুভূতিতে ধীনের দাওয়াত পোঁছানো। আল্লাহ তাঅলার বিধি-বিধান সম্পর্কে আমাতে বিতর্ক করা এবং এর জন্য চেষ্টা-চেষ্টা চালানো ও জিহাদের অস্ত্রিত্ত করা।

আর যদি কথনা এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমানদার জামাতের হাতে সামগ্রিক শক্তি-সামর্থ্য থাকে, আর আল্লাহর ধীনের হেফায়তে ও খেদমের উদ্দেশ্যগত চাহিদাই হুমেদ দাড়ায়, এর জন্য সায়গ্রিক শক্তি ব্যবহার করা, তখন আল্লাহর সুনিশ্চিত বিধি-বিধানের মাধ্যমে ধীনর হেফায়ত এবং খেদমের জন্য শক্তি ব্যবহার করা 'জিহাদ', কিন্তু এটা
জিহাদ ও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য দুটি বিশেষ শর্ত রয়েছে—

এক জিহাদের পদক্ষেপ কোন ব্যক্তিত্ব ও জাতিগত সাহায্য বা ব্যক্তিগত ও জাতিগত শৃঙ্খলা করার জন্য যথেষ্ট নয় যাবে না। মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নির্দেশ মানুষ করা এবং তাঁর দীনের ক্রম।

দুই জিহাদের পূর্ণ বিধি-বিধানের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা সম্পাদন করতে হবে।

এ দুটি শর্ত ছাড়া যদি শর্ত প্রয়োগ করা হয়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জিহাদ নয় বরং তা সত্যরেখা পরিণত হবে। তেমনি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্কারের সামনে (চাই সে মুসলমান হোক বা অমুসলম হোক) সত্য কথা বলাও একটি জিহাদ। যাকে হাদিস শরীফে 'উত্তম জিহাদ' ঘোষণা করা হয়েছে।

দীনের উপর আমল, এর হননের ভাস্ত ও সম্পর্কের এসব প্রকরণ সবই নিজ নিজ অবস্থা সারে সারে ইসলামের অস্থ্য পতনীয় কাজ। আল্লাহ অবস্থা হিসেবে প্রতিটিই একটি জিহাদ। জিহাদের গুরুত্ব ও সম্পর্কের কয়েকটি আযাত ও হাদিস খানে সম্বুকিত হল। মহান আল্লাহ তাঁতালা ইব্রাহিমকে—

'জাহাঙ্গিরের তীব্রতায় চখে হে জাহাঙ্গির!'

'আর তুম আল্লাহ রাষ্ট্রীয় পরিশ্রম কর, পরিশ্রম করার মতো।

তিনি (তাঁর দীনের জন্য) তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন।'

(সূরা হজ)

অন্য ইব্রাহিমকে—

'যাই তোমার দীনে অবশ্য হল আল্লাহ ছাড়ি পালন উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত সম্পত্তি হল বা দীনের উপর আমল করায় বলায়।'

অন্য এক হাদিসে ইব্রাহিমকে—

'আল্লাহর যে বাম্বার আল্লাহর পথে চালান দরক তার প্রথম প্রথম বিভূতি হয়, দূরত্বের আগে তার পাকে সম্পর্ক করতে পারবে না।'

অন্য এক হাদিসে প্রিয়বরী সালাহুদ্দিন আলাইহো ওয়াসালাম ইব্রাহিমকে—

'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (অর্থাৎ দীনের জন্য) চেষ্টা-চেষ্টা ও সমাধি করে নিজের ঘরের কোনো সত্ত্ব ব্যবহার পড়ার চেয়ে উত্তম।'

আল্লাহ তাঁতালা আমাদের সব দীনী সমাধিরের এ বিষয় পুরস্কার ও সমাধি লাভ করার জন্য দান করুন। আমীন।
সবক: ১৪
শহীদ রয়েল মর্যাদা ও পুরস্কার

সত্যি দীনের উপর অর্থাৎ ইসলামের উপর দৃঢ় অবিচল থাকার কারণে যদি আল্লাহ তাআলা কোন বাণিজ্যে মেরে ফেলা হয় বা দীনী খেদমত অঞ্চল দিতে গিয়ে কোন সৌন্দর্যবাদ বাস্তির প্রাণ বিলুপ্ত হয়, শহীদের পরিপালন তাকে শহীদ বলা হয়। মহান আল্লাহ তাআলা দাবীর এমন লোকের আনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। এদের ব্যাপারে কুরআন মুহিম ইরশাদ হয়েছে যে, এসব লোকদেরকে কথনো মৃত মনে করা না। শহীদ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশেষ এক জীবন দান করা হয়। আর তাদের কর্ম বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-মূলকের বিবর্ধন হওয়া থাকে। ইরশাদে ইলাহী—

লাহোকে তারিকে নিষেধে নিহত হয়, তাদেরকে কথনো মৃত মনে করা না, বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-মূলকে দেয়া হয়।

শহীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কি ধরনের ডালাবাসা প্রকাশ পাবে, কি কি পুরস্কার তারা পাবে? ভিয়েনী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালামের এ হাসিদ দ্বারা তার বিকৃতা ধরনা লাভ করা যাবে;

মহানী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

‘জানলাতাবাদীদের কেউই এটা চাই না যে, তাকে আবার দুনিয়াতে প্রেরণ করা হোক। যদিও তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে পুরো দুনিয়া দিয়ে দেয়া হবে।’ কিন্তু ‘শহীদ’ এ কামনা করবে যে, একবার নয়, পরের দাস্তার তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হোক, যেন প্রতিপালি সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে আসে। তাদের এ কথায় শহীদ হওয়ার বিনিময়ে প্রাপ্ত মর্যাদা ও বিশেষ বিশেষ পুরস্কার দেখাই অষ্ট্রে জাগ্রত হবে।

শহীদ হওয়ার কামনা ও এর প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সালালাহ আলাইহি ওয়াসালামের অন্যান্য এমন ছিল যে, একটি হাসিদে তিনি ইরশাদ করেন—

‘তারা মানে কথায় যার মৃত্যু হয়েছে আমার প্রাণ, আমার মন চায় যে, আমি আল্লাহর রাখে শহীদ হয়ে যাব, আবার আমাকে জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হয়ে যাবে, আবার আমাকে জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হয়ে যাবে, আবার আমাকে জীবন দান করা হবে, আবার আমি শহীদ হয়ে যাবব।’

অন্য এক হাসিদে প্রিয়নী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

“শহীদ’ আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে ছয়টি পুরস্কার লাভ করবে—

১. তাকে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে পাখ করে দেয়া হবে এবং জানাতে তার জন্য রক্ষিত বাল্যানা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে।

২. কবরের শান্তি থেকে তাকে পরিত্যাগ দেয়া হবে।

৩. হাসেলের বিতর্কিতিময় দিনে কদম দুচিম্ব ও পেরেশানী থেকে তাকে মুক্ত রাখা হবে। যে পেরেশানীর দরন সেখানে সবই চেতনাহীন হয়ে পড়বে। (তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ পাক মুক্তি দিবে।)

৪. কিয়ামতের ময়দানে তার মাধ্যম সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা এমন একটি তাকে পরিহার দেয়া হবে, যাতে খুলিত থাকলে এমন মূল্যবান ইযাকাত পাঠার, তার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদ্র সম্পদের চেয়েও বেশি হবে।

৫. জনার্তি পরিব্রাজ ছুড়ের তাকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৬. তার জনার্তি-জনার্তি মধ্যে তাকে সতরজন লোকের মূল্য ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'}
মৃত্যুর পরের জীবন
কবর, কিয়ামত ও অাখেরাত

এ বিষয়টির ব্যাপারে সবাই একমত, এ দুনিয়াতে যে ই জন্মগ্রহণ করবে, সে একদিন-না-একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু নিজে থেকে কেউ এটা জানেন যে, মৃত্যুর পর মুত্যুবরণ ক্ষমা হবে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আর তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসূল জানতে পারেন। আর তাঁর আমাদেরকে জানানার ফলে আমাদের মতার সাধারণ মানুষেরাও অবগত হয়ে যায়। আল্লাহর তাআলার প্রতীক নবি-রাসূল (আঃ) যার যুগে তাঁদের উপরে খুব ভালোভাবে বিশ্বেশ্বর এবং জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর তাঁদেরকে কেন কেন মনফিল পাঠিত্ত দিতে হবে? দুনিয়ার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রতীক মনফিল কিভাবে পাবে? সাহিদিনা হয়তো মুহাম্মদ সাভারাহ আলাহ হয়তো মুহাম্মদ সাভারাহ আলাহ ওয়াসালাম যেহেতু সব্বশেষ নবি এবং রাসূল, তাঁদের আর কেন নবি কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন না, এজন্য তিনি মৃত্যুবরণের মনফিলসমূহের বর্ণনা খুব বিশ্বাসিতভাবে খুলে খুলে করেছেন। যদি সেসব বর্ণনাকে একটি করা হয় তবে তা বুঝি কল্যাণের মতো শুনে রূপের নিয়ে কুরআন শরীফ ও হাদিসসমূহে এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তাঙ্ক এখানে সন্মেষিত হলো।

মৃত্যুর পর তিনি মনফিল পাঠিত্ত দিতে হবে। প্রথম মনফিল মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত আসা পর্যন্ত, এটাকে 'আলাম বরখাশ' বলা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মরণকাল চাই তা মাত্রাতে দাফন করে দেয় হেক, চাই তা জ্বলিয়ে চাই বানিয়ে ফেলা হেক, চাই তা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হেক, কেন অবহেলাতে তার আত্মা ধর্মসংশ্লেষ হয়। সুখ এতেকু হয় যে, সে আমাদের এ দুনিয়া থেকে বিশ্বাসিত হয় এক ভিন্ন জগত পাঠিত্ত জায়। সেখানে আলাহর সায়েরতাগণ তার তীব্র-ধর্ম সম্পর্কে তাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। সে যদি সত্যিকার ইমামবাদ হয়, তবে ঠিক
মৃত্যুপরবর্তী যুগ সম্পর্কে আমি নিজের মতামত এবং বিষয়কে সব শেষে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল, বুদ্ধিমান সাক্ষাতীতে ওয়ার্ডার যা কিছু বলে দিয়েছিলেন, করুনঘাঁটি এবং ইরাদাতে হয়েছিল, এতক্ষণ তাঁর সাক্ষাতে আলোচিত হয়েছিল। এর সাথে করেকটি আয়াত ও হাদিস সহজবিদ্যা হয়েছিল।

আলোচনা তাজালা ইরাদার করেন—

‘প্রত্যক্ষ প্রাণকেই মৃত্যুর বাদ অপ্রাণী করতে হবে, অতঃপর তোমারা সবাই আমার কাছেই প্রত্যাক্ষতা করবে।’

(সুরা আনকাবুত)

মহান আলোচনা অন্তর ইরাদার করেন—

‘প্রত্যক্ষ প্রাণকেই মৃত্যুর বাদ অপ্রাণী করতে হবে, আর তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় কিয়ামতের দিন পুরোপুরি দেয়া দেয়া হবে।’ (সুরা আলে ইমরান)

কিয়ামত ও তার বিতাক্ষিয়ার অবস্থান করে কুরআনের অনেক জায়গায়ই করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত এখানে পরিবেশন করা হলো।

ইরাদাদে ইলাহী—

‘হে লোকদের! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে। কিয়ামারকে যথাযথ ভয় আনিবেন জিনিস। যোদ্ধা তোমরা তা দেখেছ, ঐদিন পোষাক দুগ্ধমানকারী মাতা তার দুগ্ধপানকারী।'}
শিশু সন্তানকে ভুলে যাবে। গর্ভধারিণীর গ্রন্থিত সন্তানের
gর্ভপাত ঘটবে। তোমরা সবাইকে নেশাগ্রস্তের মতো দেখতে
পাবে। মূলত তারা নেশাগ্রস্ত হবে না বরং আল্লাহ তাআলার
শাস্তি তীর্থ করিন (যাঃ এই লোকেরা উন্নতিপ্রায় হয়ে
যাবে)।’ (সূরা হজ)
‘সূরা মুম্যামিলে’ কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইসলাম
হয়েছে—

* * *

তিনি তিনি রমতে আমরা তোমাদের মতো হবে

‘যখন পৃথিবী, পবিত্রগতি হবে এবং পবিত্রসমুহ হবে
যাবে বহমান বালকাওয়া’ (সূরা মুম্যামিল)

অন্যত ইসলাম হয়েছে—

* * *

তিনি তিনি রমতে আমরা তোমাদের মতো হবে

‘যেদিন বালকের করে দিব ব্যথা।’ (সূরা মুম্যামিল)

অন্য এক সূরায় ইসলাম হয়েছে—

* * *

তিনি তিনি রমতে আমরা তোমাদের মতো হবে

‘হাবাত দুর্ঘটনা। যেমন বাবার শুনে অবোধ এবং অবোধ
চাহিয়ে ও বিন্দু এক মেহরে তার দিকে যায়। তার দিকে চাহিয়ে
যে চাহিয়ে ও বিন্দু এক মেহরে তার দিকে যায়।

তিনি তিনি রমতে আমরা তোমাদের মতো হবে

‘তারা সারিবিক্ষণে আপনার প্রায় সামনে উপস্থিত হবে এবং বলা হবে,
তোয় আমার কাছে এসে গেছে, যেমন তোমাদেরকে প্রথম সূচি
করেছিলাম। তোরা তো বলতে আমি তোমাদের জন্য কোন
প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত করব না। আমি আল্লাহ তাআলার সামনে
রাখবে, তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি আন্তরিকের
বৃহত্তসম্প্রদায় দেখবেন। তোরা বলবে, হায় আফসোস! এ কোন
আল্লাহ তাআলার? এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি—সবই
এতে রয়েছে। তোরা তোর কৃত্রিমকল্পে সামনে উপস্থিত পাবে।
আপনার পালনকর্তা করার প্রতি জ্ঞান করেছেন না।’

কিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার
কৃতকরণের সাধনা দেব।
সূরা ইয়াসানে ইরশাদ হয়েছে—

স্কুলের নিজের নক্ষত্র এবং তোমাদের সাধনা দেব।

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব আর তাদের হাত-পা কথা বলবে, আর তারা যা করিত, তার সাধনা দেব।'

মোটরা কিয়ামতের দিন যা ঘটবে, কুরআন মাজিদ সবিষ্টভাবে তা বর্ণনা দিচ্ছে। তথা ভয়স্পন হওয়া, দুনিয়া ধার্স হয় যাওয়া, পাহাড়-পর্বতমুখ তুলার মত উচ্চতা থাকা, সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুদ্ধার করা, হিসাব-কিতাবের জন্য হাস্রের ময়দানে উপস্থিত হওয়া, সেখানে প্রত্যেকের সামনে আমলনামা উপস্থিত হওয়া, প্রত্যেকের শারীরিক অঙ্গ-ব্যাপ্তি মঞ্চে তার বিচ্যুতি সাধনা প্রদান করা, অতঃপর শান্তি বা পুষ্পকার্যের ফয়সালা হওয়া এবং বেহেত বা দেখার প্রেরণ করা, এসব বিষয়ের আলোচনা কুরআনের কোন কোন সূত্রে এত বিভাগিতভাবে করা হয়েছে যে, তা পাঠ করলে কিয়ামতের একটি ভয়হার চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটি হাদিস এসেছে, রাসূল সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি চায় যে, কিয়ামতের দুঃখ তার সামনে এমনভাবে সম্পত্তি হয়ে যায় তাহলে যে সে চোখের সামনে দেখতে পায়, তবে সে কুরআন কারীমের সূরা ইয়াসানসুর ইয়াসাত ফাতারাত ও ইয়াসাত সামাইন প্রকাশ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাহিম) থেকে বর্ণিত, রাসূল সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন কিয়ামত পরবর্তী তার অবস্থা—বেহেত বা দেখায়, প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যার পর সামনে আনা হয় আর বলা হয়, এটাই
ইরশাদ করেন এটাই পুনর্জীবনের স্পষ্ট উদাহরণ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা মুত্তদরকে আবার জীবিত করেন।
আরেকটি হাদিসে এসেছে—
‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কুরআন শরীফের এ আয়াটটি তিলাওয়াত করেন—
(কিয়ামতের দিন জমিন তার সব খবর বর্ণনা করবে) হয়ুর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর মর্মান্ত বুঝতে পেরেছ? সাজাবায়ে কিরাম বলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ তাজনেন।
হয়ুর ইরশাদ করেন। এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন জমিন আল্লাহ প্রত্যেক বান্ডা-বান্ডীর ব্যাপারে সাক্ষাৎ দেবে, তারা এ জমিনের উপর কি কি কাজ করেছে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ জমিন ঐদিন বলবে যে, অমুক বান্ডা, অমুক বান্ডী অমুক দিন আমার উপর এ কাজ করেছে।
অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে—
‘মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্ডাদেরকে বলেন, তোমারা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষাৎ। আমার লিপিবদ্ধকরী ফেরেশতারাও উপস্থিত ছিলেন। এসব সাক্ষাৎ যন্ত্র রক্ষা। অন্তঃপুর আল্লাহর নির্দেশ বান্ডাদের মুখে তালা মেরে দেয়া হবে। মুখে কিছুই বলতে পারবে না। তোমার অন্যন্য অগ্র-প্রত্যক্ষ-হাত, পা ইত্যাদিকে নির্দেশ দেয়া হবে, তোমরা বল। তখন তাঁর অগ্র-প্রত্যক্ষ তাদের কৃতকর্মের দাস্তান শুনিয়ে দেবে।
অন্য একটি হাদিসের সারামৎ হল—
‘এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের বিদম্ব উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, তে আল্লাহু রাসূল। আমার কাছে কিছু গোলাম আছে। এরা কখনো কখনো দুঃখী করে। কখনো তারা আমার সাধে মিথ্যা কথা বলে। কখনো আমানতে বিয়ানক করে। আমি এসব ক্রিয়ার জন্য কখনো রাগমুখ হই, গালমন্ড
করি আবার কখনো মার্জনও করি, কিয়ামতের দিন আমার জীবন করেন। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন থিওকিং ইনসাফ করবেন।
যদি তোমার সাজা তাদের ক্রিয়ার বর্ণনা যে তুমি কিছু পাবে না আর তোমরা কিছু দিয়ে দিয়ে না।
যদি তোমার সাজা তাদের ক্রিয়ার তুলনায় আরো হয়, তবে তোমার বাড়িতি পাওয়া দেয়া হবে না। আর যদি তোমার সাজা তাদের ক্রিয়া তুলনায় হয়, তবে তোমার থেকে তাদের পাওয়া দিয়ে দেয়া হবে।
এটা শুধু এই ব্যক্তি চিত্তার দিয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর এ বলল, হে আল্লাহু রাসূল! তাহলে তো আমার জন্য এটাই উত্তম যে, আমি তাদেরকে আলাদাকে দেব। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে দিলিয়ে যে, আমি তাদের সবাইকে আলাদাকে করে দিলাম।
এই হাদিসে এসে এসেছে—
‘হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঐ ব্যক্তি কুরআনের এ আয়াত পড়ে শুনান—
‘নিঃস্বরূপ অন্য প্রমাণ বিন্ধন বিপ্লবিত একটি থাকতে পারে না। কোন অন্য বিন্ধন থাকতে পারে না।
আর আবার আলাদাকে করি।
‘আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করব। কারা। সাতের সেখানে গুলুম করা হবে না। যদি কারা কোন আমল বা অধিকার বিভাগ দান দেবার জন্য থাকে, তবে আমি তা সামনে এনে বাণিজ্য করব। আর আমি হিসাব নেয়ার ক্ষেত্রে যতই হয় না তা আমার আমাদেরকে তাওফিক দিন, যেন মৃতুলা, মৃতুলায় এবং কিয়ামত সম্পর্কে কুরআন হাদিস আমাদেরকে বলা সে, আমার তাত্ত্ব স্মরণ করুন। দুরাফ মোহে জুলুম না বসি।
বসক ৪ ১৬
বেহেশত ও দোষক

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হবে ফয়সালার দিন। যারা মুমিন হবেন, যাদের কাজ-কর্ম দুনিয়তে খুব ভাল ছিল, তারা সেদিন কোন শান্তির সম্মুখীন হবেন না। তারা কিয়ামতের ভীষণ ভয়রাচ্ছ দিনেও মহান আল্লাহ তাআলার আরশের সুন্দরত হয়েছে আরুহ পাবেন। আর খুব ভালো তাদের হিসাব-নিকাশ সেরে জামাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এমন হবে, তারা কিছু সাজা ভোগ করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

কিয়ামতের দিন কিছু কষ্ট হয়ে কিছুদিন দোক্ষের শান্তি ভোগ করে জামাতে প্রবেশ করবে মোটরক্ষা, যার মধ্যে সামনা ইমানও থাকবে, এমন যথেষ্ট একদিন জামাতে প্রবেশ করবে। দোক্ষে চরিত্রের জন্য শুধু তারাই থাকবে যারা, যারা দুনিয়াতে থেকে কৌশল ও শিক্ষার অধিকার মূল্যবোধ করে।

মোনাকথা, জানাত হল, ইমান ও সংক্ষেপ, মহান আল্লাহ তাআলার একাদশ আনুভূতির মহাপুরুষক। এর দোক্ষী—কূদুরি, শিররি, মহান আল্লাহ তাআলার সাথে গাদারি ও তার প্রতি বিষয়ে একমাত্র মহাশচীতি।

জামাতের নিয়মতরৈজ, সেখানকার আয়ের উপকরণ এবং দোক্ষের দুর্বল ও শাস্তির বর্ণনা কুরআন হাদিসে সবসময়ে আলোচিত হয়েছে। তত্ত্বাধিকারী হামজাত ও হাদিসে আমরা এখানে উপস্থাপন করছি।

সুরা আলে ইমানের ইরহাদ হয়েছে—

লোকের ডানে বা বায়ে উঠে চলিয়ে গৃহে চলিয়ে যাই, তাই ভীষণ হয়ে যাবে।

'সুফিরের জন্য তাদের প্রতিরোধকের জন্য ঐ জানাতসমূহ রয়েছে, যার তত্ত্বাধিকার শিক্ষা প্রবিধিত হয়েছে, তারা সেখানে চরিত্র থাকবে, আর পুরুষবিভ ফিত্র থাকবে, আর

১৩৫
খাদ অপরিবতন্তী। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোভিত মধুর নহর। তখন তাদের জন্য আছে, রকমারী ফলমূল ও তাদের পালনকারীর ক্ষম।

সূরা হিজরে জামাতের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়—

লা ইম্মল ফিহানা নাচে

'জামাতরাশীদেরকে কোন ধরনের কষ্ট স্পষ্ট করতে পারবে না।'

জামাতে শুধু আরাম আর আরাম। অক্ষোচ্ছা বিলাসবহুল জীবন সেখানে হচ্ছে। কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট চিতা-ভাবনা সেখানে থাকবে না।

এতো গেল জামাতীদের অভ্যস্ত। এখন দেখা যাক, দেখুক সম্পর্কে কুরআনের তথ্য কি?

কুরআনের কার্য দেখু সম্পর্কে মহান আলাহ তাআলা ইস্কান্দ করেন—

১৪৪ সূরা মুসনিন

অন্যত্র ইস্কান্দ হয়েছে—

ইমান আমার সৎকর্মিল বাদশাহ জামাতে এমন সব বিলাসবহুল তৈরী করে যে, সে কোন পাঁচ যে দেখেনি, (এমন কাহিনি) এমন শোনেনি, কোন মানুষের কমনাতেও এমন খোল্লকানাদিন আসেনি।

নিশ্চয় জামাতীরা এমন পরিক্ষা ও মজাদার খাবার পাবে, যেসব ফলফলাদি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, পান করার এমন কোমল সুপ্রীয় পানীয় তারা পাবে, পরিধানের জন্য এমন চাহিদার পুষ্পক তাদেরকে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য এমন শাহী মহল ও দৃষ্টিনন্দন

পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দোষ করবে।' (সূরা কাহিনি)

অন্য এক জায়গায় ইস্কান্দ হয়েছে—

ফালিদ তারুন গুলমন্ত তাদের মিলনের মিলন প্রাপ্ত যার কোন দুম্বুল রোধিতে হয়—

ফালিদ: বুসুম মা বুনোফ্রী জল ও জলগুলো দেখা মাফ পাইবে।

ফালিদ: সব অবশ্য নিলাম করুন।

অতএব যারা কাফির তাদের জন্য আনান্যের পেশাদার তৈরী করে হয়েছে। তাদের মাঝার উপর ফুটুল পানি চেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেট যা আছে, তা এবং চর্ণ গল্প বের হয়ে যাবে।

তাদের জন্য আছে লেহার হাতলা। তারা যখনই যক্তায় অতিতাল হয়ে জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিজিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ৪ দহন শায়তি আযাদ কর।

(সূরা হজ)

কুরআনের শত শত আরাম দেখে যথেষ্ট দায়িত্ব শাস্তির কথায় এর চেয়ে আরাম সবিতারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে অপর কয়েকটি আরাম পেশ করা হল। এখানে বেহেশত দেখান সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস আমার শেখে নেই। একটি হাদিস এছাড়া, রাসূল হাদিস আলাহিই ওয়াসালাম মহান আলাহ তাআলার বাছি নিখ ভাষায় এভাবে উপস্থাপন করেন—

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দার জামাতে এমন সব বিলাসবহুল তৈরী করে যে, সে কোন একাদশ দেখে দেখেনি, (এমন কাহিনি) কানেও শোনেনি, কান মানুষের কমনাতেও এমন খোল্লকানাদিন আসেনি।'}

নিশ্চয় জামাতীরা এমন পরিক্ষা ও মজাদার খাবার পাবে, যেসব ফলফলাদি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, পান করার এমন কোমল সুপ্রীয় পানীয় তারা পাবে, পরিধানের জন্য এমন চাহিদার পুষ্পক তাদেরকে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য এমন শাহী মহল ও দৃষ্টিনন্দন
বাগান আর মনেরঞ্জনের জন্য সুন্দরী রমণী (হর) দেয়া হবে, এছাড়াও আনন্দফুলি আরম্ভিকের আরম্ভিকের আর কত যে বিলাস সমগ্র তাদেরকে পরিবেশন করে। সুপ্রাচী সৌন্দর্য তারা কিছু হলেও ধরণ লাভ করা যায়। আসলে জানাতের বিলাসসমগ্রী কমন হয় তাই একটি আলাহ তাকালি অলাজন জানেন। আমার এর প্রতি দুটি বিবেক রাখি।

অন্য এক হাদিসে ধ্রুবনী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'খুশ যখন জামানীরা জানাতে পৌছে যাবে তখন আলাহ পক্ষ থেকে এক ইয়াত যোগায্য করবে, এখন থেকে তোমরা সবসময় যুক্ত থাকবে। আস্ত আর কমন তাদেরকে সম্পর্ক করিয়ে পারবে না, এখন থেকে তোমরা চিরঘটন। যুক্ত আর তোমাদের দুর্ঘট হানা দিতে আসবে না, এখন থেকে তোমারা চিরঘটন। যুক্তকে দূর্ঘটতা আর তোমাদের ধারে রাখতে যেতে পারবে না, এখন থেকে তোমরা চিরঘটন। কোন ধরনের দুর্ঘট কর আর তোমাদের কাছে আসবে না।'

সবচাইতে বড় নিয়মসহ বা জামানীরা জানাতে গিয়ে পারবে, তা হল—মহান আলাহ তাঁর দিনার বা দর্শন। হাদিস শরীফে এসেছে, পাপের সম্পকে সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'খনন জামানীরা তাকালি নেশাতে পৌছে যাচ্ছে, যখন আলাহ তালাহ তাদেরকে কেন্দ্র তোমাদেরকে যে সময় নিয়মসহ দেয়া হয়েছে, তারা চেয়ে আলাহ আর কেন্দ্র তোমারা চাও।? তোমরা বললে যে আলাহ! আপনি তাঁর চেয়ে আলাহ আলাকাত করেন, আমাদেরকে দোষ থেকে মুক্তী দিয়েছেন, জামাত দায় করেছেন। (যেখন সবকিছুই আছে আরম্ভ আলাহ কি চাইতে পারি?) ধ্রুবনী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন। অন্য হাদিসে উটিয়ে নেয়া হবে আর সবাই স্পষ্ট আলাহ তালাহ তালাহ তালাকে দেখতে পাবে। তখন জামাতের অন্য সব নিয়মমত তুলনায় মহান আলাহ সব সত্ত্বেও বড় নিয়মসহ মনে হবে।'
তার মণজ টপরজীয়ে ফুটতে থাকবে। যেভাবে চুলার উপর খাবার ফুটানো হয়।

দোষীদেরকে যা কিছু খাবার-দানার পরিবেশন করা হবে, তার কর্মনা সম্বলিত কুরআনের আয়াত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে দুটো হাসিদ আরো উল্লেখিত করা হল। একখানা হাসিদ এসছে, ভ্রিয়নী সালাহাব্ব আলাইহিওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'দোষীদেরকে পানিয় হিসেবে যে গলিত পুঞ্জ দেয়া হবে, তার এক বালতি পরিমাণ যদি দুনিয়াতে চেলে দেয়া হয় তবে পুরো দুনিয়ার এর দুর্গঞ্জে ভর যাবে।'

অন্য এক হাসিদে দোষীদের খাদ্য 'যাকুম' সম্পর্কে কল্পনা দিতে গিয়ে ভ্রিয়নী সালাহাব্ব আলাইহিওয়াসালাম ইরশাদ করেন—

'যদি যাকুম ফলের একটো রস দুনিয়াতে পড়ে, তবে দুনিয়াতে যা খাবার আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এখন চিন্তা করে দেখ যাকুম খেতে থাকিবে, তার কি অবস্থা দাঁড়িবে।'

হে আলাহ! তুমি আমাদেরকে এবং সব ইমানদার ভাইদেরকে দোষীদের ছেটে বড়ো শাশ্তি থেকে মুক্তি দান কর।

কবর জীবন, কিয়ামত, বেঁধে থাকে এবং দোষীদের সম্পর্কে কুরআনের কারীম এবং রাসূল সালাহাব্ব আলাইহিওয়াসালাম যা কিছু আমাদেরকে বলেছে এর মধ্যে কোন সম্ভে নেই। কিয়ামত আলাহর! এ সব সত্য।

মৃত্যুর পর আমরা এসব খাদ্য অবলোকন করব। কুরআন হাসিদে কিয়ামত, জাহান্ত এবং জাহান্তের আলোচনা এতে বিতর্কিতভাবে বারবার করা হয়েছে, যেন আমরা দোষীদের শাশ্তি থেকে বাচার চেটা করি এবং জানান লাভ করার চেটা করতে উৎসাহিত হই।

এ দুনিয়া ক্ষমিকের। একদিন না একদিন অবশ্যই আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিয়ামত অবশ্যইয়। সেখানে আমাদেরকে আমাদের কৃষকমের হিসাব দিতে হবে। আলাহর সামনে দোয়ারী হতে হবে। অংশ থাকে আমাদের চিরক্ষণ ঠিকানা নির্ধারিত হবে। হয জামান, নয়নতো ভীষণ আবার ভয়কে আবাসস্থল—জাহান্তের।

সময় এখনো আছে, পেছনের পাপপাশি থেকে তাও করে সামনের বোধ করো যে আসাম মৃত্যুবরণ করতে হবে। আশুতোষ আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হবে। হয জামান, নয়নতো ভীষণ আবার ভয়কে আবাসস্থল—জাহান্তের।
সবক আল্লাহর যিকির

ইসলামের শূন্য শিক্ষায় নয় বরং ইসলামের অধিক হল, আল্লাহর বাম্বা তার পূর্ব রীতিকের আলাহর নিদর্শন মঠারোক পরিচালনা করবে। সর্ববিধ প্রত্যেক কাজে একমাত্র আলাহর অনুগত্য করবে। এ অবশ্যই তাকে শিক্ষার্থীকে প্রতিফলিত করা সত্য, যখন বাম্বা সরবরাহ আলাহর ধাত-খেয়ালে থাকে। তার অন্তরে মহান আলাহ তাতালার বড় বড় ও ভালবাসার পুরোপুরি বসে যাবে। এজন্য ইসলামের একটি শিক্ষা হল, বাম্বা বেশী বেশী আলাহর যিকির করবে। তার তাতালাহ-তাতালাহ ও প্রশাসন কর্মিকার জিহ্বাকে চালু রাখবে। অন্তরে আলাহ তাতালার মূল্য ও বড় বড় সৃষ্টি করার এ একটি পরিকল্পনার আমল। এটা তো সাধারণ কথা, মানুষ যার বড় বড় ও মূল্যর ধারণায় সরবরাহ ভুল থাকবে, যার সৌদর্যের গান রাতদিন গাইতে থাকবে, তার অন্তরে তাতালাহ ভালবাসায় ও মূল্য অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর দিন দিন তাতালাহ বড় থাকবে।

মাতাকথা, এটা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, বেশী বেশী যিকিরের দ্বারা ইমাম ও ভালবাসার চেয়ে জুলে উঠে এবং তার অগ্রিমিশাকে আরো প্রেমিহীন হয়ে উঠে। এটা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, পরিপূর্ণ অনুগত্য এবং গৌরবমূল্য এই জীবন যার নাম 'ইসলাম', যেটা শূন্যাত্মক ভালবাসার দৃঢ় সৃষ্টি হয়। শূন্য ভালবাসার এমন এক শক্তি যা সত্যিকার প্রেমিকে তার প্রেমপ্রাপ্তির অনুগত ও অনুসারী বন্ধু হিসেবে ছাড়ে।

এজন্য সুন্নাতে কারামে বেশী বেশী করে আলাহর যিকির করার জন্য বাংলা করা হয়েছে। প্রিয়বানী সালাহাব আলাহিন ওয়াসালাম ও এই যিকিরের অনেক ফলীফল ও পুরস্কারের কথা কর্কের হয়েছে। যেমন আলাহ তাতালাহ ইসলাম করেন—

'হে ঈমানদারগণ! আলাহর যিকির কর বেশী করে, আর তার পরিত্যাগ বর্জন কর সকাল-সন্ধ্যা।' (সুরা আহ্মাদ)

নিয়ন্ত্রন হয় হয়—

'আর ঈমানদারগণ! আলাহর যিকির কর বেশী করে, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সুরা জুমুহ)

বিশেষত্বে দুটো জিনিস এমন আছে, যাতে বায়ট হয়, যার নেই মন্ত হয়। মহান আলাহকে ভূলে বসে, তার একটি হল—ধনুদীলত, আর অপরটি হল—স্বী-স্বাভাবিক।

এজন্য এ দুটো জিনিসের নাম উদ্ধারণ করে স্পষ্টত্বে মুসলমানেরদেরকে সাবধান করা হয়েছে। ইসলাম হয়—

যাহারা তুমি হেন অমারো তুমি হেন অমারো তুমি হেন অমারো তুমি হেন অমারো তুমি হেন অমারো

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ, শ্রীপুঞ্জ যেন তোমাদেরকে আলাহর স্পর্শ থেকে অন্যসমক্ষ না করে দেয়। আর যে এসে যেন ব্রতি হয় পড়তে।' (সুরা ধ্বংশকুলুম)

ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামাকের ফরা। নিস্ত্রে এটাও আলাহর যিকির। বরং প্রথম শ্রীরামের যিকির। কিন্তু কোন ঈমানদারের জন্য শূন্য নামাকের যিকির করে যেখানে ভাবা ঠেক নয়। নামাকে ছাড়াও অন্যসময় আলাহর যিকির করবে। ঈসলামের স্পষ্ট বিধেয় হল, নামাকে ছাড়াও তোমরা যে অস্বাভাবিক থাকে, সে অবস্থায়ই আলাহকে স্মরণ কর, তাকে ভূলে যেয়া না। মহান আলাহ তাতালা ইসলাম করেন—

নামাকে নামাকে নামাকে নামাকে নামাকে নামাকে নামাকে নামাকে

'আর যখন তোমরা নামাকে পড়তে ফেলে, তখন তোমরা শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে আলাহকে স্মরণ কর।' (সুরা নিসা)
মনোযোগযোগ্য শব্দ এবং অক্ষরের সমূহ নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে:

'প্রত্যেক জিনিসের একটি দীর্ঘ থাকে, তার অস্তিত্বের দীর্ঘ হল—আল্লাহ মিকর। আল্লাহ যশো থেকে বুঝানো ক্ষেত্রে মিকরের চাহিদ অথবা হত্যাকান্না আর কিছু নেই।'

মিকরের মূলকথা।

এখানে এ বিষয়টি ভাল করে বুঝি নিচে যে, মিকরের মূলকথা হল, মনুষ্য যে আল্লাহকে তুলে না যায়। সে যে অবহেলা যা কেউই থাকক না একটা, সর্ববিধ আল্লাহ কথা ও তার বিধানের থেকে রাখে। যদিও এটা ছোটো যে যে, সবসময় মুখে আল্লাহ মিকর করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সব বাণিজ্যের এ অবস্থা হয়, তাদের মুখেও সর্বদা আল্লাহ মিকর থাকে এবং সাথে থাকে প্রত্যেক কাছে আল্লাহ বিধি-বিধান ও খেয়াল করে থাকে পালন করে।

তারা মৌখিক মিকর দ্বারা অন্তর্গত আল্লাহ তাআলার ধারা-রৈখারের অনুকরণ একটা অবস্থা সৃষ্টি করে নেন। যদিও আল্লাহ সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্ক উন্নতর রুদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য মৌখিক মিকরের বেশি বেশি করা অত্যন্ত জরুরী। আত্মার অব্যাহতি মিকরের লোকের একটি দীর্ঘ সৃষ্টি ধরে রাখে যে, তারা মৌখিক মিকরকে অথবায় মনে করে। অথবা তিনীকে আল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের ধারাবাহিক এ ব্যাপারে প্রত্যেক দুর্বল করে এবং তিনি তার একজনের ফলাফল করেন এবং মিকর আবদুল্লাহ ইবনে বুইর (রাইফি) থেকে বর্ণিত—

'এক ব্যক্তি নবীমূর্তির আঘাতের উপলক্ষে উপস্থিত হয় আবেদন করল, হে আল্লাহ রাসূল! ইসলামের অনেক বিধি-বিধান রয়েছে, আপনি আমার এমন একটি বিধান বাতলে দিন, যাতে আমি মৃত্যুরাতে অক্ষত থাক। তিনি (সালাহাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম) ইরসাদ করেন—

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাইফি) থেকে বর্ণিত, রাসূল সালাহাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরসাদ করেন—

'সবসময় তুমি তোমার জিনিসের আল্লাহ মিকরের দ্বারা সিক রাখ।'

-১০
প্রিয় নবীজির শিখানো বিশেষ বিশেষ যিকিরূপ

উপরের যেসব আযাদ ও হাদিস উপস্থাপন করা হয়েছে, তা থেকে আল্লাহর যিকিরের পৌরুষ ও ফরমাল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন প্রিয়নবীর আল্লাহর হাদিসের শিখানো বিশেষ বিশেষ যিকিরের বাক্য সম্বন্ধে কর্মফুল হয়েছে।

উত্তম যিকিরূপ

হযরত আবু বাদর (রাশিদ) থেকে বলেছেন, রসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইর্দাব করেন—

'আল্লাহর নামের সাথে

'লাইলাহা ইলাইহা' বললে, তখন এক বাক্যের জন্য আকাশের দরজা চূলো যায়। ঐন্দ্রিয় তা আর পৃথক পৃথক যায়।

অন্য এক হাদিস হযরত আবু হুরায়রা (রাশিদ) থেকে বলেছেন, রসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইর্দাব করেন—

'হয়লো মহলো মানুഷ' খুশি আলাহ তালালার কাছে

'লাইলাহা ইলাইহা'র মাধ্যমে আমর যিকির করতে থাকে।

হযরত মুসা (আহ) বললেন, হে আলাহ! এ যিকির তো সরাই করে। আমি বিশেষ কোন বাক্য জন্য চাচ্ছি। ইর্দাব হল, হে মুসা! যদি সত্য আকাশ ও তার মাধ্যমের সূর্যস্ততা এবং সত্য হীরেক এক পান্নায় রাখা হয়, তবে 'লাইলাহা ইলাইহা' এক পান্নায় রাখা হয়, তবে 'লাইলাহা ইলাইহা'র পাল্লায় ভাবি হয়ে যাবে।

আমাদের একজন মহাব্যাপার বুদ্ধি এ বাক্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বাক্যা

আলাহর মাননি ইলাইহা ইলাইহা এমনই। কিন্তু মানুষ একটাকে হালকা ভাবে। অথবা আলাহর এক বিশেষ বাক্যের কাছ থেকে শুনেছি, বিশেষ এক সময় তিনি অথবা সমবোধ করেন—

'যদি কোন বিশ্বাসের ধনী বাক্য আমাকে বলে যে, তুমি আলাহ এ বিশ্ব বহন করতে নরেন না, তবে তাদের একার পাঠ করা 'লাইলাহা ইলাইহা' আমাকে দিয়ে দাও। তবে আমি ফকির তাদের মোটের রাজি হব।'

কোন অপর বাক্য হযরত ঐতিহাসিক কথা ভাবতে পারে। কিন্তু যদি কথা হল, মহান আলাহর দরবার 'লাইলাহা ইলাইহা'র যে মহাদেব ও মূল্য রয়েছে, কোন বাক্যের যদি আলাহ এর দুর্বিশাস দান করেন, তবে তার অবস্থা এমনই হব। সে পুরো দুর্বিশাস নিন্দা রেখে বিনিময়ে একার পাঠ কর 'লাইলাহা ইলাইহা' দান করে দিতে রাজি হব না।

কালিমারে তামজিদ (মহানদীগুলি বাক্য)

হযরত সালুলা ইবনে জনদীল (রাশিদ) থেকে বলেছেন, রসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইর্দাব করেন—

'সর্বশ্রেষ্ঠ কথা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে চারিটি। যথা -

اللهُ السَّمِيعُ الْقَهْرُ

(সুবহানাল্লাহ),

(আলহামদুল্লাহ),

(আলাহু আকবর)

হযরত আবু হুরায়রা (রাশিদ) থেকে বলেছেন, রসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইর্দাব করেন—

'আমার কাছে চারিটি বাক্য—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লাহ, লাইলাহা ইলাইহা ও আলাহ আকবর পুরো দুর্বিশাস থেকে প্রিয়, যেখানে সূর্য উদিত হয়।'

এ বাক্যটি (চারিটি) আসলে সবর্বাপেক্ষা একটি বাক্য। মহান আলাহর প্রশংসার ও পুণ্যবিদ্রোহ স্বাধীন এ বাক্য রয়েছে। কোন কোন হাদিসে আলাহ আকবরের পর 'লাইলাহা ইলাইহা ওয়ালা কুরুয়াতা ইলাইহিদারা' উদ্ধৃত হয়েছে।

আমাদের একজন মহাব্যাপার বুদ্ধি এ বাক্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বাক্যা
দুটো ছোট তাসীব হাদি বিদ্যমান

হযরত আবু হুরায়র (রাষ্ট্রীয়) থেকে বর্ধিত, রাসূল সালামের আলাইহি ওয়াসালাম ইহ্সাদ করেন—

‘যে বাংলা সকল সাধারণ একশন বাংলা পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন অন্য কোন বাংলা তার চেয়ে বেশি সুর্যাহর সাহায্য নিয়ে অস্ত পারবে না। শুধু সেই অস্ত যে এই অমাল করছে অথবা এর চেয়ে বেশি করায়।

হযরত আবু হুরায়র (রাষ্ট্রীয়) থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়বানী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইহ্সাদ করেন—

‘দুটো বারা এমন আছে, যে পড়তে খুবই সহজ, আমাদের (জন্মের) পাশায় তা খুবই ভারী হবে এবং তা ইটাই যাচ্ছে খুবই দ্রুত। বারা দুটো হল—

‘সুবায়েট লাল উদ্বোধন সুবায়েট লাল উদ্বোধন

মিকিরের জন্য আরো অনেক তাসীব ও বাক্সসমূহ প্রিয়বানী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যদি ইটাই কনাও বারা শুধু এগোলা বা এর কয়েকটি আমলে পরিণত করে, এগোলা পাঠে তাত্ত্বিক গৃহ তুলে, তবে তার জন্য যথেষ্ট।

মিকিরের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যকর, তাহলে, পরকান্দল সুর্যাহর প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার জন্য বিশেষ কনার কায়দা-কায়দানেই, বারা মিকিরের যে কনার শব্দ পৃথিবী ইতিহাসের সাথে, সুর্যাহরদের...
প্রথমের মিকির।
একটি হাদিস এসেছে, রাসূলুল্লাহ সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাহ ইরশাদ করেন—

"মহান আল্লাহ তাআলার বাণী কৃতী মার্জাইর মুদিয়া এমন,
যেমন মহান আল্লাহ তাআলার মুদিয়া তার সৃষ্টিতের উপর।"
অন্য এক হাদিস এসেছে, হযরত আবুদুর্রাহ ইলেন মাসুদ (রাহিল)
থেকে বলিত, রাসূল সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাহ ইরশাদ করেন—
"যে বাণী কৃতী মার্জাইর একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে
একটি সৌজন্য পাবে। আর একটি সৌজন্য দণ্ড সৌজন্যের
সমতুল্য। অতঃপর ক্রীতি বলেন এ মিকির এটা বলছি না যে,
'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর,
লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।"
অন্য একটি হাদিস এসেছে, হযরত আবু উমার (রাহিল)
থেকে বলিত, হিয়রী সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাহ ইরশাদ করেন—
'হে লোকসকল! কৃতী মিকির কর। কিয়ামতের দিন
কৃতী তার পাঠকারীর জন্য (মিকির) সুপারিশ করবে।'

যিকির সংগঠন কিছু জনীনী কথা?
3. যেসব মিকির করতে করতে অভ্যাস দিয়ে করেন, তাদের জন্য
এটি মিকির করা কোন কর্তার কাজ নয়। কিংবদন্তি অস্মাতের মতে
সাধারণ মিকির করতে করতে মিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক খুজে এবং এর
ব্যবস্থা এবং উপকারিতা লাভ করতে হলে কিছু নিয়ম মনে চালাতে হবে।
তার জন্য সময় নির্দেশ করতে হবে। কী পরিমাণ করত তার সংখ্যা
নির্দেশ করতে হবে। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের প্রার্থন নেয়। উচিত।
উপরের মিকিরের মাধ্যমে করতে যা মন লাগে নির্দেশ করে নেবে।
তেমনি কৃতী মিকিরের করতে একটি মিকির সাধারণ নির্দেশ করতে হবে।
2. যেসব মিকির করতে করতে, পদার্থনা তার অর্থের দিকে
যেখান রাখে। মহান আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও বড়হের অনুভূতি

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত?
কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত ঐ কৃতী মিকির।
চোখের মুক্তাবর্তীতে আলোকিত করব
রাতের গভীর অন্ধকার—
স্পষ্ট স্পষ্টে প্রমাণপদের,
তার প্রেমের সাগরে ডুবে ধাকাই
হবে ধূম আমার, যিনি আমার বড়ু বিপদের।

দুুআ

এটাতে স্বর্জনশীলতা কথা যে, এ মহার্শিবের সংগৃহীত কার্যকর মহান আল্লাহ তাআলার নিদেশকেই পরিচালিত হচ্ছে। সর্বকিছুর লাগাম তাঁর হাতেই। তিনি সব শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের ছোট-বড় সব প্রয়োজনই তাঁরই কাছে হাত পাতা একদম যুক্তিমত্ত ব্যাপার। এজন্যই সকল ধর্মালম্পলার তাদের প্রয়োজনের সময় আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। কিন্তু ইসলামে এ ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি বর্ধিত হয়েছে এবং এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি অর্থায়ণ করা হয়েছে। পরিত্র কুরআনের এক রূপায় ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ رَبِّيُّ اَسْتَجِبْ لِنِمَّ

'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দুুআ কর, আমিতা কুবুল করব।'

অন্যায় ইরশাদ করেন—

قُلُواْ إِنِّي لَوْ قَدْ عَلَّمَنِي أَلَّا ذَاعَ أَقْصَارَمِ

'(হে নবী আপনি) বলুন, যদি তোমরা দুুআ না কর, তবে আমার প্রতিপালকের এর কোন প্রধান নেই।'

দুুআ করার নিদেশ দেয়ার সাথে সাথে এ আহ্মদ প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার তাঁর বান্দাদের অতি নিষ্ঠুর হয়েছেন। তিনি তাদের দুুআ শোনেন এবং কুশুল করেন।

ইরশাদে ইলাহী—

وَ إِذَا سَأَلَكَ عَبْدُكُمُ الْمَلَأُ عَنِّي فَاتَّبَعْ نِعْمَتَيْنِ أَجَيبُ دَعُوتَ الدَّاعِ إِذَا

'আর হে নবী! যখন তোমার কাছে আমার বান্দা আমার ব্যাপারে বিজ্ঞাপ করের, তখন (তাদেরকে বল) যে, আমি তাদের
কাজেই আছি, দুঃখকারী যখন আমার কাছে দুঃখ করে, তখন আমি তার কুবরা নিতে।

রাসুল সালারাজ আলাইহি ওযাসালারাম আমাদেরকে বলেছেন, নিজের প্রয়োজন আলাইহি তালালার কাছে চাওয়া, দুঃখ হতে থাকে দুঃখ করা উচিত পর্যায়ের একটি ইবাদত। শুধু তাই নয়, এটা ইবাদতের প্রাণ এবং তার মূল। এ ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে—

"দুঃখ একটি ইবাদত।"

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—

"দুঃখ ইবাদতের মূল এবং মূল জিনিস।"

অন্য একটি হাদিসে রাসুল সালারাজ আলাইহি ওযাসালারাম ইবাদত করেন—

"আলাইহি তালালার কাছে দুঃখ চাইতে বেশী মৃদু দাবানার আর কিছু নেই।"

আর এ জন্য আলাইহি তালালার এ বাক্যের প্রতি অস্বীকার থাকেন, যে স্বীয় প্রয়োজন আলাইহি তালালার কাছে চায় না। এ ব্যাপারে একটি হাদিসে ইবাদত হয়েছে—

"আলাইহি তালালার এ বাক্যের প্রতি অস্বীকার হন যে নিজের প্রয়োজনসমূহ তার কাছে চায় না।"

সুবহানালাইহি! কি আশ্চর্য ব্যাপার! দুঃখকারীর যদি কেন বাক্য তার একটি বন্ধ বা রক্ত সংগ্রহের নিকটস্থ থাকে, তাহলে তা দুঃখকারীর প্রতি অস্বীকার হয়। কিন্তু আলাইহি তালালার তার বন্দীদের প্রতি একই দয়ালু যে, তিনি না চাইলে অস্বীকার হন আর চাইলে দুঃখ হন।

বাক্যের জন্য দুঃখ দুঃখ বললে সে হয়ে পড়ে (অর্থন আলাইহি তালালা যদি দুঃখ করার অতুলনীয় দান করে এবং আসলি দুঃখ করার ভাবে ধীর হয়েছে) তার জন্য আলাইহি রহমতের দর্জা খুলে দিয়েছে।

মাত্র কথা এখন আলাইহি তালালার কাছে দুঃখ করা যেমন সেটা অত্যন্ত করার একটি ভাবীকারী, কেননা তা উচিত প্রমাণের একটি ইবাদতও বটে। এই আলাইহি তালালার দুঃখ শুনুন হন। ফলে তিনি বাদাদর প্রতি তার রহমতে সরজা খুলে দেন। এ অবস্থা প্রতেক দুঃখকারীর কেন্দ্রের উপরে প্রয়োজন। চাই তা দীর্ঘ কেন উদ্দেশ্যে করা হোক যা কেন পার্থক্য প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে হোক। কিন্তু শরীয় হয়ে যে, অবিধ কেন কামিনীয় জন্য তা করা যায় না। অবিধ উদ্দেশ্যে দুঃখ করাও অবিধ এবং ঘৃণার কাজ।

এখানে একটি কথা মর্যাদার রাখতে হবে যে, দুঃখ অস্ত্রের যত গভীর আগে নিয়ে করা হয়, নিজেকে যত দুর্বল ও অস্বাভাবিক হয়ে করা হয়, আলাইহি তালালার প্রতি যত দুঃখ ও বিশ্বাস নিয়ে করা হয়, ততই তা করল হওয়ার আশাকে করা হয়। যে দুঃখ অস্ত্রান্তিক সাথে করা হবে না, শুধু রেয়াজ মাফিক মুখে বলা আওঘাড়ানো হল, এটা মূলত দুঃখই নয়। হাদিস শরিফে এসেছে—

"আলাইহি তালালার দুঃখ করুন করেন না যা অন্যমনস্কিতে করা হয়।"

যদিও আলাইহি তালালার সবসময়ই বাদাদর দুঃখ শোনেন, কিন্তু হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, শিষ্য শিষ্য কিছুমাত্র আছে যখন দুঃখ শোনী করুন। যেমন আবদুল ওযাসালার পর, রাজার শেষতাল, রামান মাস ইফতাহীর সময়, কোন সংক্ষেপ সমাধানের পর, সফর থাকাকালীন, বিশেষ করে সফর যদি কোন দীর্ঘ সফর হয়, তথাপি আলাইহি তালালার সংক্ষিপ্ত জন্য এসব অবস্থায় দুঃখ করলের কথা বর্ণিত হয়েছে।

দুঃখ করল হওয়ার জন্য 'মানুষ আলাইহি ওলী হতে হয়ে' এর শরীয়ত নয়। যদিও এতে কোন সদ্বেষ নেই যে, আলাইহি তালালার নেতৃবংশকর্তা এলী বাদাদরদের দুঃখ বেশী করল হবে যা থাকে। তাই বলে ওনাহাগার বাদাদরদের দুঃখ শোনা হয় না, ব্যাপারটা এমন নয়। যদিও কেউ খোন নিজেকে ওনাহাগার মনে করে দুঃখ পছন্দ দিয়ে দিতে যায় না থাকে।

আলাইহি তালালার অভিযুৎ দয়ালু, পরম কর্মসম্পাদন দাতা, তিনি তার ওনাহাগার বাদাদরদেরকে যেভাবে আহার দান করেন, তেমনি তাদের দুঃখ ও
নিজেদের কৃত দুীসমূহের বিনিময় ক্রমে প্রত্যেক ক্ষণের পূর্ব পক্ষের তালিকায় ঠেকে আফসুস করে দেওয়া হয়।

dsfrfia ספינר מw jquery55 wR?

বারবার দুীয় পরও যদি উদ্দেশ্য হয় না, তবুও নিরাশ হয়ে দুীয় ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাঁতালা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেখেন না, তিনি বাদাদার মনস্রের দিকে দুীয় রেখে দুীয় করতে বলেন।

বাদাদা যা দেয় তা বাদাদার মনস্রের দিকে খেয়ে রেখে আল্লাহ তাঁতালা কথ্যে দেখতে দান করে থাকেন। কিন্তু বাদাদা তা কথ্যে না।
একবার সে যা চয় তা তাড়াতাড়ি করতে বলে, আল্লাহ মনস্রের দিকে দেখতে দিতেন, ফলে বাদাদা নিরাশ হয়ে দুীয় ছেড়ে দেয়।

মোটকথা হবাদার উচিত, নিজের প্রয়োজন, নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুীয় চাইলে যাবে। কেউ জানেন যে, আল্লাহ তাঁতালা কথ্যে, কোনো মুন্তুক প্রেম দুীয় কল করে নির্দেশ।

সালাহের আলাহিহি
ওয়ায়সুল্লাহু দুীয় দায়ের ইরশাদ করেন—

'দুীয় কথ্যে বিফল যায় না, কিন্তু তা কবুল হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা হবে পারে। কথ্যে এমন হয় যে, আল্লাহ তাঁতালা বলে
যা দেয় যা তাকে দেয় ভাল মন করেন না। এজন্য তার সে
পাছে না থিকই, কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে অন্য কোন ভাল
জিনিস দিয়ে দেয় না। অথবা এ দুীয় কারণ তার উপর
ধারমান বিপদপাদ দুীয় করে দেয় না।

অথবা তার ঐ দুীয়কে
জানে না, তাই সে মন করে যে, আমার দুীয় বুঝি বেকার
লে।) আবার কথ্যে এমন হয় যে, আল্লাহ তাঁতালা দুীয়কে
পরকারের জন্য সংক্ষিপ্ত রাখেন।

অথবা বাদাদা যে উদ্দেশ্য দুীয়
করে, আল্লাহ তাঁতালা দুীয়তাতে তা তাকে দান করেন না। কিন্তু
তার ঐ দুীয় বিনিময়ে পরকারের জন্য অনেক শেষ সওয়ার
তার জন্য লিখে দেন।'

সালাহের আলাহিহি এসেছে—

'অনেক লেকোর দুীয় দুীয়তাতে কবুল হয়নি, তারা পরকারে
দরদ শরীফ

দরদ শরীফের আসলে একটি দুঃখ। আমরা আল্লাহর বাণিজ্য রাসুল
সালাহার আলাইহি ওয়াসালায়মের জন্য আল্লাহর কাছে দুঃখ করি।
আল্লাহ তাঁরার পর আমাদের প্রতি সবর্ধনে বেশী অদাত রসূল
সালাহার আলাইহি ওয়াসালায়মেরই রয়েছে। তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর
দুঃখ-কষ্ট সহ করে আল্লাহ তাঁরার প্রিয়তাত্ত্বিক আমাদের পর্যন্ত
পৌঁছেছেন। তিনি যদি আল্লাহর রহে এ কষ্ট না পারতেন, তবে ভবের এ
আলোকিত পথের স্থান আমরা পেতাম না। আমরা কুফর আর শিকেরকে
লাল্য অরণ্যে ঘুরাতে থাকতাম। আর মুতাবার পর দোষ হতো
আমাদের চিন্তায়।

আমরা তাঁর ওষুধ শেষ করতে পারব না কোন ভাবেই। আমরা যা
করতে পারব, তাহলে, মহান আল্লাহ তাঁরাদের দরবারে তাঁর জন্য দুঃখ
করব, এ দিয়েই আমরা তাঁর প্রতি কর্তব্যতাত্ত্বিক করব। আমাদের পক্ষ
থেকে নবীী সালাহার আলাইহি ওয়াসালায়মের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের
উপযুক্ত দুঃখ এটাই হতে পারে, যে 'হে আল্লাহ! আপনি আপনার
নবীীকে বিশেষ রহমত এবং বর্তমান বিশেষ রহমান এবং তাঁর
মর্যাদা উন্মুক্ত কর দিন।' এ ধরনের দুঃখকেই দরদ বলে।
কুফান শরীফের অন্তর্গত নবীী এবং আক্ষর ভিতে আমাদেরকে
দরদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরাস্ত ইলাহী--

'হে আল্লাহ ও তোমার প্রতি দরদ দিয়েছ। আমার নবীর প্রতি
হে ইমানপাঠে! তোমার তাঁর প্রতি দরদ এবং
সালাম প্রেরণ কর।'
'হে আমার আলাহ! উল্লুক নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াস্লাম রায়ের প্রতি, তার পুলিয়াতে স্ত্রীগণের প্রতি, যারা হলেন মুমিং জননী। এবং তার পরিবারের ও বহুবিধ দের প্রতি রহমত বর্ষণ করে, যেখানে তুমি ইবরাহিম (আঃ) এর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তোমা এ প্রসন্ন লোক, তুমি তা মহান হবে।

যখনই আমার নবী সালাল্হু আলাইহি ওয়াস্লামের নাম মূর্তি উদ্ধার করে, তার আলোচনার কর বা অনেক থেকে পুনরায়, যখনই তার প্রতি দরগা পাঠ করব। এমন সময় শুধু আতিথী কলে চলে—

‘সালাল্হু আলাইহি ওয়াস্লাম।

প্রতিদিন কর ওলিফা?

কোন কোন আলাহু ওয়ালা নৈক হাজার হাজার বার দরদ পাঠ করার প্রতি পালন করে থাকেন। কিছু আমাদের মত দুর্লভ ইমানদাররা যদি সকল সময়ে ইচ্ছিত ও শ্রুতি সাথে শুধু এক পক্ষ বার করে দরদ পাঠ করতে থাকে, তবে আমা এমন মূল্যবান অনেক কিছু লাভ করতে পারব, পাঠকারী প্রতি হযরত সালাল্হু আলাইহি ওয়াস্লাম এতে দয়া হবেন যে, দুনিয়াতে কেউ তা কমনাও করতে পারবে না। যারা সক্ষম দরদ পাঠ করতে আগ্রহী, তারা নিম্নস্থতি হে তো দরদমান মূখ্য কর নিন—

‘আল্লাহ সুল্লাম উল্লুক মুহাম্মদ আলী ও নিলে'

অর্থ—'হে আলাহ! উল্লুক নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াস্লামের প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।
সবক ২০

তাওবা-ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রসূল ও ঐশ্বীগুলো এগুলি মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন যে, মানুষ যখন তাদের মধ্যে ও জ্ঞানের পার্থক্য নির্জন করে পারে। মন্দ কাজ ও ওনাহের যখন বিচার পারে। তাদের স্বল্প পথে চলে আল্লাহর সত্যি এবং পর্যবেক্ষন জীবনে মুক্তি অর্জন করতে পারে।

যারা নবী-রসূল এবং তাদের কাছে অবতর্ন ঐশ্বীগুলোকে মানি করেন, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের জীবন তো একবারেই খাদ্যশস্ত্রী ও পাপ-শক্তি জীবন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতর্ন বিদ্যমান বা সংঘর্ষের দিশায় ব্যাপারে তারা বিলুপ্ত সম্পর্কিত। এজন্য যতক্ষণ তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলদের প্রতি, তাদের প্রতি অবতর্ন ঐশ্বীগুলোর প্রতি, বিশেষ করে সংস্কার নবী হয়তো মুহাম্মদ সালাম আল্লাহই ওয়াসালামের প্রতি ও তাঁর প্রতি অবতর্ন স্বধোম মহাভাষ্য পরিত কৃত্তিকারের উপর ইমান না আনবে এবং তাঁর দেখানো পথ না চালবে, ততক্ষণ তাঁর আল্লাহর সত্যি এবং পর্যবেক্ষন মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। কেন্দ্র আল্লাহ, তাঁর প্রিয় নবী ও ঐশ্বীগুলোর অষ্টীকার এমন অপারাধক, যা কমার প্রবল। আল্লাহর প্রত্যেক নবী-রসূল যার যে বুদ্ধি র এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে এসেছেন। মোটকথা কুফর ও শিকার লিপি বাদানিরের মুক্তির পূর্বর্তী হল, তাঁর প্রথমে কুফর ও শিকার থেকে তাওবা করবে এবং ইমান ও একত্রবদ্ধে জীবনে সংক্ষেপ ভিতি রাখবে। এছাড়া মুক্তি আশার করা সত্যি নয়।

যারা নবী-রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের বালানো পথে চালার অধিকার করে ফেলে, তালেব কখনো কখনো শয়তানের বোকায় পড়ে বা প্রবর্ত্তির তাজানো ওনাহের লিং হয়ে পড়ে। এমন সব লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা তাওবা-ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দরজা খুলে রেখেছেন।
বেশী প্রিয় হয়ে যায়। কখনো কখনো তো গুনাহের পর প্রকৃত তাওবার বেলুতে বাণিজ্যে এমন উচ্চ মর্যাদায় উন্নত হয়ে যায়, যা হাজার বছর ইবদাত ও সাধারণ পরও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

এ সত্যিই যা বলা হল সবই কুরআন-হাদিসের সারংশ। এখন তাওবা-ইতিফাফার সংক্রান্ত কুরআন-হাদিসের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ তালালা ইরশাদ করেন—

যা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমেরন্দার হয়, তাহলে তাকে তার নির্দেশনা দিয়ে দেবে পথ দেখাতে।

হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহ তালালা কাছে প্রকৃত তাওবা কর। আশা করা যে, তোমাদের প্রতিপালক (এই তাওবার পর) তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা কর দেবেন তার তোমাদেরকে বেহেতের ঐতিহ্য বাংলা বাংলা প্রবেশ করবেন, যার তদন্ত নিয়ে নদীসমূহ প্রভাবিত হবে। (সুরা ভায়াম) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তালালা ইরশাদ করেন—

'তারা কেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে না আর কেন ক্ষম প্রার্থনা করে না, অতঃপর আল্লাহ তালালা অত্যন্ত ক্ষমশীল দয়ালুলি' (সুরা মায়েদাহ)

সুরা আনফালে কি তালবানা মিশ্রিত ইরশাদ—

'আর হে সুবুরি! যখন তোমার কাছে আমার আযাতের প্রতি
আমি তো শুনে করে ফেললেই। আল্লাহ তাঁরা বলেন যে আরাম বান্ধা জানান যে, তুমি একজন প্রতিপালক আছ, যে মূল্যর উল্লেখ পূর্বক করতে পারন, আর কোথাও করে দিতে পারেন। ওপরে আল্লাহ যতদিন চান যে শুনে করে বসন। কিছুদিন পর আবার সে শুনে করে বসল। আবার আল্লাহর দরবারে হাত পেতে বললে ফেলে আমার মালিক। আমার থেকে তো শুনে হয়ে গিয়েছে, তুমি আমাকে ক্ষাম করে দাও। আবার আল্লাহ তাব্দালা বলেন যে আমাদের বান্ধা জান যে তুর একজন মালিক আছ, যে মূল্যর উপর করতে তাকেন এবং শাসিত অবস্থায় তাকে পারেন। আমি আমাদের বান্ধা শুনে করে দিলাম। ওপরে আল্লাহ যতদিন চান যে শুনে করে বসন। কিছুদিন পর আবার কোন শুনে করে বসল। আবার আল্লাহ তাব্দালার দরবারে হাত পেতে বললে ফেলে আমার মালিক। আমার থেকে তো শুনে হয়ে গিয়েছে, তুমি আমাকে ক্ষাম করে দাও। তখন আল্লাহ তাব্দালা বলেন যে আমাদের বান্ধা জান যে আমার একজন মালিক ও মানুষ আছ, যে মূল্যর উপর করতে তাকেন আবার এর জন্য শাসিত অবস্থায় তাকে পারেন। আমি আমাদের বান্ধাকে ক্ষাম করে দিলাম।

আরেকটি হাদিস এসেছে, যে রাসূল-সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইব্রাহিম করেন—

'শুনে থেকে তাওবাকীর বার্তা এই ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে এই শুনে করেছি।'

এই হাদিস মহার আল্লাহ তাব্দালার ক্ষমা ও দয়ার মহিমান্ত ওয়াবার্তা কথা ফুটে উঠলে। কিন্তু সাধারণ! এই হাদিস শুনে শুনে হয়ে তাওবা ও মানুষর উপর ভরা শুনে করে শুনে করে থাকা মূল্যর কাজ নয়। রহমত ও মানুষর উপর আল্লাহ ও হাদিস শুনে আল্লাহ তাব্দালার প্রতি প্রবাসী আনা গুড়া হওয়া উচিত। আর যা থেকে প্রকাশ গ্রহণ করা উচিত।

যে, এমন মহান দয়ালু প্রতিরূপ অবদায়তা তো নিমাকারধা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি ভেবে দেখা উচিত যে, যদি কোন চাকরের মনীষি তার সাথে খুবই নরম ও সহায়তাসী আচরণ করে, তবে কি এ চাকরের জন্য জেরে রাখা তার অবদায়তা করে যাওয়া উচিত?

মূলত এতদের আতের ও হাদিসের উদ্দেশ্য তো শুধু এই যে, কোন মুর্তি বান্ধা থেকে যদি অনিচ্ছক কোন শুনে হয়ে যায় যে তো আল্লাহর রহমত থেকে নিকট না হয় যায়। বরং তাওবা করে এই শুনে থেকে মুছে ফেলে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইয়ে।

আল্লাহ তাব্দালা তার স্বাগতে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাব্দালা তার প্রতি রাগ না হয় সত্রুত হয় যায়ন।

একটি হাদিস এসেছে, রাসূল-সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইব্রাহিম করেন—

'বান্ধা যখন শুনে করে আল্লাহ তাব্দালার দিকে দিরে যায় আর অন্তর্বর্তিতে তাওবা করে নেয়, তখন আল্লাহ তাব্দালা তার তাওবার দরবার তার প্রতি ঐ বান্ধা চেয়ে বেশী ক্ষুদ্র হয়ে যায়, যার বান্ধার প্রাণী কোন বিজ্ঞ মাঠ তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, আর ঐ প্রাণীর পিঠে তার কান্দার-দাবারের সমুদ্র আকাশের বায়ু ছিল। এখন সে একবারে নিরাপত হয়ে মূত্র অপেক্ষে কোন গাছের হয়ে যে পড়ল। সে তখন হাতে সে দেখতে পেল যে, তার হারানো ঐ বাহ্য সমুদ্র আকাশের সহ দাঁড়িয়ে আছে। সে গিয়ে ওঠাকে বসে পড়ল। অতঃপর অবস্থান আল্লাহ তাব্দালার তার মুখ থেকে বিভিন্ন পড়ল। তখন আল্লাহ তাব্দালা তার প্রতি প্রতিস্পর্ধা।'

প্রথম (সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেন যে, এ ব্যক্তি তার হারানের প্রাপ্তিগুলি যে পরিমাণ ক্ষুদ্র হয়েছে, আল্লাহ তাব্দালা তার শুনাহার বান্ধা তাওবা করা দেখে এর চাইতেও বেশী ক্ষুদ্র হন।

1. অস্তিত্ব ব্যক্তির ফলে তার মুখ থেকে আল্লাহ যে করলে দেমিয়েছিল তার উপরের বিষয়ে গোল পড়ল।
বাস্ত করে রেখেছি। (পূরা নির্দেশ)
সুতরাং যে সময়ে বাহ্য আরে এটাকে আমরা অতিমুখিতায় মনে করি। নিজেদের আসার সংশোধন করতে এবং তাওয়া করতে দিয়ে দেব না। ঠাকুর কথন মুতু এসে যায়। আর তখন তাওয়া করার সুবোধ এবং তাওয়ার হবে কি হবে না তায় তো ঠিক নই।
ভাইয়েরাই! আমরা আদেশের জীবনে যত মানুষকে মুতুর পেয়ালা পান করতে দেখিয়ে। আদেশের সাহায্য অভিজ্ঞতা হলো, যায়েভাবে জীবনযোগ্য করেছে, সে সুতরাংই মুতুযুক্ত করেছে। অর্থাৎ এমন সাহায্য তাকে দেখা যায় না যে, এক বাহ্য সারাট জীবন আলাপেক ভুলে যায়েছে, তার অবস্থাতে মধ্যে প্রতিটি মুতু অতিরিক্ত করেছে, আর মুতুর একদিনের পূর্বে তাওয়া করে ব্যাস আলাপের ওলো হয়ে পিছিয়েছ।
সুতরাং যে ভালো চায় যে, সে আলাপের সহায্য নিয়ে মুতুযুক্ত করবে তার জন্যা জরুরী হল, সে পুরা জীবনের মুতুযুক্ত কামনায় অতিরিক্ত করবে। তাহলে আশা করা যায় যে, তার জীবনের শেষ মূলতাও আলাপের সহায্যেই কাটিয়ে। তার মুতু হবে সোফাগায়া এক মুলন্দার। আর কিয়ামতের দিন সোফাগায়া বাদাদের সাথেই তার বাহ্যক বা পুনরুদ্ধার হবে।
তাওয়া সংক্রান্ত একটি জরুরী কথা?
বাদাদ যদি কোন গুনায় থেকে তাওয়া করে, পরে যদি আবার সে গুনায় করে যেসময়, তবুও সে বলে আলাপের রহমত থেকে নিরাশ না হয়। বরং সাথে সাথে আবার তাওয়া করে ফেলবে। আবার যদি তাওয়া ভেঁজে যায়, আবার তাওয়া করবে। 
তারা শত-সহস্র বারও যদি তার তাওয়া ভেঁজে যায়, তারপরও নিরাশ হয়ে জান থাকবে না, যখনই সে অন্তরিক্তভাবে তাওয়া করবে, মহান আলাপে তাওয়ার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তার তাওয়া করবেন। আর তাকে করা দেবে।
আলাপের তাওয়ার দায়িত্ব সাধারণের কোন কূলি কিনারা নেহ, তারে রহমত অসীম ও সুপ্রৃতিত।
সাইয়িয়ান্ডুল ইস্তিগফার (সেরা ইস্তিগফার)।
হাদিস শরীফে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।
সাইয়িয়ান্ডুল ইস্তিগফার হলে—

'আল্লাহ । আল্লাহ । আল্লাহ । আল্লাহ । আল্লাহ

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন মারুর নেই।
তুমি আমার সীমাবদ্ধতা, আমি তোমায় গোলাম। যদিও আমি তোমার সাদা কৃত অস্তিকার ও ওয়াদার উপর দূরপত্র রয়েছি।
আমি যেসব খারাপ কাজ করেছি, এর অনুশীলন থেকে তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত করি।
তোমার দয়া পুরনারাসমুখে চিত্ত করিয়ে আর কৃত গুনাহের চিত্ত করিয়ে।
অতঃপর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কমান্ডার আর কেউ নেই।'

প্রিয়ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—
'হে বান্দা এ বাকের মাধ্যমে এর মর্মাল্লাহ দ্বিতীয় রেক্ষণ বিশ্বাস সাধারণ দিনের প্রাতালা আল্লাহ তাবালার দরবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তবে যদি এই দিন রাতের পূর্ব মুতুবরণ করে, তবে সে বেহেশ্তী হয় যাবে। আর যদি এভার রাতের দিন ক্ষমা প্রার্থনা করে আর সত্তালাহ হওয়ার পূর্বে মুতুবরণ করে, তবে সে বেহেশ্তী হয়।'

আমি যেসব খারাপ কাজ করেছি, এর অনুশীলন থেকে তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত করি।
অতঃপর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কমান্ডার আর কেউ নেই।'
পরিশীল্প

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জানাত লাভ করার সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত

এ ছোট বইয়ের বিশ্লেষণ সকলকে যাকিছু বলা হয়েছে, এটা আমার কর্তব্যেই জানাত লাভ করার জন্য ইনশাঅল্লাহ মাখ্য হবে। মন চাইছে যে, পরিশিল্পে একটি সারাংশ উপস্থাপন করি।

ইসলামের প্রথমে শিক্ষা এবং আল্লাহ তাঅলার সৃষ্টি অর্জন ও জানাত লাভ করার প্রথম শর্ত হল—

মানুষ না লামা রোহমান এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাঁর প্রাক্তন মোতাবেক ধর্মীয় বিবি-বিবাহ সম্পর্কে জানাত লাভ করবে। আর ফরম-ওয়াজিব, সুরম-মানাহ এবং বাদাম হক (অধিকার), আদর-কারা, আল-কারিমের ব্যাপারে ইসলামের যে শিক্ষা ও বিবি-বিবাহ রয়েছে, তার অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। যখনই কোন ভুল-অন্তর বা গোনাহ হয়ে যাবে, সাথে সাথে আন্তরিকভাবে তাওয়া করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সামনে ভাল হয়ে চলার দুঃখ সংক্ষেপ করবে। আর যদি আল্লাহর কোন বাদাম সাথে কোন ধরনের ভুল-অন্তর বা অন্যায় হয়ে যায়, তবে তা কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে। বা বিনয়মুদ্রা প্রদান করে নিজেকে বাঁচবে।

তেমনি চেষ্টা করবে, যেন দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহ, তাঁর ছিয়া রাসুল ও তাঁর ধর্মের প্রতি বেশী ভালবাসা হবে। সত্য-সত্যি ধর্মের উপর অটল-অবিচ্ছল থাকবে। এ ধর্মের দাওয়াত ও বিদম্ভের ব্যাপারে অংশ নিয়ে। এটা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা নবি-রাসুলদের কাজ। এটা তাঁদের উত্তরাধিকার। বিশেষ করে আজকালকার যুগে এর মর্যাদা অন্যায় নফল ইবাদত থেকে অনেক গুণ বেশী। এর বরকতে নিজের সম্পর্ক ধীরের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের সাথে বাড়তে থাকবে।

নফল ইবাদতের মধ্যে সত্যব হলে তাহাজুদ নামায়ের অভ্যস গড়ে তুলবে। এর বরকত অপরিসীম। সবধরনের গুন বিশেষ করে কবর্যাহ গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। যেমন, চূরি-শাক্তি, জেনা-বাড়িচার,
স্বাভাবিক এই পুস্তকপত্র উল্লেখ করা বাংলা ভাষায় প্রতিদিন পাঠ করার মতো করা যেতে পারে যেমন হাফেজের চলিত দুটো

বিষয়: স্বাভাবিক এই পুস্তকপত্র উল্লেখ করা বাংলা ভাষায় প্রতিদিন পাঠ করার মতো করা যেতে পারে যেমন হাফেজের চলিত দুটো

নির্দেশিত করা হলো যে এই পুস্তকপত্র বাংলা ভাষায় প্রতিদিন পাঠ করার মতো করা যেতে পারে যেমন হাফেজের চলিত দুটো

কুরআন ও হাফেজের চলিত দুটো

বিষয়: স্বাভাবিক এই পুস্তকপত্র উল্লেখ করা বাংলা ভাষায় প্রতিদিন পাঠ করার মতো করা যেতে পারে যেমন হাফেজের চলিত দুটো
'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অবাধ্য হয়ে নিজেরাই নিজেদের
উপর অনেক জলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে কমা না কর, তবে
আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয় যাব।'

'হে এরদ্ব আমাদের! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির অত্যাচারের
শিকার বানিয়ে না। আর তুমি নিজ দয়ালু হে আমাদেরকে কাফিয়ার জাতির
জলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি দাও।'

'হে আমাদের প্রভু! এক যোগসংঘাতী থেকে ইমামের যোগসূত্র দিয়ে
শুনেছি। (যে, যে লোকসব! তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি
ইমাম অন) ফলে আমারা ইমাম নিয়ে এসছি। সুতরাং হে আমাদের
প্রভু! আমাদের উপর কমা কর দাও, আমাদের অনায়ালোকে মুছে
দাও এবং তোমার পুনরাবৃত্ত বাদাদের সাথে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি
ঘটাও।'

'হে আমার প্রতিপালক! আমার সাহায্যার্থী, ইসলামের উপর আমার মৃত্যু
দাও। আর তোমার
সংক্ষেপ বাদাদের অস্বাভাবিক কর।'

রিবা গ্রহণ করো যে মুসল্লির সমস্ত মুদ্রা তোমাদের
ওয়াদার হয়। তার অবস্থায় আমাদেরকে কামান কর। আর কিয়ামতের দিন
আমাদেরকে অপমান করা না। নিচু তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না।
রব অধিন আমার, তিনি আমার বিশালতার প্রতি দিয়া করে। যেখানে
তারা আমাকে আমার শৈশবে আদর করে লালনপালন করেছেন।

রব পূজনীয় আল্লামা।
'হে আল্লাহ! আমার (ঈশ্বর) জন বোধিয়ে দাও এবং (তাতে বরকত
dান কর।')

রব অগ্নিতালা এন্ড কে আমার অগ্নি ছাড়িয়ে দাও এবং দাও কর। তুমি তো
উত্তম দয়ালীল।

রব অবৈতনিক আন আহার অব্যবহৃত তিনি অল্প মাত্র উল্লেখ্য ও তিনি
অগ্নিস্ফুরণ প্রস্তাব ও অল্প নির্দেশনা বলতে রবে এবং বল মেলে।

'আমার প্রভু! তুমি আমার এবং আমার পিতামহকে যে নিয়মত
দান করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য দান কর এবং যেন
এমন অনুমান করি যদি তুমি সত্যজ্ঞ হও। আর আমার জন্য আমার
পরিবার পরিজনের মধ্যে আমার প্রাকৃতিক মুখ্য দান কর, আমি তোমার
dরবার দান কর তাই কর তাই, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

রব আল্লাহ সব লোকের দুর্গন্ধ অন্তর্ভুক্ত মুম্বাইয়া প্রাচীন মুসলমান ও না নিজের

'{হে আল্লাহ! আমার জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও। আর
ঈশ্বরদের প্রতি হিংসা-বিমৃদ্ধ থেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত পরিসম্পালন করে। হে আল্লাহ! তুমি বড়ই দয়ালু, করপালায়।'}

রব অবৈতনিক আন তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি
'হে পরোয়াদিগার! আমাদের জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও। আর
ঈশ্বরদের প্রতি হিংসা-বিমৃদ্ধ থেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত পরিসম্পালন করে। হে আল্লাহ! তুমি বড়ই দয়ালু, করপালায়।'}

রব আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি
'হে পরোয়াদিগার! আমাদের জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও। আর
ঈশ্বরদের প্রতি হিংসা-বিমৃদ্ধ থেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত পরিসম্পালন করে। হে আল্লাহ! তুমি বড়ই দয়ালু, করপালায়।'}

রব আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি তুমি আল্লাহ তুমি
'হে পরোয়াদিগার! আমাদের জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও। আর
ঈশ্বরদের প্রতি হিংসা-বিমৃদ্ধ থেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত পরিসম্পালন করে। হে আল্লাহ! তুমি বড়ই দয়ালু, করপালায়।'}

আল্লাহ সব লোকের দুর্গন্ধ অন্তর্ভুক্ত মুম্বাইয়া প্রাচীন মুসলমান ও না নিজের

'{হে আল্লাহ! আমার জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও, যদি তোমার জীবিকার উপকরণ
রয়েছে এবং আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে আমার প্রাকৃতিক মুখ্য দান কর, আমি তোমার
dরবার দান কর তাই কর তাই, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

রব আল্লাহ সব লোকের দুর্গন্ধ অন্তর্ভুক্ত মুম্বাইয়া প্রাচীন মুসলমান ও না নিজের

'{হে আল্লাহ! আমার জন্য নস্তাদেক আমার পিতামহের কর্ম কর দাও, যদি তোমার জীবিকার উপকরণ
রয়েছে এবং আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে আমার প্রাকৃতিক মুখ্য দান কর, আমি তোমার
dরবার দান কর তাই কর তাই, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

রব আল্লাহ সব লোকের দুর্গন্ধ অন্তর্ভুক্ত মুম্বাইয়া প্রাচীন মুসলমান ও না নিজের

'}
ہے آللہ! آپ کو ہدایت، خوشحال اور خوبصورت خواہیں کرنا ہے۔

اللہِ اَسْتَلَکِ اللہَ، اللہُ عَلَیْهِ الْفَلاَمَةَ، فَاعْلِمْنِیُّ صَبْرٍ وَعَمَلِیُّ مَنْفِیًّا.

اے آللہ! آپ کو نظری رحمت اور خوبصورتیں کرنا ہے۔

اے آللہ! آپ کو صبر رکھنا اور اپنے ک Magick اور عمل میں مصروف ہو۔

اے آللہ! آپ کو عطش ہرانے کے لئے بیروتوں اور مالابندی کرنا ہے۔

اے آللہ! آپ کو دعوتی ہیں کہ توبہ سے آئے اور عبادت کر۔

اے آللہ! آپ کو توبہ کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو مجبور ہوں گے کہ توبہ کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں۔

اے آللہ! آپ کو امام واقف سن کریں اور عبادت کریں。

اللہِ اَسْتَلَکِ اللہَ، اللہُ عَلَیْهِ الْفَلاَمَةَ، فَاعْلِمْنِیُّ صَبْرٍ وَعَمَلِیُّ مَنْفِیًّا.
"He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

1. Аллähу Акбару

2. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

3. Аллähу Акбару

4. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

5. Аллähу Акбару

6. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

7. Аллähу Акбару

8. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

9. Аллähу Акбару

10. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

11. Аллähу Акбару

12. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

13. Аллähу Акбару

14. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

15. Аллähу Акбару

16. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

17. Аллähу Акбару

18. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

19. Аллähу Акбару

20. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

21. Аллähу Акбару

22. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

23. Аллähу Акбару

24. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

25. Аллähу Акбару

26. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

27. Аллähу Акбару

28. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

29. Аллähу Акбару

30. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

31. Аллähу Акбару

32. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

33. Аллähу Акбару

34. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

35. Аллähу Акбару

36. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

37. Аллähу Акбару

38. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

39. Аллähу Акбару

40. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

41. Аллähу Акбару

42. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

43. Аллähу Акбару

44. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

45. Аллähу Акбару

46. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

47. Аллähу Акбару

48. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

49. Аллähу Акбару

50. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

51. Аллähу Акбару

52. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

53. Аллähу Акбару

54. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

55. Аллähу Акбару

56. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

57. Аллähу Акбару

58. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

59. Аллähу Акбару

60. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

61. Аллähу Акбару

62. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

63. Аллähу Акбару

64. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

65. Аллähу Акбару

66. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

67. Аллähу Акбару

68. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

69. Аллähу Акбару

70. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

71. Аллähу Акбару

72. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

73. Аллähу Акбару

74. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

75. Аллähу Акбару

76. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

77. Аллähу Акбару

78. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

79. Аллähу Акбару

80. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

81. Аллähу Акбару

82. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

83. Аллähу Акбару

84. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

85. Аллähу Акбару

86. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

87. Аллähу Акбару

88. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

89. Аллähу Акбару

90. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

91. Аллähу Акбару

92. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

93. Аллähу Акбару

94. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

95. Аллähу Акбару

96. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

97. Аллähу Акбару

98. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

99. Аллähу Акбару

100. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

101. Аллähу Акбару

102. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

103. Аллähу Акбару

104. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

105. Аллähу Акбару

106. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

107. Аллähу Акбару

108. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

109. Аллähу Акбару

110. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

111. Аллähу Акбару

112. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

113. Аллähу Акбару

114. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

115. Аллähу Акбару

116. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

117. Аллähу Акбару

118. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

119. Аллähу Акбару

120. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

121. Аллähу Акбару

122. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

123. Аллähу Акбару

124. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

125. Аллähу Акбару

126. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

127. Аллähу Акбару

128. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

129. Аллähу Акбару

130. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

131. Аллähу Акбару

132. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

133. Аллähу Акбару

134. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

135. Аллähу Акбару

136. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

137. Аллähу Акбару

138. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

139. Аллähу Акбару

140. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

141. Аллähу Акбару

142. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

143. Аллähу Акбару

144. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

145. Аллähу Акбару

146. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

147. Аллähу Акбару

148. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

149. Аллähу Акбару

150. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"

151. Аллähу Акбару

152. "He Alá! Oproštite mi, što sam se oprostio!"
'हे आल्हाह! अमी आपनार ऐं सकल कलाग कामना करती, यें सकल कलाग आपनार निकट आपनार नवी मुहाम्मद साल्लाहु अलाइहि ओयासल्लाह च्याहेच्याह. आर अमी ऐं सकल मन्द जिनिस ओ मन्द जिनिसेची अनिष्ठा थेकेस आपनार निकट आश्रय चाहती, यें सकल मन्द जिनिस ओ मन्द जिनिसेची अनिष्ठा थेकेस आपनार नवी मुहाम्मद साल्लाहु अलाइहि ओयासल्लाह आश्रय च्याहेच्याह.

लल्हिम सल्लानु दुल्लाह ओ उल्ला मुहम्मद क्या सरिलित उपरे उल्ला।

यहां आल्हाह! हयरत मुहाम्मद साल्लाहु अलाइहि ओयासल्लाहेंच आकर एवं तार परिवार-परिवर्तनेंच प्रत्ये रह्मत नामिल कर. येबावी भुमी हयरत इब्राहीम (अल्लाह) एवं प्रत्ये तार परिवार-परिवर्तनेंच प्रत्ये प्रत्ये नामिल करले. यहां आल्हाह! हयरत मुहाम्मद साल्लाहु अलाइहि ओयासल्लाहेंच प्रत्ये तार परिवार-परिवर्तनेंच प्रत्ये रह्मत नामिल कर, येबावी भुमी हयरत इब्राहीम (अल्लाह) एवं तार परिवार-परिवर्तनेंच प्रत्ये रह्मत नामिल करले. भुमी प्रत्ये सांगी यो योग्य यशस्वी। यहां आल्हाह! भिंतत तुम तार लेकटर अग्स विपणन कर एवं 'वोलिंगा' ओ उच्च यशस्वी गोळे दावा. आर ऐं 'माकाम माहमु' (प्रशंसित ज्ञान) तार दान कर, यार ओयासल्लाह भुमी तार जन्म करेल.
বিশেষ বিশেষ সময়ে
বিশেষ বিশেষ দুআ

ছিয়াধী সালতানা আলাহি ওয়াসালাম অনেক দুআ বিশেষ বিশেষ সময়ে পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রতিদিন পাঠ করার কিছু দুআ আছে। এগুলো এখানে সমন্বিত করা হল। আল্লাহ যদি তাদের দান করেন তবে এগুলোকে মুখ্যতঃ করে সময়টির সাথে পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিত।

১
সকাল হলে পাঠ করবে নাও?

াল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আসামানুন আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আল্লাহ

মাত্র তাছাঁড়া পাঠ করবে নাও?

তোমার হকুমকে আমরা সকালে উপনীত হলাম আর তোমার হকুমকে সাক্ষাৎ উপনীত হই। তোমার হকুমকে জীবিত তোমার হকুমকে মৃত্যুবরণ করব। আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

২
সন্ধ্যা হলে পাঠ করবে নাও?

াল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আসামানুন আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আল্লাহ

নবীর নবী নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর নবীর

তোমার হকুমকে আমরা সকালে উপনীত হলাম আর তোমার হকুমকে সাক্ষাৎ উপনীত হই। তোমার হকুমকে জীবিত তোমার হকুমকে মৃত্যুবরণ করি। তারপর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

৩
শুভকালে পাঠ করবে নাও?

াল্লাহ প্রাসিদ্ধ আমরা নাও?

অর্থ ৪ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরতে চাই এবং জীবিত হতে চাই।'

৪
ধুম থেকে জাগ্রত হলে পাঠ করবে নাও?

আল্লাহ প্রাসিদ্ধ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ

অর্থ ৪ 'মহান আল্লাহ তাআলার শুক্রিয়া, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, আর তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করে হল।'

৫
ইতিকাবার দৃষ্টিকোণ (রোহিয়া) যাবার সময় পাঠ করবে নাও?

আল্লাহ প্রাসিদ্ধ আল্লাহ আল্লাহ

অর্থ ৪ 'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুই শয়তান থেকে অশ্রাব্য চাও।'

৬
রোহিয়া থেকে বের হলে পাঠ করবে নাও?

আল্লাহ প্রাসিদ্ধ আল্লাহ আল্লাহ

অর্থ ৪ 'এই আল্লাহ তাআলার শুক্রবর, যিনি আমাকে কর্তৃক জলিনাস (ময়লা) দুই করে দিয়েছেন। আর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।'
খানার শেষে পাঠ করবে:

"আল্লাহ! তুমি আমার বাসস্থান এ দুমা পাঠ করবে।"

মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথম দান পা ভিত্তে রেখে
এ দুমা পাঠ করবে:

"র্তাই আল্লাহ, আল্লাহ দিয়ে রাশুন্ম হয়।"

সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুমা পাঠ করবে:

"আল্লাহ আল্লাহ নাম নাম আর দূর যাবে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ নাম নাম আর দূর যাবে। আল্লাহ আল্লাহ নাম নাম আর দূর যাবে। আল্লাহ আল্লাহ নাম নাম আর দূর যাবে। "
তুমি কি আল্লাহ! নামাকে মন্ত্রণ ও সন্ন্যাস করেছ।
তুমি এই প্রথম দুর্দণ্ড করে দাও।
তুমি আল্লাহ তোমার সময় এই সফরকে আশান করে দাও।
এর দ্বারা করিতে করে দাও। তুমি আল্লাহ তোমার সফরের
একমাত্র সত্য। আমার অনুপস্থিতি তুমি আমার পরিবারবর্গের
দেখানোকারী।
তুমি আল্লাহ। আমি তোমার অনুশীল্য চাহি—সফরের কথা
থেকে, মন্দ অবস্থা থেকে এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে
মন্দ অবস্থায় পাওয়া থেকে।

তুমি আল্লাহ! এ জনপদে আমাদের জন্য বর্কত তোমাকে আর
এটাকে বর্কতময় কর।

তুমি আল্লাহ! আমি তোমার পরিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার
প্রশংসা
করছি।
তুমি ছাড়া আর কোন উপাসা নেই। আমি তোমার কাছে ওনাহ
থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওয়া করছি।

তুমি আল্লাহ! আমি তোমার ধীন, হেফাজত উপলক্ষ দিবেছ এবং তোমার
আমাদের পরিভাষাতি আল্লাহ তাআলার হাতে সোপড করছি।

তুমি আল্লাহ তাআলার শোক, যিনি আমাকে তোমার মত বিপদে
পড়ে হওয়া থেকে বাঁচিয়ে সুখ রেখেছেন। আর তিনি তার অনেক সৃষ্টি
একটি দরখাস্ত

পাঠক ভাইয়েরা! আপনারা যারাই যখন এ কিতাব পাঠ করবেন এবং এসব দু’আ সমূহ পাঠ করবেন তখন আপনাদের দু’আয় আমি গুনাহগার (লেখক হযরত) কেও স্মরণ করে আমার জন্য, আমার শিতামাতার জন্য, পরিবারবর্গের জন্য এবং অন্যান্য ভাই-বন্ধুদের জন্য গুনাহ মাফের এবং রহমতের দু’আ করে কৃতার্থ করবেন। এটা আমার প্রতি আপনাদের পক্ষ থেকে অনেক বড় পূর্স্কার বিবেচিত হবে।

আমি দু’আ করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের এ পুরস্কারের উত্তম প্রতিদান দান করেন।

অধম রান্দা—
মুহাম্মাদ মন্যুর নুমানী
রজব, ১৩৫৯ হিজীরার

1. এক্ষেত্রে আমি অধম অনুবাদক মাহী হুসানও বিদ্যু আলিমে লাঙ্গান, কাফেলায় দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন সমাধিত মুখপাত্র হযরত মাওলানা মন্যুর নুমানী (রহক্স) এর দরখাস্তের সাথে নিজেকে শামিল করে সকল পাঠকদের শেষমতে দু’আর দরখাস্ত রাখি। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এ তুষ্ট কাজটিকে আমার জন্য, পরিবারবর্গ এবং উশ্মতে মুসলিমদের জন্য নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমান। — আল্লাহর অরুনবাদক।